BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

ABU DAUD SARIF (3rd VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BT : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : HAJJ

আবু দাউদ শরীফ ৩য় খন্ড

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

হজ্জ-এর নিয়ম পদ্ধতি

বাংলাইন্টারনেট বিশেষ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

অধ্যায় ঃ হজ্জ-এর নিয়ম পদ্ধতি

١- بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ ۔

১. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ফরয হওয়ার বর্ণনা

١٧٢١۔ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الْحَجُّ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَّاحِدَةً قَالَ بَلْ مَرَّةً وَّاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هُوَ سِنَانُ الدُّؤَلِيُّ كَذَا قَالَ عَبْدُ الْجَلِيْلِ بْنُ حُمَيْدٍ وَسُلَيْمٰنُ بْنُ كَثِيْرٍ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنْ سِنَانٍ ۔

১৭২১। যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। আক্‌রা' ইব্‌ন হাবিস (রা) নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হজ্জ কি প্রতি বছরই ফরয, নাকি জীবনে একবার? তিনি বলেন, বরং (জীবনে) একবার (হজ্জ করা ফরয)। এর অধিক যদি কেউ করে তবে তা তার জন্য অতিরিক্ত।

١٧٢٢۔ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِأَزْوَاجِهٖ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ هٰذِهٖ ثُمَّ ظُهُوْرَ الْحُصْرِ ۔

১৭২২। আন্‌ নুফায়লী ..... ইব্‌ন আবূ ওয়াকিদ আল-লায়সী থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বিদায় হজ্জের সময় তাঁর স্ত্রীদের বলতে শুনেছি, এ হজ্জের পর তোমরা আর হজ্জের জন্য ঘর হতে বের হবে না।

banglainternet.com

٢- بَابٌ فِى الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

২. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের সাথে মুহরিম পুরুষ ছাড়া হজ্জে যাওয়া

١٧٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِىُّ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ لِاِمْرَاَةٍ مُّسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ لَيْلَةٍ اِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُوْ حُرْمَةٍ مِّنْهَا ٠

১৭২৩। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, কোন মুসলিম মহিলার জন্য কোন মুহ্‌রিম[১] পুরুষ সঙ্গী ব্যতীত এক রাতের পরিমাণ দূরত্বও সফর করা বৈধ নয়।

١٧٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَالنُّفَيْلِىُّ عَنْ مَّالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ الْحَسَنُ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِيْهِ ثُمَّ اتَّفَقُوْا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لِاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَّلَيْلَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ٠

১৭২৪। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, যে মহিলা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য এক দিন ও এক রাত সফর করা বৈধ নয়– পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে।

١٧٢٥- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَذَكَرَ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ بَرِيْدًا ٠

১৭২৫। ইউসুফ ইব্ন মূসা ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু তিনি আরো বলেন, যদি উহার দূরত্ব এক বারীদ[২] পরিমাণ হয়।

١٧٢٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ اَنَّ اَبَا مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيْعًا حَدَّثَهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَحِلُّ لِاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا اِلاَّ وَمَعَهَا اَبُوْهَا اَوْ اَخُوْهَا اَوْ زَوْجُهَا اَوِابْنُهَا اَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِّنْهَا ٠

১৭২৬। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য একসঙ্গে তিন দিনের অধিক দূরত্বে সফর করা বৈধ নয়, যদি তার সাথে তার পিতা বা তার ভাই বা তার স্বামী বা তার পুত্র বা অন্য কোন মুহ্‌রিম ব্যক্তি না থাকে।

banglainternet.com

১. শরী'আতের দৃষ্টিতে যার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম তাকে মুহরিম বলে। যেমন ঃ পিতা, পুত্র, দাদা, চাচা, ভাতিজা প্রভৃতি।
২. এক বারীদ হল বারো মাইল পরিমাণ দূরত্ব।

١٧٢٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاتُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ •

১৭২৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, কোন মহিলা যেন তিন দিনের পথ কোন মুহ্‌রিম সাথী ব্যতীত সফর না করে।

١٧٢٨. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُوْ أَحْمَدَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرْدِفُ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا صَفِيَّةُ تُسَافِرُ مَعَهُ إِلَى مَكَّةَ •

১৭২৮। নাস্‌র ইব্‌ন আলী ..... নাফি' (র) হতে বর্ণিত। ইব্‌ন উমার (রা) তাঁর ক্রীতদাসী সাফিয়্যাকে সাথে করে একই উষ্ট্রে আরোহণ করে (তাকে পেছনে বসিয়ে) মক্কায় সফর করেন।

٣. بَابُ لَا صَرُوْرَةَ فِى الْإِسْلَامِ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই

١٧٢٩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ نَا أَبُوْ خَالِدٍ يَعْنِى سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا صَرُوْرَةَ فِى الْإِسْلَامِ •

১৭২৯। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই।[১]

١٧٣٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ يَعْنِى أَبَا مَسْعُوْدٍ الرَّازِىَّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُخَرِّمِىُّ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالَا نَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوْا يَحُجُّوْنَ وَلَا يَتَزَوَّدُوْنَ قَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ أَوْ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ وَلَا يَتَزَوَّدُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى •

১৭৩০। আহ্‌মাদ ইবনুল ফুরাত ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা হজ্জে আসত, কিন্তু সাথে কোন পাথেয় আনতো না। আবূ মাস্‌'উদ (র) বলেন, ইয়ামানের অধিবাসীরা অথবা ইয়ামানের কিছু লোক হজ্জে আসত, কিন্তু সাথে পাথেয় আনতো না এবং তারা বলত, আমরা (আল্লাহ্ তা'আলার ওপর) তাওয়াক্কুলকারী। বরং এরা লোকের উপর নির্ভরশীল হতো এবং ভিক্ষা করতো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ (অর্থ) তোমরা তোমাদের সাথে পাথেয় লও, আর উত্তম পাথেয় হলো তাক্‌ওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতি।"

---

১. হাদীসটির দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণের অবকাশ আছে। বিবাহের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিবাহ না করা এবং হজ্জ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করে সন্ন্যাস জীবনযাপন করা ইসলামের নীতি নয়। এটা অনৈসলামিক প্রথা যা খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত।

banglainternet.com

١٧٣١ـ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى نَا جَرِيْرٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ قَالَ كَانُوْا لاَ يَتَّجِرُوْنَ بِمِنًى فَاُمِرُوْا بِالتِّجَارَةِ اِذَا اَفَاضُوْا مِنْ عَرَفَاتٍ ·

১৭৩১। ইউসুফ ইব্ন মূসা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাবী (মুজাহিদ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ (অর্থ) "তোমাদের ওপর কোন গুনাহ্ নেই, যদি তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর" এবং বলেন, লোকেরা মিনাতে (হজ্জের সময়) বেচাকেনা করতো না। এরপর তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের নির্দেশ দেয়া হয় যখন তারা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করে।

٤ـ بَابٌ

৪. অনুচ্ছেদ

١٧٣٢ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ مَهْرَانَ بْنِ اَبِىْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ ﷺ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ ·

১৭৩২। মুসাদ্দাদ ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জের ইচ্ছা করে সে যেন অবিলম্বে তা সম্পন্ন করে।

٥ـ بَابُ الْكِرٰى

৫. অনুচ্ছেদ ঃ (হজ্জের সময়) পশু ভাড়ায় খাটানো

١٧٣٣ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ نَا اَبُوْ اُمَامَةَ التَّيْمِىُّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً اُكْرِىْ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَكَانَ نَاسٌ يَقُوْلُوْنَ اِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَلَقِيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنِّىْ رَجُلٌ اُكْرِىْ فِىْ هٰذَا الْوَجْهِ وَاِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ اِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّىْ وَتَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَتُفِيْضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَتَرْمِى الْجِمَارَ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَاِنَّ لَكَ حَجًّا جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنْ مِّثْلِ مَا سَاَلْتَنِىْ عَنْهُ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتّٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَرَاَ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاٰيَةَ قَالَ لَكَ حَجٌّ ·

১৭৩৩। মুসাদ্দাদ ..... আবূ উমামা আত-তায়মী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তি যে এই (হজ্জের সফরের) উদ্দেশ্যে (জন্তুযান) ভাড়ায় দিতাম এবং লোকেরা (আমাকে) বলত ঃ তোমার হজ্জ শুদ্ধ হয় না (কেননা তুমি আসলে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হও না, বরং ব্যবসার উদ্দেশ্যে নির্গত হও)। অতএব আমি ইব্ন উমার (রা) -এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি এই (হজ্জের সফরের) উদ্দেশ্যে (জন্তুযান)

banglainternet.com

ভাড়ায় দিয়ে থাকি। আর লোকেরা বলে ঃ তোমার হজ্জ হয় না। ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, তুমি কি ইহ্‌রামের বস্ত্র পরিধান কর না, তালবিয়া পাঠ কর না, আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ কর না, আরাফাতে অবস্থান কর না এবং জামরায় কংকর নিক্ষেপ কর না? রাবী বলেন, আমি বললাম, হাঁ সবই করি। তিনি (ইব্‌ন উমার) বলেন, নিশ্চয় তবে তো তোমার হজ্জ হয়ে গেল। একব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এরূপ প্রশ্ন করেন, যেরূপ প্রশ্ন তুমি আমাকে করেছ। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চুপ থাকেন। যতক্ষণ না এই আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই" (২ঃ১৯৮)। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন এবং তার সামনে আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, তোমার হজ্জ শুদ্ধ হয়েছে।

١٧٣٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ نَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّاسَ فِيْ أَوَّلِ الْحَجِّ كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَسُوْقِ ذِي الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ فَخَافُوْا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ فِيْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَالَ فَحَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا فِي الْمُصْحَفِ.

১৭৩৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ..... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের প্রাথমিক সময়ে লোকেরা মিনা, আরাফা ও যুল-মাজাযের বাজারে এবং হজ্জের মওসুমে বেচাকেনা করতো। এরপর তারা ইহ্‌রাম অবস্থায় বেচাকেনা করতে শংকাবোধ করে। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ (অর্থ) "তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই– হজ্জের মওসুমে"। উবায়দ ইব্‌ন উমায়র বলেন যে, তিনি (ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁর মাসহাফে আয়াতের উপরোক্ত পাঠ পড়তেন।

١٧٣٥ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ كَلاَمًا مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّاسَ فِيْ أَوَّلِ مَا كَانَ الْحَجُّ كَانُوْا يَبِيْعُوْنَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ مَوَاسِمِ الْحَجِّ.

১৭৩৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্‌ ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের প্রাথমিককালে লোকেরা ক্রয়বিক্রয় করতো। পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন "হজ্জের মওসুমে" পর্যন্ত।

٦. بَابٌ فِي الصَّبِيِّ يَحُجُّ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হজ্জ

١٧٣٦-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالرَّوْحَاءِ فَلَقِيَ رَكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ فَقَالُوْا الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالُوْا فَمَنْ أَنْتُمْ قَالُوْا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَفَزِعَتِ امْرَأَةٌ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ الصَّبِيِّ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مِحَفَّتِهَا فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ هَلْ لِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ.

banglainternet.com

১৭৩৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাওহা নামক স্থানে ছিলেন। ঐ সময় তাঁর সাথে একদল সাওয়ারীর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁদের সালাম করেন এবং বলেন ঃ তোমরা কোন্ কাওমের অন্তর্ভুক্ত? তাঁরা বলেন, আমরা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কারা? সাহাবীগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। তা শুনে এক মহিলা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তার ছোট বাচ্চার বাহু ধরে স্বীয় হাওদা হতে বাইরে আসেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর জন্য হজ্জ আছে কি? তিনি বলেন, হাঁ, এবং তোমার সাওয়াব হবে।

٧- بَابٌ فِي الْمَوَاقِيْتِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ মীকাতসমূহের[১] বর্ণনা

١٧٣٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ الْقَرْنَ وَبَلَغَنِي أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.

১৭৩৭। আল কা'নাবী ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য যুল্-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্‌ফা, নাজদবাসীদের জন্য কারণ নামক স্থানকে (হজ্জ ও উমরার) মীকাত নির্দিষ্ট করেন। রাবী বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে মীকাত নির্ধারণ করেন।

١٧٣٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَا وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ أَحَدُهُمَا وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ أَحَدُهُمَا أَلَمْلَمَ قَالَ فَهُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ قَالَ وَكَذٰلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا.

১৭৩৮। সুলায়মান ইব্‌ন হারব ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে এবং ইব্‌ন তাউস থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মীকাত নির্ধারণ করেছেন, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তাঁদের একজন বলেন, ইয়ামানবাসীদের (মীকাত হল) ইয়ালামলাম এবং অপরজন বলেন, আলামলাম। এরপর তিনি বলেন, উক্ত স্থানগুলো তাদের জন্য মীকাতস্বরূপ। আর যারা হজ্জ এবং উমরার উদ্দেশ্যে স্বীয় মীকাত ব্যতীত অন্য স্থান হতে আসবে তাদের জন্য নির্ধারিত মীকাত-ই তাদের মীকাত হবে। আর যারা এর ব্যতিক্রম হবে ইব্‌ন তাউস বলেন, তারা যেখান হতে সফর শুরু করবে, সেখানকার মীকাত-ই তাদের নির্দিষ্ট স্থান হবে। এমনকি মক্কাবাসিগণও তাদের বসবাসের স্থান হতে ইহ্‌রাম বাঁধবে।

banglainternet.com

১. হজ্জ ও উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থানকে মীকাত বলে।

١٧٣٩ـ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ الْمَدَائِنِيُّ نَا الْمُعَافِيُّ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ أَفْلَحَ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ.

১৭৩৯। হিশাম ইব্‌ন বাহ্‌রাম আল মাদায়েনী ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরাকবাসীদের জন্য 'যাতু ইর্‌ক'কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন।

١٧٤٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ نَا وَكِيعٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ.

১৭৪০। আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্বাঞ্চলের লোকদের জন্য 'আকীক' নামক স্থানকে মীকাত নির্ধারণ করেন।

١٧٤١ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يُحَنَّسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْأَخْنَسِيِّ عَنْ جَدَّتِهِ حَكِيمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. شَكَّ عَبْدُ اللهِ أَيَّتَهُمَا قَالَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَرْحَمُ اللهُ وَكِيعًا إِحْرَامٌ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَعْنِي إِلَى مَكَّةَ.

১৭৪১। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ ..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, যে কেউ মাসজিদুল আক্‌সা হতে মাসজিদুল হারামের দিকে হজ্জ বা উমরা করার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধবে, তাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ মার্জিত হবে। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তার জন্য জান্নাত অবধারিত। আবূ দাউদ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াকী (র)কে রহম করুন, তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধতেন।

١٧٤٢ـ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السُّهْمِيُّ حَدَّثَنِي زُرَارَةُ بْنُ كَرِيمٍ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو السَّهْمِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ قَالَ فَتَجِيءُ الْأَعْرَابُ فَإِذَا رَأَوْا وَجْهَهُ قَالُوا هٰذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ قَالَ وَوَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ.

১৭৪২। আবূ মু'মার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আবুল হাজ্জাজ ..... আল হারিস ইব্‌ন আম্‌র আস সাহ্‌মী (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হই, যখন তিনি মিনাতে ছিলেন অথবা আরাফাতে। আর তাঁর চতুর্দিকে বহু লোক ছিল। তখন তাঁর নিকট বেদুঈনরা আসত আর বলত, এটা মোবারক চেহারা। রাবী বলেন, তিনি ইরাকের অধিবাসীদের জন্য মীকাতস্বরূপ যাতু-ইর্‌ককে নির্ধারণ করেন।

banglainternet.com

٨ـ بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী স্ত্রীলোকের হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা

١٧٤٣ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَفَسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.

১৭৪৩। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুল্‌হুলায়ফার শাজারায় আস্‌মা বিন্‌ত উমায়শ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বাকরকে প্রসব করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বাকর (রা)-কে নির্দেশ দেন যে, সে (আস্‌মা) যেন গোসল করেন এবং ইহ্‌রাম বাঁধেন।

١٧٤٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَإِسْمٰعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ قَالاَ نَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلاَنِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ فِي حَدِيثِهِ حَتَّى تَطْهُرَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عِيسَى عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدًا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ عِيسَى كُلَّهَا.

১৭৪৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, হায়েয ও নিফাসওয়ালী স্ত্রীলোক যখন মীকাতের নিকটবর্তী হবে, তখন তারা যেন গোসল করে, ইহ্‌রাম বাঁধে এবং আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। আবূ মা'মার তাঁর বর্ণনায় 'পবিত্র হওয়া পর্যন্ত' উল্লেখ করেছেন। ইব্‌ন ঈসা (র) ইকরামা ও মুজাহিদের উল্লেখ করেননি, বরং বলেছেন, আতা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে। অনন্তর ইব্‌ন ঈসা كُلَّهَا শব্দটিও উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন, المناسك الا الطواف بالبيت

٩ـ بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার

١٧٤٥ـ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالاَ نَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِإِحْلاَلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

banglainternet.com

১৭৪৫। আল কা'নাবী ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে এবং ইহ্‌রাম খোলার সময় খানায়ে কা'বা যিয়ারতের পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।

١٧٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى وَبِيْصِ الْمِسْكِ فِيْ مَفْرِقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

১৭৪৬। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ্ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহ্‌রাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সিঁথিতে সুগন্ধির চাকচিক্য যেন আমি দেখতে পাচ্ছি।

١٠- بَابُ التَّلْبِيْدِ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ মাথার চুল জমাটবদ্ধ করা

١٧٤٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا.

১৭৪৭। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ..... সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে চুল জমাটবদ্ধ অবস্থায় তাল্‌বিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

١٧٤٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ نَا عَبْدُ الْأَعْلٰى نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالْعَسَلِ.

১৭৪৮। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ নিজের মাথার চুল মধুর সাহায্যে জমাটবদ্ধ করেন।

١١- بَابٌ فِي الْهَدْيِ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশুর বর্ণনা

١٧٤٩- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ ابْنِ إِسْحٰقَ الْمَعْنٰى قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِيْ نَجِيْحٍ حَدَّثَنِيْ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَهْدٰى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ هَدَايَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ جَمَلاً كَانَ لِأَبِيْ جَهْلٍ فِيْ رَأْسِهِ بُرَةٌ فِضَّةٍ قَالَ ابْنُ مِنْهَالٍ بُرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ زَادَ النُّفَيْلِيُّ يَغِيْظُ بِذٰلِكَ الْمُشْرِكِيْنَ.

১৭৪৯। আন্ নুফায়লী ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়ার বছর কতগুলো পশু কুরবানীর জন্যে সাথে নেন। পশুর মধ্যে একটি উটের মালিক ছিল আবূ জাহল। এর নাসারন্ধ্রের আংটি ছিল রূপার তৈরি। রাবী ইব্‌ন মিন্‌হাল (র) বলেন, সোনার তৈরি। রাবী নুফায়লী আরও বলেছেন যে, তা কুরবানীর উদ্দেশ্য ছিল মুশ্‌রিকদের রাগান্বিত করা।

banglainternet.com

١٢- بَابٌ فِىْ هَدْىِ الْبَقَرِ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ গরু কুরবানী করা

١٧٥٠-حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَحَرَ عَنْ اٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ بَقَرَةً وَّاحِدَةً ·

১৭৫০। ইবনুস্ সারাহ্ ..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় মুহাম্মাদ ﷺ -এর পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন।

١٧٥١-حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُّ قَالاَ نَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَبَحَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِّسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ ·

১৭৫১। আম্র ইব্ন উসমান মুহাম্মাদ ইব্ন মাহ্রান ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে যাঁরা উমরা করেন তাঁদের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন।

١٣- بَابٌ فِى الْاِشْعَارِ

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইশ্আর বা কুরবানীর পশুর রক্তচিহ্ন দান

١٧٥٢- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّالِسِىُّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَسَّانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ وَاَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْاَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ وَقَلَّدَهَا بِنَعْلَيْنِ ثُمَّ اَتٰى بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا قَعَدَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ بِالْحَجِّ ·

১৭৫২। আবুল ওয়ালীদ আত্ তালিসী ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুল-হুলায়ফাতে যুহ্রের নামায আদায় করেন। এরপর তিনি তাঁর কুরবানীর একটি উট আনতে বলেন এবং এর কুঁজের ডানপাশ (ধারালো অস্ত্রের দ্বারা) ফোঁড়ে দেন। এরপর তিনি তার রক্তের চিহ্ন মুছে দেন এবং এর গলায় দু'টি জুতার মালা পরিয়ে দেন। এরপর তিনি স্বীয় বাহনের নিকট যান। তিনি বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে তালবীয়া পাঠ শুরু করেন।

١٧٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِمَعْنٰى اَبِى الْوَلِيْدِ قَالَ ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ بِيَدِهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هَمَّامٌ قَالَ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ بِاِصْبَعِهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا مِنْ سُنَنِ اَهْلِ الْبَصْرَةِ الَّذِىْ تَفَرَّدُوْا بِهِ ·

banglainternet.com

১৭৫৩। মুসাদ্দাদ..... শু'বা (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, এরপর তিনি স্বহস্তে এর রক্ত মুছে দেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, হাম্মাম বর্ণনা করেছেন যে, এরপর তিনি স্বীয় আঙুল দ্বারা এর রক্তের চিহ্ন মুছে দেন।

١٧٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَ مَرْوَانَ أَنَّهُمَا قَالاَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَلَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْىَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ ·

১৭৫৪। আবদুল আ'লা..... মিস্ওয়ার ইব্ন মাখ্রামা (রা) ও মারওয়ান (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়ার বছর (মদীনা হতে উমরার উদ্দেশ্যে) রওনা হন। তিনি যুল-হুলায়ফাতে পৌঁছে কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরান, এবং ইশ্'আর করেন ও ইহ্রাম বাঁধেন।

١٧٥٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَهْدَى غَنَمًا مُقَلَّدَةً ·

১৭৫৫। হান্নাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর পশু হিসেবে একটি মালা পরিহিত বকরী প্রেরণ করেন।

١٤- بَابُ تَبْدِيْلِ الْهَدْىِ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশু পরিবর্তন

١٧٥٦- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ خَالِدُ بْنُ أَبِىْ يَزِيْدَ قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ الْجَارُوْدِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَهْدَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بُخْتِيًّا فَأُعْطِىَ بِهَا ثَلْثَ مِائَةِ دِيْنَارٍ فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّىْ أَهْدَيْتُ بُخْتِيًّا فَأُعْطِيْتُ بِهَا ثَلْثَ مِائَةِ دِيْنَارٍ فَأَبِيْعُهَا وَأَشْتَرِىْ بِثَمَنِهَا بُدْنًا قَالَ لاَ إِنْحَرْهَا إِيَّاهَا قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا لِأَنَّهُ كَانَ أَشْعَرَهَا ·

১৭৫৬। আন্-নুফায়লী ..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) একটি বুখ্তী[১] উট কুরবানীর পশু হিসাবে প্রেরণ করেন। এরপর তাঁকে এর বিনিময়ে তিনশ' দীনার প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কুরবানীর জন্য একটি বুখ্তী উট প্রাপ্ত হই, কিন্তু এর বিনিময়ে আমাকে তিনশ' দীনার দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি কি তা বিক্রয় করে দিব, আর ঐ মূল্যে অন্য একটি উট ক্রয় করব? তিনি বলেন ঃ না, তুমি বরং এটিই কুরবানী কর। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, নবী করীম (সা) তাকে এজন্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেন যে, উমার (রা) তা ইশ্'আর করেছিলেন।

banglainternet.com

১. খুরাসানের উট, আরবী ও আজমী (জাতের) সংমিশ্রণে জন্ম লাভকারী উট।

١٥- بَابُ مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশু (মক্কায়) প্রেরণের পর হালাল অবস্থায় থাকা

١٧٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلاًّ ·

১৭৫৭। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা আল-কা'নাবী ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর কিলাদা (মালা) আমি নিজের হাতে পাকিয়েছি। এরপর তিনি তা স্বহস্তে ইশ'আর করেছেন এবং গলায় কিলাদা বেঁধেছেন। তারপর তিনি সেগুলো বায়তুল্লাহ্র দিকে প্রেরণ করে মদীনায় অবস্থান করেন এবং হালাল কোন জিনিস তাঁর জন্য নিষিদ্ধ হয়নি।

١٧٥٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُهْدِيْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ ·

১৭৫৮। ইয়াযিদ ইব্ন খালিদ রামিলী ..... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনা হতে (মক্কায়) কুরবানীর পশু পাঠাতেন। আর আমি তার গলায় বাঁধার জন্য রশি পাকিয়ে দিতাম। কিন্তু এগুলো প্রেরণের পরেও তিনি ঐ সমস্ত বিষয় বর্জন করতেন না, যা একজন মুহ্রিম (ইহ্রামধারী) ব্যক্তির জন্য বর্জনীয়।

١٧٥٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا جَمِيْعًا وَلَمْ يَحْفَظْ حَدِيْثَ هٰذَا مِنْ حَدِيْثِ هٰذَا وَلاَ حَدِيْثَ هٰذَا مِنْ حَدِيْثِ هٰذَا قَالاَ قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْهَدْيِ فَأَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا بِيَدَيَّ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا ثُمَّ أَصْبَحَ فِيْنَا حَلاَلاً يَأْتِيْ مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ ·

১৭৫৯। মুসাদ্দাদ ..... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর পশু (মক্কায়) প্রেরণ করেন এবং আমি স্বহস্তে এগুলোর জন্য তুলার তৈরি কিলাদা পাকিয়ে দেই। অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে রাত কাটান এবং আমাদের সাথে সেই কাজ করেন যা সাধারণ অবস্থায় কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে করে থাকে।

banglainternet.com

١٦- بَابٌ فِي رُكُوبِ الْبُدْنِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর উটের পিঠে আরোহণ করা

١٧٦٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ ‏.‏

১৭৬০। আল-কা'নাবী ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে কুরবানীর একটি উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বলেন, এর পিঠে আরোহণ করে চলে যাও। লোকটি বলল, এটা তো কুরবানীর পশু। তিনি আবার বলেন, তুমি এর পিঠে আরোহণ কর। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়বারে (রাবীর সন্দেহ) তিনি লোকটিকে বলেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়।

١٧٦١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا ‏.‏

১৭৬১। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আবূ যুবায়র (র) বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-র নিকট কুরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা উত্তমভাবে এর পিঠে আরোহণ করবে, যখন অন্য কোন বাহন পাবে না। আর অন্য বাহন পেয়ে গেলে এর পিঠে আরোহণ করবে না।

١٧- بَابُ الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশু গন্তব্যে (মক্কা) পৌঁছার পূর্বেই অবসন্ন হয়ে পড়লে

١٧٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ فَقَالَ إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَانْحَرْهُ ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ‏.‏

১৭৬২। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... নাজিয়া আল আসলামী (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সাথে কুরবানীর পশু প্রেরণ করেন এবং বলেন, যদি এগুলোর মধ্যে কোনোটি অবসন্ন হয়ে পড়ে তবে তা যবেহ্ করবে। এরপর এর গলায় পরিহিত জুতা রক্তে রঞ্জিত করবে, এরপর তা মানুষের খাওয়ার জন্য রেখে যাবে।

١٧٦٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا حَمَّادٌ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فُلَانًا الْأَسْلَمِيَّ

banglainternet.com

وبعث معه بثمان عشرة بدنة فقال أرأيت إن أزحف على منها بشىء قال تنحرها ثم تصبغ نعلها فى دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال من أهل رفقتك قال أبو داود الذى تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك وقال فى حديث عبد الوارث ثم اجعله على صفحتها مكان اضربها قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك •

১৭৬৩। সুলায়মান ইব্‌ন হারব ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসলাম গোত্রের অমুককে (মক্কায়) প্রেরণ করেন এবং তাঁর সাথে আঠারটি কুরবানীর উটও পাঠান। সে (আসলামী) জিজ্ঞেস করে আপনার কী মত, পথিমধ্যে যদি এর কোনোটি চলতে অক্ষম হয়ে পড়ে? তিনি বলেন, তবে তা যবেহ্ করবে এবং এর জুতাকে (যা উহার গলায় পরিহিত আছে) এর রক্তে রঞ্জিত করবে। এরপর ঐ রঞ্জিত জুতা এর কুঁজের নিকট রাখবে। আর তুমি এবং তোমার সাথীরা, তা হতে কোন গোশ্‌ত খাবে না। অথবা তিনি বলেন, তোমার সহযাত্রীগণ এর গোশ্‌ত খাবে না। আবূ দাঊদ (র) বলেন, হাদীসের নিম্নোক্ত বক্তব্য অন্য কোন হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়নি "তুমি নিজেও এর গোশ্‌ত খাবে না এবং তোমার সহযাত্রীদের কেউও খাবে না।" তিনি আবদুল ওয়ারিসের হাদীস সম্পর্কে বলেন, তাতে "এর দ্বারা চিহ্নিত করে রাখ" –এর পরিবর্তে "এরপর তা এর ঘাড়ে ঝুলিয়ে রাখ" শব্দ হবে। আবূ দাঊদ (র) আরও বলেন, আমি আবূ সালামাকে বলতে শুনেছি, সনদ ও অর্থ সঠিক হলে তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

١٧٦٤– حدثنا هارون بن عبد الله نا محمد ويعلى ابنا عبيد قالا نا محمد بن إسحق عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على قال لما نحر رسول الله ﷺ بدنه فنحر ثلاثين بيده وأمرنى فنحرت سائرها •

১৭৬৪। হারূন ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ ..... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নিজের উট কুরবানী করেন, তখন তিনি স্বহস্তে আরও ত্রিশটি পশু কুরবানী করেন। এরপর তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে বাকি সব পশু আমি কুরবানী করি।

١٧٦٥ – حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى ومسدد قالا نا عيسى وهذا لفظ إبراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحى عن عبد الله بن قرط عن النبى ﷺ قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو اليوم الثانى وقال قرب لرسول الله ﷺ بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت ما قال قال من شاء اقتطع •

banglainternet.com

১৭৬৫। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা ..... আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন কুরাত (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, দিনগুলোর মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল, নাহরের (কুরবানীর) দিন। এরপর এর পরবর্তী দিন (কুরবানীর দ্বিতীয় দিন)। রাবী বলেন, ঐ দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পাঁচটি বা ছয়টি (রাবীর সন্দেহ) কুরবানীর উট পেশ করা হয়। প্রতিটি উট তাঁর সামনে আসতে থাকে যে, তিনি কোন্‌টি আগে কুরবানী করবেন (এটা মহানবী ﷺ এর একটি মু'জিযা যে, পশুরাও তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে)। এরপর এগুলো যখন পার্শ্বের উপর (নাহরের পর) পড়ে যায় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) অস্পষ্ট স্বরে এমন কিছু বলেন যা আমি বুঝতে পারিনি। জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারি যে, তিনি বলেছেন, কেউ (খাওয়ার জন্য) চাইলে এর গোশ্‌ত কেটে নিতে পারে।

١٧٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَرَفَةَ بْنَ الْحَارِثِ الْكِنْدِيَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأُتِيَ بِالْبُدْنِ فَقَالَ ادْعُوْلِيْ أَبَاحَسَنٍ فَدُعِيَ لَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ لَهُ خُذْ بِأَسْفَلِ الْحَرْبَةِ وَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِأَعْلَاهَا ثُمَّ طَعَنَا بِهَا الْبُدْنَ فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأَرْدَفَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ·

১৭৬৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুল মুবারক আল-আয্‌দী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরাফা ইব্‌নুল হারিস আল-কিন্‌দীকে বলতে শুনেছি, আমি বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকটে উপস্থিত ছিলাম। কুরবানীর পশু আনা হলে তিনি বলেন, তোমরা হাসানের পিতাকে (আলী) আমার নিকট ডেকে আন। তখন আলী (রা)-কে তাঁর নিকট ডেকে আনা হয়। তিনি তাঁকে বলেন, তুমি বল্লমের নিচের প্রান্ত ধর, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর উপরের প্রান্ত ধরেন, এরপর তারা উভয়ে একত্রে যবেহ্ করেন। যবেহ্ শেষে তিনি তাঁর খচ্চরে আরোহণ করেন এবং আলী (রা)-কে তাঁর পেছনে বসান।

١٨- بَابُ كَيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর উট কিভাবে যবেহ্ করা হবে

١٧٦٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ نَا أَبُوْخَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَابِطٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوْا يَنْحَرُوْنَ الْبَدَنَةَ مَعْقُوْلَةَ الْيُسْرٰى قَائِمَةً عَلٰى مَابَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا ·

১৭৬৭। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবদুর রহমান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ কুরবানীর পশুর সম্মুখের বাম পা বেঁধে এবং বাকি তিন পায়ের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় কুরবানী করতেন।

١٧٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ أَنَا يُوْنُسُ أَخْبَرَنِيْ زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ بَارِكَةٌ فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ ·

banglainternet.com

১৭৬৮। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল..... যিয়াদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, আমি মিনাতে ইব্‌ন উমার (রা)-র সাথে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে তার উট বসা অবস্থায় কুরবানী করতে চাচ্ছিল। তিনি তাকে বলেন, একে উঠিয়ে দাও এবং দাঁড় করিয়ে সম্মুখের বাম পা বেঁধে সুন্নাতে মুহাম্মাদী ﷺ অনুযায়ী কুরবানী কর।

١٧٦٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَقُوْمَ عَلٰى بُدْنِهٖ وَاَقْسِمَ جُلُوْدَهَا وَجِلَالَهَا وَاَمَرَنِيْ اَنْ لَّا اُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا ٠

১৭৬৯। আম্‌র ইব্‌ন আওন ..... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কুরবানীর পশুর নিকট যেতে নির্দেশ দেন এবং এর জিনপোশ ও চামড়া বণ্টন করে দিতে বলেন এবং তিনি আমাকে এই নির্দেশও দেন যে, আমি যেন তা হতে কসাইকে (পারিশ্রমিক বাবদ) কিছু দান না করি। তিনি আরো বলেন, আমরা কসাইকে আমাদের পক্ষ হতে (দিরহাম) প্রদান করতাম[১]।

١٩- بَابُ وَقْتِ الْاِحْرَامِ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দিষ্ট সময়

١٧٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِيْ خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَزَرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَا اَبَا الْعَبَّاسِ عَجِبْتُ لِاخْتِلَافِ اَصْحٰبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اِهْلَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَوْجَبَ فَقَالَ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ النَّاسِ بِذٰلِكَ اِنَّهَا اِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَجَّةٌ وَّاحِدَةٌ فَمِنْ هُنَاكَ اِخْتَلَفُوْا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَاجًّا فَلَمَّا صَلّٰى فِيْ مَسْجِدِهٖ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ اَوْجَبَ فِيْ مَجْلِسِهٖ فَاَهَلَّ بِالْحَجِّ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ فَسَمِعَ ذٰلِكَ مِنْهُ اَقْوَامٌ فَحَفِظْتُهُ عَنْهُ ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهٖ نَاقَتُهٗ اَهَلَّ وَاَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْهُ اَقْوَامٌ وَّذٰلِكَ اَنَّ النَّاسَ اِنَّمَا كَانُوْا يَاْتُوْنَ اَرْسَالًا فَسَمِعُوْهُ حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهٖ نَاقَتُهٗ يُهِلُّ فَقَالُوْا اِنَّمَا اَهَلَّ حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهٖ نَاقَتُهٗ ثُمَّ مَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا عَلَا عَلٰى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ وَاَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْهُ اَقْوَامٌ فَقَالُوْا اِنَّمَا اَهَلَّ حِيْنَ عَلَا عَلٰى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَقَدْ اَوْجَبَ فِيْ مُصَلَّاهُ وَاَهَلَّ حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهٖ نَاقَتُهٗ وَاَهَلَّ حِيْنَ عَلَا عَلٰى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ قَالَ سَعِيْدٌ فَمَنْ اَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَهَلَّ فِيْ مُصَلَّاهُ اِذَا فَرَغَ مِنْ رَّكْعَتَيْهِ ٠

banglainternet.com

১. কুরবানীর পশুর গোশ্‌ত বা চামড়া কসাইয়ের পারিশ্রমিক বাবদ প্রদান করা যায় না। পৃথকভাবে পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে।

১৭৭০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলি, হে আবুল আব্বাস! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে মতানৈক্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হই যে, নবী করীম (সা) হজ্জের জন্য কখন ইহ্‌রাম বাঁধতেন। তিনি বলেন, আমি এ ব্যাপারে সকলের চেয়ে অধিক জানি। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাত্র একবারই হজ্জ করেছেন। আর এ কারণেই লোকেরা মতানৈক্য করছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) (মদীনা হতে) হজ্জে রওনা হন। তিনি পথিমধ্যে যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে অবতরণ করে সেখানকার মসজিদে (ইহ্‌রামের জন্য) দুই রাক'আত নামায আদায় করেন। এই দুই রাক'আত নামায শেষে তিনি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন। এ সময় কিছু লোক তাঁর তালবিয়া পাঠ শোনেন এবং তারা এটা তাঁর নিকট হতে সংরক্ষণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর উষ্ট্রীতে সাওয়ার হন। তারা যখন নবী করীম ﷺ কে নিয়ে চলতে শুরু করে তখন তিনি জোরে জোরে তাল্‌বিয়া পাঠ করতে থাকেন। কিছু লোক তাঁর নিকট হতে এটা শুনে সংরক্ষণ করেন। আর এ ব্যাপারটি (অর্থাৎ তাল্‌বিয়া শুরু) সম্পর্কে মতানৈক্যের কারণ এই যে, লোকেরা এ সময় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করতো। এমতাবস্থায় তারা তাঁকে উটের উপর বসে চলমান অবস্থায় তাল্‌বিয়া পাঠ করতে শুনেছিল। সে কারণে, তাদের ধারণা হল যে, তিনি তখন হতেই তাল্‌বিয়া পাঠ শুরু করেন যখন তাঁর উষ্ট্রী তাঁকে নিয়ে চলতে শুরু করে। (বস্তুত তারা জানত না যে, তিনি ইতিপূর্বেই তাল্‌বিয়া পাঠ শুরু করেছেন) এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্মুখে অগ্রসর হন। তিনি যখন বায়দার উচ্চভূমিতে[১] ওঠেন, তখন সেখানেও তালবিয়া পাঠ করেন। এখানে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তা শুনতে পেয়ে বলেন, তিনি বায়দার উচ্চভূমিতে তাল্‌বিয়া পাঠ শুরু করেন। আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায আদায়ের পরই ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং জোরে জোরে তালবিয়া পাঠ শুরু করেন, যখন তিনি উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে সাওয়ার হন। বায়দার উচ্চভূমিতেও তিনি জোরে জোরে তাল্‌বিয়া পাঠ করেন। রাবী সাঈদ বলেন, যারা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র অভিমত গ্রহণ করেন (এটাই হানাফী মাযহাবের অভিমত), তারা দুই রাক'আত নামায আদায়ের পর ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং তাল্‌বিয়া পাঠ শুরু করেন।

١٧٧١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ بَيْدَاءَكُمْ هٰذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ ·

১৭৭১। আল কা'নাবী ..... সালিম ইবন আব্‌দুল্লাহ্ (রা) থেকে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের এ বায়দার উচ্চভূমি– যদ্দরুন তোমরা (অজ্ঞতাবশত) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওপর মিথ্যা দোষারোপ কর। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদ হতে অর্থাৎ যুল-হুলায়ফার মসজিদ হতে (দুই রাক'আত নামায আদায়ের পর) ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং তালবিয়া পাঠ শুরু করেন।

١٧٧٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ

banglainternet.com

১. যুল-হুলায়ফার সম্মুখ উচ্চভূমি।

تَصْبَغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الأَرْكَانَ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمَسُّ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيْهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيْهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَصْبَغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبَغَ بِهَا وَأَمَّا الإِهْلاَلُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ ٠

১৭৭২। আল কা'নাবী ..... উবায়দ ইব্‌ন জুরাইজ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আবূদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-কে বলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি আপনাকে চারটি কাজে লিপ্ত দেখি, যা আপনার সংগীদের কাউকে করতে দেখি না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে ইব্‌ন জুরাইজ, তা কী? তিনি বলেন, আমি আপনাকে কখনও দুই রুক্‌নে ইয়ামানী[১] ব্যতীত অন্য রুক্‌নগুলো স্পর্শ করতে দেখিনি। আর আমি আপনাকে এমন জুতা পরিধান করতে দেখি, যার চামড়ায় পশম নেই। আমি আপনাকে (কাপড় বা মাথা) হলুদ রং-এ রঞ্জিত করতে দেখি। আর আমি আরো দেখি যে, যখন আপনি মক্কায় অবস্থান করেন আর সেখানকার অধিবাসীরা নতুন চাঁদ দেখার সাথে সাথেই ইহ্‌রাম বাঁধে, কিন্তু আপনি তালবিয়ার দিন[২] (৮ই যিলহজ্জ) না আসা পর্যন্ত ইহ্‌রাম বাঁধেন না। আবূদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, রুক্‌নগুলো (খানায়ে কা'বার কোনাগুলো) স্পর্শ করা সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে উভয় রুক্‌নে ইয়ামানী ব্যতীত আর কোনো কোনা (রুক্‌ন) স্পর্শ করতে দেখিনি। আর পশমবিহীন জুতা সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এমন জুতা পরিধান করতে দেখেছি যাতে কোন পশম ছিল না। তিনি উযূ করেও তা পরিধান করতেন। কাজেই আমিও তা পরিধান করতে ভালবাসি। আর হলুদ রং-এর ব্যাপার হল, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে হলুদ রং দ্বারা রঞ্জিত হতে দেখেছি। তাই আমিও তা দ্বারা রঞ্জিত হতে ভালবাসি। আর ইহ্‌রাম বাঁধা (এ বিষয়ে) আমার বক্তব্য হল, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ঐ সময় পর্যন্ত ইহ্‌রাম বাঁধতে দেখিনি, যতক্ষণ তিনি তাঁর বাহনে সাওয়ার না হতেন।

١٧٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ ٠

১৭৭৩। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় চার রাক'আত যুহরের নামায আদায় করেন এবং যুল-হুলায়ফাতে উপনীত হয়ে দুই রাক'আত আসরের নামায আদায় করেন। তিনি ভোর পর্যন্ত এখানে রাত যাপন করেন। তিনি সেখান থেকে (যুহরের নামায আদায়ের পর) স্বীয় বাহনে সাওয়ার হন এবং বায়দা নামক স্থানে উপনীত হয়ে তালবিয়া পাঠ শুরু করেন।

---

১. খানায়ে কা'বার যে কোনায় হাজরে-আসওয়াদ স্থাপিত তাকে রুক্‌নে ইয়ামানী বলে।

২. নবী করীম (সা) মক্কায় অবস্থানকালে সাধারণত ৮ই যিল-হজ্জের আগে হজ্জের বা উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধতেন না এবং তালবিয়াও পাঠ করতেন না।

banglainternet.com

١٧٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا رَوْحٌ ثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا عَلاَ عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ ·

১৭৭৪। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যুহরের নামায (যুল-হুলায়ফাতে) আদায় করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় বাহনে আরোহণ করে যখন বায়দার উচ্চভূমিতে উপনীত হন তখন তাল্বিয়া পাঠ শুরু করেন।

١٧٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ نَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحٰقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ قَالَ سَعْدٌ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفُرْعِ أَهَلَّ إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَإِذَا أَخَذَ طَرِيقَ أُحُدٍ أَهَلَّ إِذَا أَشْرَفَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ ·

১৭৭৫। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ..... আয়েশা বিন্ত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ (রা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ যখন (হজ্জের উদ্দেশ্যে) আল ফুরা'-এর পথ ধরে অগ্রসর হতেন, তখন বাহনে সাওয়ার হওয়ার পরপরই তাল্বিয়া পাঠ শুরু করতেন। আর যখন তিনি উহুদের পথে অগ্রসর হতেন তখন বায়দার উচ্চভূমিতে উঠে তাল্বিয়া পাঠ করতেন (ইহ্রাম বাঁধতেন)।

٢٠- بَابُ الْإِشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ

২০. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে শর্তারোপ করা

١٧٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ أَشْتَرِطُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُولِي لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ وَمَحِلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي ·

১৭৭৬। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, একদা যুবা'আ বিন্ত যুবায়র ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হজ্জের ইরাদা করেছি। এতে কি কোন শর্ত আরোপ করতে পারি? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, আমি কিরূপে বলব? তিনি ইরশাদ করেন ঃ তুমি বলবে, লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা এবং আমার ইহ্রাম খোলার স্থান ঐ জায়গা যেখানে তুমি আমাকে আটকে রাখবে।

٢١- بَابٌ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে ইফ্রাদ

١٧٧٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ ·

banglainternet.com

১৭৭৭। আল কা'নাবী ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জে ইফরাদ[১] আদায় করেন।

١٧٧٨ - حدثنا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد ح وحدثنا موسى بن إسمعيل نا حماد يعني ابن سلمة ح وحدثنا موسى نا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله ﷺ موافين هلال ذي الحجة فلما كان بذي الحليفة قال من شاء أن يهل بحج فليهل ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل قال موسى في حديث وهيب فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة وقال في حديث حماد بن سلمة وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي ثم اتفقوا فكنت فيمن أهل بعمرة فلما كان في بعض الطريق حضت فدخل علي رسول الله ﷺ وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت وددت أني لم أكن خرجت العام قال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك و امتشطي قال موسى وأهلي بالحج وقال سليمان واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم فلما كان ليلة الصدر أمر رسول الله ﷺ عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم زاد موسى فأهلت بعمرة مكان عمرتها وطافت بالبيت فقضى الله عمرتها وحجها قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي زاد موسى في حديث حماد بن سلمة فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة ۔

১৭৭৮। সুলায়মান ইব্ন হার্ব ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে যিলহাজ্জের নতুন চাঁদ উদয়ের কিছু আগে রওনা হলাম। যুলহুলায়ফাতে পৌছে তিনি বলেন, যে কেউ হজ্জের ইহ্রাম বাঁধতে চায়, সে যেন তা বাঁধে, আর যদি কেউ উমরার ইহ্রাম বাঁধতে চায় তবে সে যেন তা-ই করে। উহাইবের সূত্রে মূসা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকত, তবে আমি উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধতাম। আর হাম্মাদ ইব্ন সালামার বর্ণনায় আছে, আমি (উমরার সাথে) হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলাম। কেননা আমার সাথে কুরবানীর পশু আছে। এরপর উভয় হাদীসের বর্ণনাকারী,একমত হয়ে (হাদীসের বাকি অংশ) বর্ণনা করেন। এরপর আমি (আয়েশা) ছিলাম উমরার ইহ্রামধারীর দলভুক্ত। পথিমধ্যে আমার হায়েয শুরু হল এবং আমি কাঁদতে লাগলাম। নবী করীম ﷺ আমার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি, যদি আমি এ বছর (হজ্জে) বের না হতাম, তবে ভাল ছিল। তখন তিনি বলেন, তোমার উমরা ত্যাগ কর, তোমার মাথার চুল খুলে ফেল এবং চিরুনি কর এবং (রাবী মূসার বর্ণনা মতে) হজ্জের ইহ্রাম বাঁধ। রাবী সুলায়মানের বর্ণনায় আছে এবং মুসলমানরা তাদের হজ্জে যা করে তুমিও তা-ই কর (তাওয়াফ ব্যতীত)। এরপর তাওয়াফে যিয়ারতের রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুর রহমান (রা)-কে (আয়েশার ভাই) নির্দেশ দিলে তিনি তাঁকে নিয়ে তান্ঈম[২] নামক স্থানে যান। রাবী মূসার বর্ণনায় আরো আছে, এরপর তিনি (আয়েশা) তাঁর পূর্ববর্তী উমরার পরিবর্তে (নতুন) উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধেন। এরপর তিনি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করেন এবং আল্লাহ্ তাঁর হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করেন। রাবী হিশামের বর্ণনায় আছে, আর এরূপ

banglainternet.com

১. হজ্জে ইফরাদ হল ঃ হজ্জের মাসসমূহে কেবল হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধা এবং এর অনুষ্ঠানগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।

২. যুল-হুলায়ফার সম্মুখ উচ্চভূমি।

করার জন্য তাঁর উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়নি। রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন সালামার হাদীসে আরও বর্ণনা করেছেন যে, বাত্হার (মিনায় অবস্থানের) রাতে তিনি (হায়েয থেকে) পবিত্র হন।

١٧٧٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ٠

১৭৭৯। আল কা'নাবী ..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে (মদীনা হতে) রওনা হলাম। আমাদের কেউ উমরার ইহ্রাম বাঁধে, কেউ হজ্জ ও উমরার একত্রে ইহ্রাম বাঁধে এবং কেউ হজ্জের ইহ্রাম বাঁধে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুধু হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন। আর যারা শুধু হজ্জের অথবা একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম বাঁধে তারা কুরবানীর দিন পর্যন্ত ইহ্রাম খুলতে পারেনি।

١٧٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ زَادَ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَحَلَّ ٠

১৭৮০। ইবনুস সারহ্ ..... আবুল আস্ওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত –পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আরও আছে, যারা উমরার ইহ্রাম বাঁধেন তাঁরা ইহ্রাম খুলে ফেলেন।

١٧٨١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا

১৭৮১। আল্ কা'নাবী ..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমরা (মদীনা হতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে রওনা হলাম। আমরা উমরার ইহ্রাম বাঁধলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে যেন হজ্জের সাথে উমরারও ইহ্রাম বাঁধে এবং ইহ্রাম

খুলবে না, যতক্ষণ হজ্জ ও উমরার যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ না হয়। আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় উপস্থিত হই। ফলে আমি বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করতে পারিনি। এ সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বলেন, তুমি তোমার মাথার চুল খুলে ফেল এবং তাতে চিরুনী কর আর হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধ এবং উমরা ত্যাগ কর। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তা-ই করলাম। আমি হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে (আমার ভাই) আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাক্‌রের সাথে তানঈম নামক স্থানে পাঠান। আমি সেখান থেকে (ইহ্‌রাম বেঁধে) উমরা করি। তখন তিনি বলেন, এটাই তোমার উমরার (ইহ্‌রাম বাঁধার) স্থান (অথবা এটা তোমার পূর্বেকার উমরার কাযা)। রাবী বলেন, যারা কেবল উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিল তারা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করার পরে ইহ্‌রাম খুলে ফেলে। এরপর তারা মিনা থেকে ফিরে এসে তাদের হজ্জের জন্য পুনর্বার বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করে। অপরপক্ষে যারা হজ্জ ও উমরার একত্রে ইহ্‌রাম বাঁধে তারা মাত্র একবার তাওয়াফ করে।

١٧٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ حِضْتُ لَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ حَجَجْتُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ إِنَّهَا ذٰلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ آدَمَ فَقَالَ انْسُكِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ فَلَمَّا دَخَلْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَتْ وَذَبَحَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ وَطَهُرَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَتَرْجِعُ صَوَاحِبِي بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِالْحَجِّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ فَذَهَبَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَلَبَّتْ بِالْعُمْرَةِ.

১৭৮২। আবূ সালামা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের জন্য রওনা হই। সারিফ নামক স্থানে পৌঁছে আমার হায়েয শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট উপস্থিত হন, তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে আয়েশা! তোমার কান্নার কারণ কী? আমি বলি, আমি ঋতুমতী হয়েছি। হায়! আমি যদি (এ বছর) হজ্জের জন্য না আসতাম (তবে ভাল হতো)। তখন তিনি সুবহানাল্লাহ্ বলেন, (এরপর ইরশাদ করেন) আল্লাহ্ তা'আলা এটা (হায়েয) আদমের কন্যাদের জন্য বেঁধে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেন, বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ব্যতীত তুমি হজ্জের অন্যান্য যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন কর। এরপর আমরা মক্কায় প্রবেশের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, যারা এটিকে (হজ্জ) উমরায় রূপান্তরিত করতে চায় তারা তা করতে পারে, তবে যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা ছাড়া। আয়েশা (রা) বলেন, কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেন। এরপর বাত্‌হার রাতে আয়েশা (রা) হায়েয হতে পবিত্রতা অর্জন করেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সাথীরা হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন করে ফিরে যাবে, আর আমি কি কেবল হজ্জ করে ফিরব? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাক্‌র (রা)-কে নির্দেশ দেন। তখন তিনি তাঁকে সহ তানঈম যান আর তিনি সে স্থান হতে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন।

banglainternet.com

١٧٨٣ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لاَنَرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ أَنْ يَحِلَّ فَأَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ ·

১৭৮৩। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জের সময়) আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে রওনা হই। আর এটা ছিল আমাদের জন্য (কেবল) হজ্জ। আমরা যখন মক্কায় উপনীত হই, তখন আমরা বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করি। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নির্দেশ দেন, যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনেনি, সে যেন ইহ্রামমুক্ত হয়। অতএব, যারা কুরবানীর পশু সঙ্গে আনেনি, তারা ইহ্রামমুক্ত হয়।

١٧٨٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْىَ قَالَ مُحَمَّدٌ أَحْسِبُهُ قَالَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ الَّذِينَ أَحَلُّوا مِنَ الْعُمْرَةِ قَالَ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ النَّاسِ وَاحِدًا ·

১৭৮৪। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ফারিস ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যা আমি পরে জানতে পেরেছি, যদি তা আগে জানতে পারতাম তবে আমার সাথে কুরবানীর পশু আনতাম না। রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমার ধারণা (আমার শায়খ উসমান ইব্ন উমার) বলেছেন, যারা উমরা সমাপনের পর হালাল হয়েছে, আমিও তাদের সাথে হালাল হতাম। রাবী মুহাম্মাদ বলেন, এই বক্তব্যের দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকলের হজ্জের অনুষ্ঠান একরূপ হওয়া কামনা করেছেন।

١٧٨٥ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلَّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِى فَقَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتْ شَأْنِى أَنِّى قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الآنَ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ أَهِلِّى بِالْحَجِّ فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَجِدُ فِى نَفْسِى أَنِّى لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حِينَ حَجَجْتُ قَالَ فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ·

banglainternet.com

১৭৮৫। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহ্‌রাম (বাঁধা) অবস্থায় হজ্জে-ইফরাদ আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে রওনা হই। আর আয়েশা (রা) কেবলমাত্র উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন। এরপর যখন তিনি সারিফ নামক স্থানে উপনীত হন, তখন তিনি ঋতুমতী হন। আমরা মক্কায় উপস্থিত হয়ে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'ঈ সম্পন্ন করি। আমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল না, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে হালাল হতে নির্দেশ দেন। রাবী (জাবির) বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই হালাল হওয়ার অর্থ কি? তিনি বলেন, সর্বপ্রকার কাজের জন্য হালাল হওয়া। আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলাম, সুগন্ধি মাখলাম এবং (সেলাই করা) কাপড় পরিধান করলাম আর আমাদের মধ্যে ও আরাফাতের (দিনের) মধ্যে মাত্র চার রাত্রের ব্যবধান ছিল। এরপর আমরা তারবিয়ার দিন (হজ্জের) ইহ্‌রাম বাঁধি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়েশা (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে কাঁদতে দেখেন। তিনি তার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বলেন, আমি ঋতুমতী হয়েছি। মানুষেরা (উমরার অনুষ্ঠানাদি শেষে) ইহ্‌রাম খুলেছে, আর আমি ইহ্‌রাম খুলতে পারিনি এবং বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফও করতে পারলাম না। আর লোকেরা এখন হজ্জের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে (হায়েয) আদম তনয়াদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। তুমি গোসল কর এবং হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধ। অতএব, তিনি তা-ই করলেন এবং অবস্থানের স্থানসমূহে অবস্থান করেন। এরপর তিনি পবিত্রতা হাসিলের পর বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, এখন তুমি তোমার হজ্জ হতে হালাল হয়েছ এবং তোমার উমরা হতেও। তিনি (আয়েশা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মনে হচ্ছে, হজ্জের সময় আমি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিনি। তখন নবী করীম ﷺ বলেন, হে আবদুর রহমান! তুমি তাকে নিয়ে তানঈম নামক স্থানে যাও এবং তাকে উমরা করাও। আর এটা ছিল, হাস্‌বার রাত (১৪ যিল-হজ্জের রাত)।

١٧٨٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِىْ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا بِبَعْضِ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَأَهِلِّىْ بِالْحَجِّ ثُمَّ حُجِّىْ وَاصْنَعِىْ مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَّ تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ وَلاَتُصَلِّىْ ·

১৭৮৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। এই বর্ণনায় আরও আছে, "তুমি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধ, হজ্জ আদায় কর এবং হাজ্জীগণ যা করেন তুমিও তা-ই কর, কিন্তু তুমি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে না এবং নামায পড়বে না।"

١٧٨٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِىْ أَبِىْ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ مَنْ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِىْ رَبَاحٍ حَدَّثَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا لاَّ يُخَالِطُهُ شَىْءٌ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ فَطُفْنَا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَّحِلَّ وَقَالَ لَوْلاَ هَدْىٌ لَّحَلَلْتُ ثُمَّ قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هٰذِهِ لِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِلأَبَدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلْ هِىَ لِلأَبَدِ قَالَ الأَوْزَاعِىُّ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِىْ رَبَاحٍ يُحَدِّثُ بِهٰذَا فَلَمْ أَحْفَظْهُ حَتّٰى لَقِيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَأَثْبَتَهُ لِىْ ·

banglainternet.com

১৭৮৭। আল আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুরীদ ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে কেবল হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হই। যিলহজ্জের চার রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা মক্কায় উপনীত হই এবং (বায়তুল্লাহ্) তাওয়াফ ও (সাফা-মারওয়ার মধ্যে) সা'ঈ করি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে হালাল হওয়ার নির্দেশ দেন এবং বলেন, যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকত তবে আমিও হালাল হতাম। তখন সুরাকা ইব্‌ন মালিক (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ধরনের ফায়দা গ্রহণের সুযোগ কি কেবলমাত্র এ বছরের জন্য না চিরকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, বরং চিরকালের জন্য। রাবী আওযায়ী (র) বলেন, আমি আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ্‌কে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। কিন্তু আমি তা সংরক্ষণ করতে পারিনি। এরপর আমি ইব্‌ন জুরায়জের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন।

١٧٨٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ قَدِمُوا فَطَافُوا بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ·

১৭৮৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ যিলহজ্জের চার রাত অতিবাহিত হওয়ার পর মক্কায় প্রবেশ করেন। অতঃপর তাঁরা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ সম্পন্ন করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা (তাওয়াফ ও সা'ঈ) উমরা হিসেব গণ্য কর, অবশ্য যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে যেন এরূপ না করে। এরপর তারবিয়ার রাতে তারা হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন। এরপর নাহরের দিন সমাগত হলে তারা (মক্কায়) এসে (বায়তুল্লাহ্) তাওয়াফ করেন এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ (সা'ঈ) পরিহার করেন।

١٧٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ نَا حَبِيبٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَطَاءٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ هَدْيٌ إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذُكُورُنَا تَقْطُرُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ ·

১৭৮৯। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন। কিন্তু তখন নবী করীম ﷺ ও তালহা (রা) ব্যতীত আর কারো সাথে কুরবানীর পশু ছিল না। আর এ সময় আলী (রা) ইয়ামান হতে আগমন করেন এবং তার সাথেও কুরবানীর পশু ছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্, ﷺ যেরূপ ইহ্‌রাম বেঁধেছেন আমিও সেরূপ ইহ্‌রাম বাঁধলাম। নবী করীম ﷺ তাঁর সাথীদের

banglainternet.com

নির্দেশ দেন যে, তারা যেন এটাকে উমরায় পরিণত করে এবং বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করে এবং মস্তক মুণ্ডনের (বা চুল ছোট করে কর্তনের) পর হালাল হয়। অবশ্য যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা ব্যতীত। তারা বলেন, আমরা মিনার দিকে এমন অবস্থায় যাই যে আমরা স্ত্রী সহবাস করেছি। এই কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, আমি যা পরে অবহিত হয়েছি যদি তা পূর্বে অবগত হতে পারতাম তবে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না। আর আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে আমি অবশ্যই ইহ্‌রাম খুলে ফেলতাম।

١٧٩٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ وَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُنْكَرٌ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ.

১৭৯০। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, এ সে উমরা যার মাধ্যমে আমরা উপকৃত হয়েছি। যার সাথে কুরবানীর পশু নেই সে যেন পুরাপুরি হালাল হয়। আর উমরা কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, এটি মুনকার হাদীস এবং তা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র নিজের কথা।

١٧٩١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِي أَبِي نَا النَّهَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ وَهِيَ عُمْرَةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَطَاءٍ دَخَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ خَالِصًا فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ عُمْرَةً.

১৭৯১। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, যখন কোন লোক হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে এবং মক্কায় উপনীত হয়ে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ সম্পন্ন করে, অতঃপর সে হালাল হয় তা (তার) উমরা। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, ইব্‌ন জুরায়জ (র) এক ব্যক্তির সূত্রে, তিনি আতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণ কেবল হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে (মক্কায়) প্রবেশ করেন। নবী করীম ﷺ তাকে উমরায় পরিণত করেন।

١٧٩٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا نَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ ابْنُ شَوْكَرٍ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ الْهَدْيِ وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَطُوفَ وَأَنْ يَسْعَى وَيُقَصِّرَ ثُمَّ يَحِلَّ زَادَ ابْنُ مَنِيعٍ أَوْ يَحْلِقَ ثُمَّ يَحِلَّ.

১৭৯২। আল হাসান ইব্‌ন শাওকার ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী' ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কেবল হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধেন। অতঃপর তিনি মক্কায় উপনীত হয়ে (বায়তুল্লাহ্) তাওয়াফ ও (সাফা-মারওয়ার মধ্যে) সা'ঈ সম্পন্ন করেন। রাবী ইব্‌ন শাওকার বলেন, কুরবানীর পশু সংগে আনাতে নবী করীম

banglainternet.com

ﷺ মাথার চুল খাট করেননি এবং হালালও হননি। আর যারা নিজেদের সাথে কুরবানীর পশু আনেনি, তিনি তাদেরকে (উমরার জন্য) তাওয়াফ ও সা'ঈ সম্পন্ন করার পর চুল খাটো করা এবং হালাল হওয়ার নির্দেশ দেন।

١٧٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ حَيْوَةُ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ عِيْسَى الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ ·

১৭৯৩। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ ..... সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়াব (র) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ-এর একজন সাহাবী উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর মৃত্যুকালীন রোগে আক্রান্ত থাকা অবস্থায় হজ্জের পূর্বে উমরা করা নিষেধ করতে শুনেছি।

١٧٩٤ - حَدَّثَنَا مُوْسَى أَبُوْ سَلَمَةَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ خَيْوَانَ بْنِ عَلْقَمَةَ مِمَّنْ قَرَأَ عَلَى أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ كَذَا وَكَذَا وَرُكُوْبِ جُلُوْدِ النُّمُوْرِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَتَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالُوْا أَمَّا هٰذَا فَلاَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ وَلٰكِنَّكُمْ نَسِيْتُمْ ·

১৭৯৪। মূসা আবূ সালামা ..... মু'আবি'আ ইব্ন আবূ সুফইয়ান (রা) নবী করীম ﷺ -এর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি অবগত আছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অমুক, অমুক জিনিস ও চিতাবাঘের চামড়ার উপর সাওয়ার হতে নিষেধ করেছেন? তাঁরা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, আপনারা কি অবহিত আছেন যে, তিনি হজ্জ ও উমরা একত্রে করতে নিষেধ করেছেন? তাঁরা বলেন, এ সম্পর্কে আমরা কিছুই অবগত নই। তিনি বলেন, এটাও ঐ সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তুর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু আপনারা তা ভুলে গেছেন।

٢٢- بَابٌ فِي الْإِقْرَانِ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে কিরান

١٧٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ أَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ إِسْحٰقَ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُلَبِّيْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيْعًا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَّحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَّحَجًّا ·

১৭৯৫। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তারা (ইয়াহ্ইয়া, আবদুল আযীয প্রমুখ) তাঁকে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে তাল্বিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তিনি বলতেন ঃ ..... لَبَّيْكَ আমি হজ্জ ও উমরার জন্য (হে আল্লাহ্) তোমার সমীপে হাজির।

banglainternet.com

١٧٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ نَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاتَ بِهَا يَعْنِيْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتّٰى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتّٰى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوْا حَتّٰى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوْا بِالْحَجِّ وَنَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهٖ قِيَامًا ·

১৭৯৬। আবূ সালামা মূসা ইব্ন ইস্‌মাঈল ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ যুল-হুলায়ফায় রাত যাপন করেন। অতঃপর সকাল হলে তিনি উষ্ট্রীতে আরোহণ করেন। বায়দা নামক স্থানে উপনীত হলে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার হাম্‌দ, তাস্‌বীহ্ ও তাকবীর আদায় করেন এবং পরে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন। আর তাঁর সাথী সাহাবীগণও হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন। এরপর আমরা মক্কায় উপনীত হলে তিনি নির্দেশ দেন এবং তদনুযায়ী লোকেরা ইহ্‌রাম মুক্ত হয় (যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল না)। অতঃপর তারবিয়ার দিন সমাগত হলে তারা হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ হাতে সাতটি উট দণ্ডায়মান অবস্থায় যবেহ্ করেন।

١٧٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ نَا حَجَّاجٌ نَا يُوْنُسُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ أَمَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ فَأَصَبْتُ مَعَهُ أَوَاقًا مِّنْ ذَهَبٍ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا وَقَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ بِنَضُوْحٍ فَقَالَتْ مَا لَكَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَحَلُّوْا قَالَ قُلْتُ لَهَا إِنِّيْ أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِيْ كَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ قُلْتُ أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَإِنِّيْ قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ قَالَ فَقَالَ لِيْ إِنْحَرِ مِنَ الْبُدْنِ سَبْعًا وَسِتِّيْنَ أَوْسِتًّا وَسِتِّيْنَ وَأَمْسِكْ لِنَفْسِكَ ثَلٰثًا وَثَلٰثِيْنَ أَوْ أَرْبَعًا وَثَلٰثِيْنَ وَأَمْسِكْ لِيْ مِنْ كُلِّ بُدْنَةٍ مِنْهَا بَضْعَةً·

১৭৯৭। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন মুঈন ..... বারাআ ইব্ন আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-র সাথে ছিলাম, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইয়ামানের আমীর নিযুক্ত করে পাঠান। রাবী বলেন, আমি তাঁর সাথে কিছু স্বর্ণ জমা করি। তিনি বলেন, এরপর আলী (রা) যখন ইয়ামান হতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট (মক্কায়) আগমন করেন, আলী (রা) বলেন, তখন আমি ফাতিমা (রা) কে একখণ্ড রঙিন কাপড় পরিহিতা অবস্থায় দেখতে পাই। আর তিনি ঘর সুগন্ধিতে ভরে তোলেন। তিনি আলীকে বলেন, আপনার কী হল? আপনি ইহ্‌রাম খোলছেন না? অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণকে ইহ্‌রামমুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আলী (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম, আমি নবী করীম ﷺ -এর অনুরূপ (নিয়্যাতে, ইহ্‌রাম বেঁধেছি। আলী (রা) বলেন, অতঃপর আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কীরূপ ইহ্‌রাম বেঁধেছ? আমি বলি, আমি নবী করীম ﷺ-এর অনুরূপ ইহ্‌রাম বেঁধেছি। তখন তিনি বলেন, আমি তো কুরবানীর পশু পাঠিয়েছি এবং কিরান হজ্জের[১]

banglainternet.com

১. হজ্জ ও উমরাকে একই সঙ্গে সম্পন্ন করাকে হজ্জে কিরান বলে।

ইহ্‌রাম বেঁধেছি। আলী (রা) বলেন, তিনি আমাকে বললেন, তুমি ৬৭টি বা ৬৬টি উট কুরবানী কর আর ৩৩টি বা ৩৪টি (আমার জন্য) রেখে দাও। আর প্রতিটি উট হতে আমার জন্য এক টুক্‌রা করে গোশ্‌ত রেখে দাও।

١٧٩٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَقَالَ عُمَرُ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ ٠

১৭৯৮। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... আবূ ওয়ায়েল (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল সুবাই ইব্‌ন মা'বাদ বলেছেন, আমি একত্রে হজ্জ ও উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধি। উমার (রা) আমাকে বলেন, তুমি তোমার নবী ﷺ -এর সুন্নাত পেয়ে গেছ।

١٧٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ: كُنْتُ رَجُلاً أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ فَأَتَيْتُ رَجُلاً مِنْ عَشِيْرَتِي يُقَالُ لَهُ هُذَيْمُ بْنُ تُرْمُلَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَا هَنَاهْ إِنِّي حَرِيْصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوْبَيْنِ عَلَيَّ فَكَيْفَ لِي بِأَنْ أَجْمَعَهُمَا قَالَ أَجْمِعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ وَأَنَا أَهِلُّ بِهِمَا جَمِيْعًا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ مَا هٰذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيْرِهِ قَالَ فَكَأَنَّمَا أُلْقِيَ عَلَى جَبَلٍ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنِّي كُنْتُ رَجُلاً أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا وَإِنِّي أَسْلَمْتُ وَأَنَا حَرِيْصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوْبَيْنِ عَلَيَّ فَأَتَيْتُ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي فَقَالَ لِي اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَإِنِّي أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَقَالَ لِي عُمَرُ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ ٠

১৭৯৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামা ইব্‌ন আ'য়ুন ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়রা ..... আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-সুবাই ইব্‌ন মা'বাদ বললেন, আমি একজন খ্রিষ্টান বেদুইন ছিলাম। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। এরপর আমি হুযাইম ইব্‌ন ছুরমালা নামে কথিত আমার গোত্রের এক ব্যক্তির নিকট এলাম। আমি তাকে বললাম, হে তুমি! আমি জিহাদে যোগদানে আগ্রহী এবং এদিকে আমি নিজের উপর হজ্জ ও উমরাও বাধ্যতামূলক দেখছি। উভয়টি (হজ্জ-উমরা) আমি কীভাবে একত্র করব? সে বলল, তুমি একত্রে উভয়টির জন্য ইহ্‌রাম বাঁধ এবং তোমার জন্য সহজলভ্য পশু কুরবানী কর। অতএব, আমি একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলাম। আমি আল উযাইব নামক স্থানে পৌঁছলে সালমান ইব্‌ন রবী'আ ও যায়দ ইব্‌ন সাওহান আমার সাথে মিলিত হন, তখন আমি হজ্জ ও উমরা উভয়ের তালবিয়া পাঠরত ছিলাম। তখন তাদের একজন অপরজনকে বলেন, এই ব্যক্তি তার উটের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান নয়। রাবী বলেন, আমার মাথায় যেন পাহাড় ভেঙে পড়ল। আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট এসে তাঁকে বললাম, হে আমিরুল মু'মিনীন! আমি একজন খ্রিষ্টান বেদুইন ছিলাম। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি জিহাদে যোগদানে আগ্রহী এবং অপর দিকে আমি নিজের উপর হজ্জ ও উমরাও বাধ্যতামূলক দেখছি। আমি (এর সমাধান

banglainternet.com

পেতে) আমার গোত্রের এক ব্যক্তির নিকট এলে তিনি বলেন, তুমি একত্রে উভয়টির ইহ্‌রাম বাধ এবং তোমার জন্য সহজলভ্য পশু কুরবানী কর। আমি উভয়টির জন্য একত্রে ইহ্‌রাম বেঁধেছি। উমার (রা) বলেন, তুমি তোমার নবী করীম ﷺ -এর সুন্নাত (পথ) পেয়ে গেছ।

١٨٠٠ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مِسْكِينٌ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَهُوَ بِالْعَقِيقِ فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقَالَ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ ٠

১৮০০। আন্‌ নুফায়লী ..... ইক্‌রামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমার নিকট উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, এক রাতে আমার নিকট একজন আগমনকারী আমার মহিমান্বিত রবের নিকট হতে আগমন করেন। উমার (রা) বলেন, ঐ সময় তিনি আকীক নামক স্থানে অবস্থানরত ছিলেন। সেই আগমনকারী বলেন, আপনি এই পবিত্র প্রান্তরে নামায আদায় করুন এবং বলুন, হজ্জের মধ্যেই উমরা (অর্থাৎ হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করা ভাল)।

١٨٠١ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ٠

১৮০১। হান্নাদ ইব্‌নুস্‌ সারী ..... আর-রাবী' ইব্‌ন সাবুরা (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা (মদীনা হতে) রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর সাথে রওনা হই। আমরা যখন উসফান নামক স্থানে ছিলাম, তখন সুরাকা ইব্‌ন মালিক মুদলাজী (রা) তাকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ﷺ! আমাদের বিস্তারিতভাবে (হজ্জের বিষয়) এমনভাবে বুঝিয়ে দিন যেভাবে সদ্য প্রসূত শিশুদের বুঝানো হয় (অর্থাৎ উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিন যাতে মূর্খরাও বুঝতে পারে)। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্‌ তোমাদের এই হজ্জের মধ্যে উমরাকেও প্রবেশ করিয়েছেন। কাজেই তোমরা মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করবে, অতঃপর হালাল হবে। অবশ্য, যদি কারো সাথে কুরবানীর পশু থাকে, তবে সে হালাল হবে না।

banglainternet.com

١٨٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحٰقَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ نَا يَحْيٰى الْمَعْنٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرْوَةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصِّرُ عَنْهُ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ .

১৮০২। আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন নাজদা ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ান (রা) তাকে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, আমি মারওয়া নামক স্থানে নবী করীম ﷺ -এর চুল মোবারক তীরের ফলার সাহায্যে ছোট করে দেই। অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমি মারওয়া নামক স্থানে তাঁর চুল মোবারক তীরের ফলার সাহায্যে কাটাতে দেখি।

١٨٠٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَعْنٰى قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنِّى قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ أَعْرَابِىٍّ عَلَى الْمَرْوَةِ وَزَادَ الْحَسَنُ فِى حَدِيثِهِ بِعَجْوَتِهِ .

১৮০৩। আল-হাসান ইব্ন আলী ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বলেন, আপনি কি অবহিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চুল মোবারক মারওয়া নামক স্থানে আরবীয় তীরের অগ্রবর্তী অংশের সাহায্যে ছোট করেছিলাম? রাবী আল-হাসানের বর্ণনায় আরও আছে– তাঁর হজ্জের সময়।

١٨٠٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّى سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَهَلَّ النَّبِىُّ ﷺ بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ .

১৮০৪। ইব্ন মু'আয ..... মুসলিম আল-কুরা (র) হতে বর্ণিত। তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী করীম ﷺ উমরার ইহ্রাম বাঁধেন এবং তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের (ইহ্রাম বাঁধেন)।

١٨٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَأَهْدٰى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدٰى فَسَاقَ الْهَدْىَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدٰى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدٰى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَطَافَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ

banglainternet.com

حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلٰثَةَ أَطْوَافٍ مِّنَ السَّبْعِ وَمَشٰى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ
حِيْنَ قَضٰى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ
أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى قَضٰى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ
ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ فِعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَهْدٰى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ ٠

১৮০৫। আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আইব ইব্‌ন লাইস ..... সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জে তামাত্তো হজ্জ করেন, অর্থাৎ হজ্জের পূর্বে উমরা করেন। তিনি যুল-হুলায়ফা হতে ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং নিজের সাথে কুরবানীর পশু নেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হজ্জ এরূপে শুরু করেন যে, তিনি প্রথমে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন, এরপর হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন। আর লোকেরাও নবী করীম ﷺ -এর সাথে হজ্জের পূর্বে উমরা করেন। কতিপয় লোক সাথে কুরবানীর পশু নেন আর কারো সাথে তা ছিল না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কায় উপনীত হন, তখন তিনি লোকদের বলেন, যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ না করা পর্যন্ত ইহ্‌রামমুক্ত হতে পারবে না। আর যাদের সাথে কুরবানীর পশু নাই, তারা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'ঈ সম্পন্ন করে, মাথার চুল কেটে এরপর উমরা হতে হালাল হবে, তারপর হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধবে এবং কুরবানী করবে। আর যে ব্যক্তি কুরবানী করতে অক্ষম সে যেন হজ্জের মধ্যে (সময়ে) তিনদিন এবং পরে নিজের পরিবারে প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন রোযা রাখে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় উপনীত হওয়ার পর সর্বপ্রথম হাজরে আস্‌ওয়াদ চুম্বন করেন। এরপর সাতবার তাওয়াফের মধ্যে প্রথম তিন (বার) তাওয়াফ তিনি দ্রুত পদক্ষেপে সম্পন্ন করেন এবং বাকি চার (বার) তাওয়াফ সাধারণ গতিতে হেঁটে সমাপ্ত করেন। তাওয়াফ সমাপনান্তে তিনি মাকামে ইব্‌রাহীমের নিকট দুই রাক'আত নামায আদায় করেন এবং সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করেন। এরপর তিনি সাফা পাহাড়ের নিকট আসেন এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাতবার সা'ঈ করেন। অতঃপর হজ্জ সমাপন, কুরবানীর দিন কুরবানী করা এবং এরপর বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত তিনি ইহ্‌রাম খোলেননি। এরপর যাবতীয় হারাম বস্তু হতে হালাল হন। (অর্থাৎ স্ত্রী সহবাস, শিকার ও অন্যান্য বস্তু যা হজ্জের মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল তা হালাল হয়) আর যেসব লোক কুরবানীর পশু সংগে এনেছিলেন তাঁরাও ঐরূপ করেন- যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছেন।

١٨٠٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا
قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوْا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ إِنِّيْ لَبَّدْتُ رَأْسِيْ
وَقَلَّدْتُ هَدْيِيْ فَلَا أَحِلُّ حَتّٰى أَنْحَرَ الْهَدْيَ ٠

১৮০৬। আল কা'নাবী ..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী হাফ্‌সা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোকদের অবস্থা কি, তারা তো (উমরার পরে) হালাল হয়েছে (ইহ্‌রাম খুলেছে)। কিন্তু আপনি তো আপনার উমরার পরে হালাল হননি? তিনি বলেন, আমি আমার মাথার চুল জমাটবদ্ধ করেছি এবং আমার কুরবানীর উটের (পশুর) গলায় কিলাদা (মালা) পরিধান করিয়েছি। কাজেই যতক্ষণ না আমি আমার কুরবানীর পশু যবেহ্ করব, ততক্ষণ হালাল হতে পারব না।

banglainternet.com

٢٣- بَابُ الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর তা উমরায় পরিবর্তিত করে

١٨٠٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ يَعْنِى ابْنَ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ أَبِى زَائِدَةَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُوْلُ فِى مَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

১৮০৭। হান্নাদ ইব্‌নুস সারী ..... সুলাইম ইব্‌নুল আস্‌ওয়াদ (র) হতে বর্ণিত। আবূ যার (রা) বলতেন,যে ব্যক্তি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর তা উমরায় পরিবর্তন করে–এরূপ করা ঠিক নয় বরং তা কেবল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে যারা ছিলেন তাদের জন্য বৈধ ছিল।

١٨٠٨ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ أَنَا رَبِيْعَةُ بْنُ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا قَالَ بَلْ لَكُمْ خَاصَّةً.

১৮০৮। আন নুফায়লী ..... হারিস ইব্‌ন বিলাল ইব্‌নুল হারিস (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর তা উমরায় পরিবর্তন করার সুযোগ কি কেবল আমাদের জন্য, না কি তা আমাদের পরবর্তী লোকেরাও করতে পারবে? তিনি বলেন, বরং তা বিশেষভাবে তোমাদেরই জন্য।

٢٤- بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষে (বদলী) হজ্জ করে

١٨٠٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيْهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

১৮০৯। আল্ কা'নাবী ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ফাযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) একই বাহনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় খাছ'আম গোত্রের জনৈক মহিলা, তাঁর নিকট ফাত্‌ওয়া গ্রহণের জন্য আসে। তখন ফাযল (রা) মহিলার প্রতি এবং মহিলা ফাযলের প্রতি তাকাতে থাকলে

banglainternet.com

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফাযলের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেন। মহিলা জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদের উপর তাঁর ফরযকৃত হজ্জ আমার পিতার উপর এমন অবস্থায় ফরয হয়েছে যে, বার্ধক্যের কারণে তার পক্ষে বাহনে স্থির হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। আমি কি তার পক্ষে (বদলী) হজ্জ করতে পারি? তিনি বলেন, হাঁ। আর এটা ছিল বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা।

١٨١٠ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِمَعْنَاهُ قَالاَ نَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ حَفْصٌ فِي حَدِيثِهِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ إِنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَيَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ ·

১৮১০। হাফ্স ইব্ন উমার ও মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম ..... আমের গোত্রের আবূ রাযীন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, আর তিনি হজ্জ ও উম্রা আদায় করতে অসমর্থ এবং সাওয়ার হতেও অপারগ। তিনি বলেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও উম্রা কর।

١٨١١ – حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالَ إِسْحٰقُ نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِّي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَّفْسِكَ قَالَ لاَ قَالَ حُجَّ عَنْ نَّفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ ·

১৮১১। ইস্হাক ইব্ন ইসমাঈল ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন, "লাব্বায়কা আন্ শুব্রুমাতা" (আমি শুব্রুমার পক্ষে হাযির)। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ শুব্রুমা কে? সে ব্যক্তি বলে, আমার ভাই অথবা আমার বন্ধু। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ আচ্ছা, তুমি কি হজ্জ করেছ? সে বলে, না। তিনি বলেন ঃ প্রথমে তুমি নিজের হজ্জ আদায় কর, পরে শুব্রুমার হজ্জ সম্পন্ন কর।

٢٥– بَابُ كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ তাল্বিয়া কীভাবে পড়বে

١٨١٢ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيْدُ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ ·

১৮১২। আল কা'নাবী ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তাল্বিয়া ছিল ঃ ..... لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ অর্থাৎ আমি হাযির হে আল্লাহ্! আমি হাযির, আমি হাযির , কোন শরীক নেই তোমার, আমি হাযির, নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও নি'আমত তোমারই এবং সকল সাম্রাজ্যও তোমার, কোন শরীক নেই তোমার। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) তাঁর তালবিয়ার আরম্ভে বলতেন- "লাব্বায়কা লাব্বায়কা লাব্বায়কা ওয়া সা'আদায়কা ওয়াল খায়রু বিয়াদায়কা ওয়ার রুগ্বাউ ইলায়কা ওয়াল 'আমালু"।

banglainternet.com

١٨١٣ – حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ نَا جَعْفَرٌ نَا اَبِىْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَالنَّاسُ يَزِيْدُوْنَ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلاَمِ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَسْمَعُ فَلاَ يَقُوْلُ لَهُمْ شَيْئًا ·

১৮১৩। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্রাম বাঁধেন। এরপর ইব্ন উমার (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ তাল্বিয়ার উল্লেখ করেছেন। জাবির (রা) আরো বলেন, লোকেরা তালবিয়ার মধ্যে "যাল মা 'আরিজ" ইত্যাদি শব্দ বলত এবং নবী করীম ﷺ তাতে কিছু বলতেন না।

١٨١٤ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰمُرَ اَصْحَابِىْ وَمَنْ مَّعِىَ اَنْ يَّرْفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالْاِهْلاَلِ اَوْ قَالَ بِالتَّلْبِيَةِ يُرِيْدُ اَحَدَهُمَا ·

১৮১৪। আল কা'নাবী ..... খাল্লাদ ইব্নুস সায়িব আল্ আনসারী (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জিব্রাঈল (আ) আমার নিকট এসে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আমার সাথী ও সাহাবীদের নির্দেশ দেই, তারা যেন উচ্চস্বরে তাল্বিয়া পাঠ করে।

٢٦– بَابُ مَتٰى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

২৬। অনুচ্ছেদ ঃ তাল্বিয়া পাঠ কখন বন্ধ করবে

١٨١٥ – حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكِيْعٌ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَبّٰى حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ·

১৮১৫। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... ফাযল ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাম্রাতুল আকাবাতে প্রস্তর নিক্ষেপ করার পূর্ব পর্যন্ত তাল্বিয়া পাঠ করতেন।

١٨١٦ – حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مِّنًى اِلٰى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّىْ وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ ·

১৮১৬। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল .....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, প্রত্যূষে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মিনা হতে আরাফাতে রওনা হই। এ সময়ে আমাদের মধ্যে কেউ তাল্বিয়া আর কেউ তাক্বীর পাঠে রত ছিল।

banglainternet.com

٢٧- بَابٌ مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ উমরা পালনকারী কখন তাল্‌বিয়া পাঠ বন্ধ করবে

١٨١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَهَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا ٠

১৮১৭। মুসাদ্দাদ ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, উমরাকারী হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ চুম্বন না করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে।

٢٨- بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় কোনো ব্যক্তি নিজ গোলামকে প্রহার করলে

١٨١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيسَ أَنَا ابْنُ إِسْحٰقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حُجَّاجًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ نَزَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَنَزَلْنَا فَجَلَسَتْ عَائِشَةُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي وَكَانَتْ زَمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَزَمَالَةُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَاحِدَةً مَعَ غُلَامٍ لِأَبِي بَكْرٍ فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ قَالَ أَيْنَ بَعِيرُكَ قَالَ أَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ قَالَ فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ قَالَ فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ وَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى هٰذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ قَالَ ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى أَنْ يَقُولَ انْظُرُوا إِلَى هٰذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ وَيَتَبَسَّمُ ٠

১৮১৮। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আসমা বিন্‌ত আবূ বাক্‌র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (বিদায় হজ্জের সময়) রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমরা আরাজ নামক স্থানে উপনীত হলে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তাঁর বাহন থেকে অবতরণ করলেন এবং আমরাও অবতরণ করলাম। আয়েশা (রা) নবী করীম ﷺ এর পার্শ্বে উপবেশন করেন এবং আমি আমার পিতা (আবূ বাক্‌র (রা)-এর পার্শ্বে উপবেশন করি। আবূ বাক্‌র (রা) ও রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর খাদ্য-পানীয় ও সফরের সরঞ্জাম একই সংগে আবূ বাক্‌রের একটি গোলামের নিকট (একটি উষ্ট্রের পৃষ্ঠে) রক্ষিত ছিল। আবূ বাক্‌র (রা) গোলামের অপেক্ষায় ছিলেন (যেন খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করা যায়)। কিন্তু সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হল যে, সে উট তার সাথে ছিল না। তিনি (আবূ বাক্‌র) জিজ্ঞাসা করেন, তোমার সে উটটি কোথায়? জবাবে সে বলল, আমি গতকাল তাকে হারিয়ে ফেলেছি। আবূ বাক্‌র (রা) বলেন, মাত্র

banglainternet.com

একটি উট, তুমি তাও হারিয়ে ফেললে? রাবী বলেন, তখন তিনি তাকে মারধর করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হেসে বলেনঃ তোমরা এ মুহ্‌রিম ব্যক্তির দিকে দেখ, কী করছে। রাবী ইব্‌ন আবূ রিয্‌মা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ উক্তির চাইতে অধিক কিছু বলেননি যে, " তোমরা এ মুহ্‌রিম ব্যক্তির দিকে দেখ কী কাজ করছে, আর তিনি মুচ্‌কি হাসছিলেন।

٢٩- بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِيْ ثِيَابِهِ

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ পরিধেয় বস্ত্রে ইহ্‌রাম বাঁধা

١٨١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً اَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَعَلَيْهِ اَثَرُ خَلُوْقٍ اَوْ قَالَ صُفْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَاْمُرُنِيْ اَنْ اَصْنَعَ فِيْ عُمْرَتِيْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اُغْسِلْ عَنْكَ اَثَرَ الْخَلُوْقِ اَوْ قَالَ اَثَرَ الصُّفْرَةِ وَاخْلَعِ الْجُبَّةَ عَنْكَ وَاصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِيْ حَجِّتِكَ ·

১৮১৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর ..... সাফওয়ান ইব্‌ন ইয়া'লা ইব্‌ন উমাইয়্যা। তার পিতা হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি, জিইর্‌রানা নামক স্থানে নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়। এ সময় তার (কাপড়ের) উপর খালুকের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, অথবা (রাবীর সন্দেহ) হলুদ বর্ণের চিহ্ন ছিল। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কী নির্দেশ দেন, যদি আমি আমার উম্‌রা এরূপ (পরিধেয় বস্ত্রে সম্পাদন) করি? তখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নবী করীম ﷺ -এর উপর ওহী নাযিল করেন। অতঃপর তাঁর উপর হতে ওহী নাযিলের প্রভাব দূর হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ উম্‌রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তিটি কোথায়? এরপর (সে উপস্থিত হলে) তিনি বলেনঃ তুমি তোমার শরীর ও কাপড়ে যে সুগন্ধি আছে, তা ধুয়ে ফেলবে। অথবা তিনি বলেন, তোমার শরীর বা কাপড়ে যে জাফরানী রং আছে তা ধুয়ে ফেল। আর তোমার পরিধেয় জুব্বাটি খুলে ফেল এবং তোমার হজ্জের মধ্যে যা কিছু করেছ, উম্‌রাতেও তদ্রূপ করবে।

١٨٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ وَهُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ اَبِيْهِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اخْلَعْ جُبَّتَكَ فَخَلَعَهَا مِنْ رَّاْسِهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ·

১৯২০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা ..... সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন ইয়া'লা (র) তাঁর পিতার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে আরও আছে, নবী করীম ﷺ তাকে বলেন, তুমি তোমার জুব্বা খুলে ফেল। অতএব সে তার মাথার দিক দিয়ে তা খুলে ফেললো।

banglainternet.com

١٨٢١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَنْ أَبِيهِ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فِيهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعًا وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ ٠

১৮২১। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ ..... সাফ্ওয়ান ইব্ন ইয়া'লা ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র) তাঁর পিতা হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে আরো আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে নির্দেশ দেন যে, সে যেন জুব্বাটি খুলে ফেলে এবং শরীরের মধ্যকার সুগন্ধির স্থানগুলি দুইবার বা তিনবার ধুয়ে ফেলে।

١٨٢٢ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ نَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِالْجِعِرَّانَةِ وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ٠

১৮২২। উক্বা ইব্ন মুকাররাম ..... সাফওয়ান ইব্ন ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়্যা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। জি'ইর্রানা নামক স্থানে জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়, সে উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধে এবং তার পরিধানে ছিল একটি জুব্বা। আর তার দাঁড়ি ও মাথা ছিল হলুদ রং এ রঞ্জিত।

٣٠- بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্রিম ব্যক্তি কী ধরনের পোশাক পরিধান করবে

١٨٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالاَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ لِمَنْ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ٠

১৮২৩। মুসাদ্দাদ ও আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... ইব্ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, মুহরিম ব্যক্তি কী ধরনের পোশাক পরিহার করবে? তিনি বলেন, সে কামীজ (জামা), টুপি, পায়জামা এবং পাগড়ী পরিধান করবে না। ঐ সমস্ত কাপড়ও (পরিধান করবে না) যা ওয়ার্‌স ও জা'ফরান মিশ্রিত এবং মোজাও পরিধান করবে না। অবশ্য যার জুতা নেই, সে মোজা পরিধান করতে পারবে। যার জুতা নেই সে মোজা পরিধান করবে, কিন্তু তা (মোজা) কেটে নেবে, যাতে গোছার নিচে থাকে।

١٨٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ ٠

banglainternet.com

১৮২৪। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা ..... ইব্ন উমার (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে বর্ণিত।

١٨٢٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ وَلاَتَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلاَتَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَلَى مَا قَالَ اللَّيْثُ وَرَوَاهُ مُوْسَى بْنُ طَارِقٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْقُوْفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ وَاَيُّوْبُ مَوْقُوْفًا وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَدِيْنِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْمُحْرِمَةُ لاَتَنْتَقِبُ وَلاَتَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَدِيْنِيُّ شَيْخٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَيْسَ لَهُ كَبِيْرُ حَدِيْثٍ .

১৮২৫। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... ইব্ন উমার (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এতে আরো আছে, মুহরিম স্ত্রীলোকেরা যেন মুখমণ্ডলে নেকাব না ঝুলায় এবং হাতমোজা পরিধান না করে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, উপরোক্ত হাদীসটি হাতিম ইব্ন ইসমাঈল এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইসমাঈল - মূসা ইব্ন উকবা হতে বর্ণনা করেছেন। ইব্রাহীম ইব্ন সাঈদ আল্ মাদানী - নাফে' হতে, তিনি ইব্ন উমার (রা) হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, মুহরিম স্ত্রীলোকেরা যেন মুখমণ্ডলে নেকাব না ঝুলায় এবং হাত মোজা পরিধান না করে।

١٨٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَدِيْنِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمُحْرِمَةُ لاَتَنْتَقِبُ وَلاَتَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .

১৮২৬। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... ইব্ন উমার (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, মুহরিম স্ত্রীলোকেরা যেন চেহারায় নেকাব না ঝুলায় এবং হাতমোজা পরিধান না করে।

١٨٢٧ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَعْقُوْبُ نَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ إِسْحٰقَ قَالَ فَإِنَّ نَافِعًا مَّوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِيْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى النِّسَاءَ فِيْ إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَامَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا اَحَبَّتْ مِنْ اَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا اَوْ خَزًّا اَوْ حُلِيًّا اَوْ سَرَاوِيْلَ اَوْ قَمِيْصًا اَوْ خُفًّا قَالَ اَبُوْدَاوُدَ رَوٰى هٰذَا عَنِ ابْنِ إِسْحٰقَ عَبْدَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ إِلٰى قَوْلِهِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ لَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ .

১৮২৭। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মুহরিম স্ত্রীলোকদেরকে হাতমোজা পরতে এবং মুখমণ্ডলে নেকাব ঝুলাতে নিষেধ করতে শুনেছেন এবং ওয়ার্স ও জা'ফ্রান মিশ্রিত কাপড় ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছেন। তাছাড়া অন্যান্য প্রকারের কাপড় তারা পরিধান করতে পারবে, যদিও তা হলুদ রং বিশিষ্ট হয়, অথবা রেশমী কাপড় বা গহনাপত্র, কিংবা পায়জামা কিংবা কামীস বা মোজা হয়।

banglainternet.com

١٨٢٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَجَدَ الْقُرَّ فَقَالَ أَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَقَالَ تُلْقِي عَلَيَّ هٰذَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ.

১৮২৮। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... ইব্ন উমার (রা) ঠাণ্ডা অনুভব করলে নাফে'কে বলেন, আমার উপর একখণ্ড কাপড় বিছিয়ে দাও আমি তার উপর একটি বোরখা সদৃশ কাপড় বিছিয়ে দেই। তিনি বলেন, তুমি এটা আমার উপর বিছিয়ে দিলে? অথচ মুহরিম ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এটার ব্যবহার নিষেধ করেছেন।

١٨٢٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ وَالْخُفُّ لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ.

১৮২৯। সুলায়মান ইব্ন হারব ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, মুহরিম ব্যক্তির লুঙ্গি না থাকলে পায়জামা পরিধান করতে পারে এবং যার জুতা নেই সে মোজা পরিধান করতে পারে।

١٨٣٠ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جُنَيْدٍ الدَّامِغَانِيُّ نَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا يَنْهَاهَا.

১৮৩০। আল হুসাইন ইবনু জুনায়দ দামেগানী ..... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে (মদীনা হতে) মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হতাম। ইহ্‌রামের সময় আমরা এক ধরনের (অল্প) সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার করতাম। অতঃপর আমাদের কেউ ঋতুমতী হয়ে পড়লে এই সুগন্ধি বস্তু তার চেহারায় ব্যবহার করতেন। নবী করীম ﷺ তা দেখা সত্ত্বেও তাকে এরূপ করতে নিষেধ করতেন না।

١٨٣١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ قَالَ ذَكَرْتُ لِابْنِ شِهَابٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ يَعْنِي يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذٰلِكَ.

১৮৩১। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) মুহরিম স্ত্রীলোকদের (লম্বা) মোজা কেটে দিতেন। অতঃপর তাঁর স্ত্রী সাফিয়্যা বিনতে আবূ উবায়দ তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহরিম স্ত্রীলোকদের মোজা পরিধানের অনুমতি প্রদান করেছেন (লম্বা অংশ কর্তন ব্যতীত)। ফলে তিনি (ইব্ন উমার) তা কর্তন করা থেকে বিরত থাকেন।

banglainternet.com

٣١- بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاَحَ

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির যুদ্ধাস্ত্র বহন

١٨٣٢ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ صَالَحَهُمْ عَلٰى اَنْ لاَّ يَدْخُلُوْهَا اِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ فَسَاَلْتُهُ مَا جُلُبَّانُ السِّلاَحِ قَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيْهِ ·

১৮৩২। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আবূ ইসহাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাআ (রা) কে বলতে শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কার কুরায়শদের সঙ্গে হুদায়বিয়ার সন্ধি করেন তখন তাদের সাথে এই শর্তে সন্ধি হয় যে, নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কায় প্রবেশকালে কোষবদ্ধ তরবারি ব্যতীত আর কিছুই সঙ্গে আনতে পারবেন না। আমি তাঁকে 'জাল্বানুস সিলাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তা হলো খাপবদ্ধ তরবারি।

٣٢- بَابُ فِى الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّىْ وَجْهَهَا

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডল ঢাকা

١٨٣٣ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ اِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَاْسِهَا عَلٰى وَجْهِهَا فَاِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ ·

১৮৩৩। আহ্মদ ইব্ন হাম্বল ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনেক কাফেলা (হজ্জের মওসুমে) আমাদের অতিক্রম করছিল আর আমরা ইহ্রাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তারা আমাদের সম্মুখে এসে পড়লে আমাদের স্ত্রীলোকেরা মাথায় কাপড় টেনে মুখ ঢাকতেন। আর তারা আমাদের সম্মুখ হতে দূরে সরে গেলে আমরা আমাদের মুখমণ্ডল খুলতাম।

٣٣- بَابُ فِى الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির সূর্যের কিরণ থেকে ছায়া গ্রহণ

١٨٣٤ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ اُمِّ الْحُصَيْنِ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَاَيْتُ اُسَامَةَ وَبِلاَلاً وَّ اَحَدُهُمَا اَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِىِّ ﷺ وَالْاٰخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ·

banglainternet.com

১৮৩৪। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... উম্মুল হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলাম। আমি উসামা ইব্ন যায়িদ ও বিলাল (রা) -এর মধ্যে একজনকে নবী করীম ﷺ

-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরতে এবং অন্যজনকে স্বীয় বস্ত্র দ্বারা রৌদ্রের তাপ হতে নবীজীকে ছায়া প্রদান করতে দেখি, যতক্ষণ না তিনি জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করেন।

٣٤ - بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির দেহে সিংগা লাগানো

١٨٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ·

১৮৩৫। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মুহরিম থাকাবস্থায় (নিজের দেহে) সিংগা লাগান।

١٨٣٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ دَاءٍ كَانَ بِهِ ·

১৮৩৬। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন রোগের কারণে মুহরিম থাকাবস্থায় স্বীয় মস্তকে সিংগা লাগান।

١٨٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ ·

১৮৩৭। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহরিম অবস্থায় নিজের পায়ের ব্যথার কারণে সিংগা লাগান।

٣٥ - بَابُ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির সুরমা ব্যবহার

١٨٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَيْنَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سُفْيَانُ وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَوْسِمِ مَا يَصْنَعُ بِهِمَا قَالَ أَضِمُّهُمَا بِالصَّبِرِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ ذٰلِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ·

১৮৩৮। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... নুবায়হ ইব্ন ওয়াহব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মা'মার (র) তাঁর চোখের অসুখ সম্পর্কে অভিযোগ করলে তাকে আবান ইব্ন উসমানের নিকট প্রেরণ করা হয়। সুফইয়ান (র) বলেন, তিনি (আবান) ছিলেন আমীরুল হজ্জ এবং তাঁকে এ সম্পর্কে (চোখের রোগ) জিজ্ঞাসা করা

banglainternet.com

হলে তিনি বলেন, তাতে মুসব্বার লাগাও, কেননা আমি উসমান (রা) কে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

١٨٣٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

১৮৩৯। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... নুবায়হ্ ইব্ন ওয়াহ্ব (রহ) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٦- بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তির গোসল করা

١٨٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَوَجَدَهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْئَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتّٰى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اصْبُبْ قَالَ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ أَبُو أَيُّوبَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ.

১৮৪০। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌লামা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুনায়ন (র) থেকে বর্ণিত। একদা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) এবং মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) আবওয়া নামক স্থানে (মুহ্‌রিম ব্যক্তির মস্তক ধৌত করা সম্পর্কে) মতভেদ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মুহ্‌রিম ব্যক্তি তার মস্তক ধৌত করতে পারে এবং ইব্ন মাখরামা (রা) বলেন, মুহ্‌রিম ব্যক্তি তার মাথা ধুইতে পারে না। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে(ইব্ন হুনায়নকে) আবূ আয়্যূব আল-আনসারী (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি (ইব্ন হুনায়ন) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে একটি কূপের দু'টি দন্তের (খুটির) মধ্যে কাপড় দ্বারা পর্দা করে গোসলরত অবস্থায় পান। রাবী বলেন, আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন কে? আমি বলি, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুনায়ন। আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) আপনার নিকট জানতে পাঠিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহ্‌রিম অবস্থায় কিরূপে তাঁর মাথা ধৌত করতেন? রাবী বলেন, তখন আবূ আয়্যূব (রা) স্বীয় হস্ত দ্বারা পর্দার কাপড় সরিয়ে দেন, যাতে আমি স্পষ্টভাবে তাঁর মাথা দেখতে পাই। অতঃপর তিনি জনৈক ব্যক্তিকে তাঁর মাথায় পানি ঢালতে বললে সে পানি ঢেলে দেয়। অতঃপর তিনি তাঁর মাথার চুলে হাত দিয়ে তা একবার সম্মুখের দিকে এবং আবার পশ্চাতের দিকে ফিরান। এরপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এরূপ করতে দেখেছি।

banglainternet.com

٣٧- بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ করা

١٨٤١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَسْأَلُهُ وَأَبَانٌ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ أَنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذٰلِكَ فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ أَبَانٌ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ ·

১৮৪১। আল-কা'নাবী ..... নুবায়হ্ ইব্ন ওয়াহ্ব (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রহ) জনৈক ব্যক্তিকে আবান ইব্ন উসমান ইব্ন আফ্ফানের নিকট এতদ্সম্পর্কে (মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ) জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরণ করেন। আবান (রহ) সে সময় আমীরুল হজ্জ ছিলেন। তাঁরা উভয়েই ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন। আমি তাল্হা ইব্ন উমরের সাথে শায়বা ইব্ন যুবায়রের কন্যাকে বিবাহ দিতে চাই। আমি আশা করি আপনি অনুষ্ঠানে হাযির থাকবেন। আবান (রহ) তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, আমি আমার পিতা উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তি বিবাহ করতেও পারবে না এবং (কাউকে) বিবাহ দিতেও পারবে না।

١٨٤٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ نَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ مِثْلَهُ زَادَ وَلَا يَخْطُبُ ·

১৮৪২। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এ বর্ণনায় আরো আছে, মুহরিম ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাবও দিতে পারবে না।

١٨٤٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ابْنِ أَخِي مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ ·

১৮৪৩। মূসা ইব্ন ইসমাঈল ..... মায়মূনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সারিফ নামক স্থানে বিবাহ করেন এবং এই সময় আমরা উভয়েই হালাল অবস্থায় ছিলাম।

١٨٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ·

banglainternet.com

১৮৪৪। মুসাদ্দাদ ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মায়মূনা (রা) কে ইহ্রাম অবস্থায় বিবাহ করেন।

١٨٤٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِىْ تَزْوِيْجِ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ·

১৮৪৫। ইব্ন বাশ্শার ..... সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক মায়মূনা (রা) কে ইহ্রাম অবস্থায় বিবাহের যে কথা বলেছেন তা তার অনুমান মাত্র।

٣٨- بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্রাম অবস্থায় যেসব জীবজন্তু হত্যা করা যাবে

١٨٤٦ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ خَمْسٌ لاَجُنَاحَ فِىْ قَتْلِهِنَّ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ اَلْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَ الْكَلْبُ الْعَقُوْرُ ·

১৮৪৬। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মুহ্রিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ জীবজন্তু হত্যা করতে পারবে। তিনি বলেন, পাঁচ শ্রেণীর জীবজন্তু শিকারে কোন গুনাহ্ নেই, যদি এগুলোকে হেল্ বা হেরেম এলাকার মধ্যে হত্যা করা হয়। যথা-বিচ্ছু, ইঁদুর, কাক, চিল ও পাগলা কুকুর।

١٨٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ نَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلاَلٌ فِى الْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَاةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ ·

১৮৪৭। আলী ইব্ন বাহ্র ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ইহ্রাম অবস্থায় পাঁচ ধরনের জীবজন্তু হত্যা করা বৈধ ঃ সাপ, বিচ্ছু, চিল, ইঁদুর এবং পাগলা কুকুর।

١٨٤٨ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ اَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ نُعَيْمٍ الْبَجَلِىُّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفُوَيْسِقَةُ وَيَرْمِى الْغُرَابَ وَلاَيَقْتُلُهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْحِدَاةُ وَالسَّبُعُ الْعَادِىْ ·

১৮৪৮। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (রা) ..... আবূ সাঈদ আল-খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল ঃ মুহ্রিম ব্যক্তি কী কী হত্যা করতে পারে? তিনি বলেনঃ সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, পাগলা কুকুর, চিল ও হিংস্র প্রাণী। তিনি কাক সম্পর্কে বলেন, উহাকে তাড়িয়ে দিবে, হত্যা করবে না।

banglainternet.com

٣٩- بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তির জন্য শিকারের গোশ্‌ত

١٨٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ الْحَارِثُ خَلِيفَةَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الطَّائِفِ فَصَنَعَ لِعُثْمَانَ طَعَامًا فِيهِ مِنَ الْحَجَلِ وَالْيَعَاقِيبِ وَلَحْمِ الْوَحْشِ فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَاءَهُ الرَّسُولُ وَهُوَ يَخْبِطُ الْأَبَاعِرَ لَهُ فَجَاءَ وَهُوَ يَنْفُضُ الْخَبَطَ عَنْ يَدِهِ فَقَالَ لَهُ كُلْ فَقَالُوا أَطْعِمُوهُ قَوْمًا حُلَّالًا فَإِنَّا حُرُمٌ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنْشُدُ اللّٰهَ مَنْ كَانَ هٰهُنَا مِنْ أَشْجَعَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أُهْدِيَ إِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ قَالُوا نَعَمْ.

১৮৪৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর ..... ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। আর হারিস খলীফা উসমান (রা)-এর শাসনামলে তায়েফের গভর্নর ছিলেন। তিনি (হারিস) উসমানের মেহমানদারীর জন্য এক ধরনের খাদ্য প্রস্তুত করেন, যার মধ্যে হুজাল ও ই'আকীব (দু'টি বিশেষ প্রজাতির) পাখীর গোশ্‌তও ছিল এবং আরো ছিল বন্য গাধার গোশ্‌ত। তিনি লোক মারফত আলী (রা)-কেও উক্ত আপ্যায়নে শরীক হওয়ার দাওয়াত পাঠান। সে যখন (আলী (রা)-এর নিকট পৌঁছে তখন তিনি তাঁর উটের জন্য গাছের পাতা পেড়ে জড়ো করছিলেন। আলী (রা) দাওয়াতে হাযির হলে তাঁরা তাঁকে বলেন, খাদ্য গ্রহণ করুন। তিনি বলেন, এটা তাদের খাওয়ান, যারা হালাল অবস্থায় আছে। আর আমি তো ইহ্‌রাম অবস্থায় আছি। অতঃপর আলী (রা) বলেন, এখানে উপস্থিত গোত্রের লোকদের আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, তোমরা কি জানো যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহ্‌রিম অবস্থায় থাকাকালে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর খিদমতে বন্য গাধার গোশ্‌ত পেশ করলে তিনি তা খেতে অসম্মতি প্রকাশ করেন? তখন তাঁরা বলেন, হাঁ।

١٨٥٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ يَا زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أُهْدِيَ إِلَيْهِ عُضْوُ صَيْدٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَقَالَ إِنَّا حُرُمٌ قَالَ نَعَمْ.

১৮৫০। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে যায়িদ ইব্‌ন আরকাম! আপনি কি জানেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সম্মুখে শিকার করা জন্তুর গোশ্‌ত হাদিয়াস্বরূপ পেশ করা হলে তিনি তা গ্রহণ করেননি এবং বলেন, আমি ইহ্‌রাম অবস্থায় আছি। তিনি বলেন, হাঁ।

١٨٥١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْإِسْكَنْدَرَانِيَّ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَنْظُرُ بِمَا أَخَذَ بِهِ أَصْحَابُهُ.

banglainternet.com

১৮৫১। কুতায়বা ইবন সাঈদ ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, স্থলভাগে শিকার করা জন্তুর গোশ্ত তোমাদের জন্য ভক্ষণ করা হালাল, যদি তা তোমরা নিজেরা শিকার না করে থাক অথবা তোমাদের জন্য শিকার না করা হয়।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, মহানবী ﷺ -এর দুটি হাদীসের মধ্যে পরস্পর বিপরীত বক্তব্য থাকলে কোন ব্যক্তির লক্ষ্য করা উচিত, তাঁর সাহাবীগণ কোন হাদীসটি গ্রহণ করেছেন।

١٨٥٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ التَّيْمِىِّ عَنْ نَافِعٍ مَوْلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ اَصْحَابٍ لَّهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَاٰى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوٰى عَلٰى فَرَسِهٖ قَالَ فَسَاَلَ اَصْحَابَهُ اَنْ يُّنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَاَبَوْا فَسَاَلَهُمْ رُمْحَهُ فَاَبَوْا فَاَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَاَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبٰى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا اَدْرَكُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا هِىَ طُعْمَةٌ اَطْعَمَكُمُوْهَا اللّٰهُ تَعَالٰى.

১৮৫২। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ..... আবূ কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সফরসঙ্গী ছিলেন। মক্কার কোন রাস্তায় তিনি তাঁর কতিপয় মুহ্রিম সাহাবীসহ পিছনে পড়ে যান এবং তিনি ছিলেন ইহ্রামমুক্ত। এই সময় তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হন। রাবী বলেন, তাঁর চাবুক পড়ে গেলে তিনি তাঁর সাথীদেরকে তা তুলে দিতে বলেন। কিন্তু তাঁর সাথীরা (মুহ্রিম থাকায় তা তুলে দিতে) অস্বীকার করেন। তখন তিনি তাঁদের নিকট তাঁর বর্শাটি চাইলে তাঁরা তাও দিতে অস্বীকার করেন। অতঃপর তিনি নেমে তা তুলে নেন এবং তদ্বারা জংলী গাধা শিকার করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন কোন সাহাবী উহার গোশ্ত ভক্ষণ করেন এবং কতক তা ভক্ষণ করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মিলিত হলে এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেনঃ বস্তুত এটা একটি খাদ্য, আল্লাহ্ তা'আলা তা তোমাদের ভক্ষণ করিয়েছেন।

٤٠- بَابُ الْجَرَادِ لِلْمُحْرِمِ

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্রিম ব্যক্তির ফড়িং মারা জায়েয কিনা

١٨٥٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا حَمَّادٌ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ جَابَانَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.

১৮৫৩। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন ঃ ফড়িং হল সামুদ্রিক শিকারের অন্তর্ভুক্ত।

banglainternet.com

١٨٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حَبِيْبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ اَبِى الْمِهْزِمِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اَصَبْنَا صِرْمًا مِّنْ جَرَادٍ فَكَانَ رَجُلٌ يَّضْرِبُ بِسَوْطِهٖ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقِيْلَ لَهٗ اِنَّ هٰذَا لَايَصْلُحُ فَذَكَرَ ذَالِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ سَمِعْتُ اَبَا دَاوٗدَ يَقُوْلُ اَبُو الْمِهْزِمِ ضَعِيْفٌ وَالْحَدِيْثَانِ جَمِيْعًا وَهْمٌ.

১৮৫৪। মুসাদ্দাদ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা ফড়িংয়ের একটি দল দেখতে পাই। ইহ্‌রামধারী এক ব্যক্তি তার চাবুক দিয়ে সেগুলো মারতে থাকে। জনৈক ব্যক্তি তাকে বলে, এটা ভাল কাজ নয়। অতঃপর এ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ -এর নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, এটাতো সামুদ্রিক শিকারের অন্তর্ভুক্ত।

٨١- بَابٌ فِى الْفِدْيَةِ

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ ফিদ্‌য়া (ক্ষতিপূরণ)

١٨٥٥ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الطَّحَّانِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِهٖ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ قَدْ اٰذَاكَ هَوَامُّ رَاْسِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِحْلِقْ ثُمَّ اِذْبَحْ شَاةً نُسُكًا اَوْصُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ ثَلٰثَةَ اٰصُعٍ مِّنْ تَمْرٍ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ.

১৮৫৫। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন বাকিয়্যা ..... কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়ার (সন্ধির) কালে তাঁর পাশ দিয়ে গমনকালে তিনি তাঁর মস্তক হতে উকুন ছাড়াতে দেখে বলেন, তোমাকে তোমার মাথার উকুন কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বলেন, হাঁ। নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেন, তুমি তোমার মাথা মুণ্ডন কর অতঃপর একটি বকরী কুরবানী কর অথবা তিন দিন রোযা রাখ অথবা ছয়জন মিস্‌কীনকে তিন সা' খেজুর দাও।

١٨٥٦ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوٗدَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهٗ اِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيْكَةً وَّاِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَاِنْ شِئْتَ فَاَطْعِمْ ثَلٰثَةَ اٰصُعٍ مِّنْ تَمْرٍ لِّسِتَّةِ مَسَاكِيْنَ.

১৮৫৬। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেন, যদি চাও তবে তুমি একটি পশু কুরবানী কর অথবা তিন দিন রোযা রাখ, অথবা ছয়জন মিস্‌কীনকে তিন সা' খেজুর দান কর।

١٨٥٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنّٰى عَنْ دَاوٗدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِهٖ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ قَالَ اَمَعَكَ دَمٌ قَالَ لَا قَالَ فَصُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوْتَصَدَّقْ بِثَلٰثَةِ اٰصُعٍ مِّنْ تَمْرٍ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ بَيْنَ كُلِّ مِسْكِيْنَيْنِ صَاعٌ.

banglainternet.com

১৮৫৭। ইব্নুল মুসান্না ও নাস্র ইব্ন আলী ..... কা'ব ইব্ন উজরা (রা) হতে বর্ণিত। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পাশ দিয়ে গমন করেন- পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেনঃ তোমার সাথে কি সাদ্কা দেওয়ার মত পশু আছে? সে বললো না। তিনি বললেন, তুমি তিনদিন রোযা রাখ, অথবা ছয়জন মিস্কীনকে তিন সা' খেজুর দান কর, প্রতি দুইজন মিসকীন যেন এক সা' পরিমাণ খেজুর পায়।

١٨٥٨ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ اَخْبَرَهُ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكَانَ قَدْ اَصَابَهُ فِىْ رَأْسِهِ اَذًى فَحَلَقَ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُّهْدِىَ هَدْيًا بَقَرَةً ٠

১৮৫৮। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... কা'ব ইব্ন উজরা (রা) হতে বর্ণিত। তাঁর মাথায় উকুনের উপদ্রব দেখা দিলে তিনি স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করেন। নবী করীম ﷺ তাঁকে একটি গাভী কুরবানী করার নির্দেশ দেন।

١٨٥٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبَانُ يَعْنِىْ بْنَ صَالِحٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ اَصَابَنِىْ هَوَامٌّ فِىْ رَأْسِىْ وَاَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتّٰى تَخَوَّفْتُ عَلٰى بَصَرِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ الْاٰيَةَ فَدَعَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِىْ احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوِ اطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ فَرَقًا مِّنْ زَبِيْبٍ اَوِ انْسُكْ شَاةً فَحَلَقْتُ رَأْسِىْ ثُمَّ نَسَكْتُ ٠

১৮৫৯। মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর ..... কা'ব ইব্ন উজরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাথায় উকুনের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। আর আমি তখন হুদায়বিয়ার বছরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। এমনকি আমি আমার দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে শংকিত হয়ে পড়ি। তখন আল্লাহ্-তা'আলা আমার শানে এই আয়াত নাযিল করেন ঃ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا الاية (অর্থ) অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় অথবা তার মাথায় (উকুন ইত্যাদির) কোন কষ্ট থাকে ---- আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ডেকে মাথা মুণ্ডন করতে বলেন এবং তিনদিন রোযা রাখতে বা ছয়জন মিস্কীনকে খেজুর প্রদান করতে অথবা একটা বক্রী কুরবানী করতে নির্দেশ দেন। অতএব, আমি আমার মাথা মুণ্ডন করি এবং একটি বক্রী কুরবানী করি।

٤٢- بَابُ الْاِحْصَارِ

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্রামের পর যদি হজ্জ বা উম্রা করতে অপারগ বা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

١٨٦٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْاَنْصَارِىَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كُسِرَ اَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ فَسَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالاَ صَدَقَ ٠

১৮৬০। মুসাদ্দাদ ..... ইকরামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ ইব্ন 'আমর আনসারী (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ যদি কেউ শত্রুর কারণে বা চলনশক্তি রহিত হওয়ার কারণে

(ইহ্‌রামের পর হজ্জ বা উমরা করতে) অক্ষম হয়, তবে তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ। তবে তাকে পরবর্তী বছর হজ্জ করতে হবে। রাবী ইক্‌রামা বলেন, অতঃপর আমি এ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উভয়ে এর সত্যতা স্বীকার করেন।

١٨٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

১৮৬১। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুতাওয়াক্কিল ..... আল হাজ্জাজ ইব্‌ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি শত্রুর কারণে বা চলনশক্তি রহিত হওয়ার ফলে অথবা রোগের কারণে (ইহ্‌রামের পর হজ্জ করতে অসমর্থ হয়) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٨٦٢ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَاضِرٍ الْحِمْيَرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عَامَ حَاصَرَ أَهْلُ الشَّامِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَبَعَثَ مَعِيَ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِي بِهَدْيٍ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ الشَّامِ مَنَعُونَا أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ نَحَرْتُ الْهَدْيَ مَكَانِي ثُمَّ أَحْلَلْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ خَرَجْتُ لِأَقْضِيَ عُمْرَتِي فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ابْدِلِ الْهَدْيَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ.

১৮৬২। আন-নুফায়লী ..... আবূ মায়মূনা ইব্‌ন মিহ্‌রান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমরার নিয়্যাতে রওনা হই, যে বছর শামের (সিরিয়া) অধিবাসীরা ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে মক্কায় ঘেরাও করে। আমার কাওমের লোকেরা আমার সাথে তাদের কুরবানীর পশুও প্রেরণ করে। অতঃপর আমি শামীদের নিকটবর্তী হলে তারা আমাদেরকে হেরেমের এলাকায় প্রবেশ করতে নিষেধ করে। আমি আমার সঙ্গের কুরবানীর পশু ঐ স্থানেই কুরবানী করি, অতঃপর হালাল হয়ে প্রত্যাবর্তন করি। অতঃপর পরবর্তী বছর আমি আমার উমরা আদায়ের জন্য রওনা হই এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে কুরবানী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি পুনরায় কুরবানী করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে তারা হুদায়বিয়ার বছর যেরূপ পশু কুরবানী করেছিলেন পরবর্তীতে উমরা আদায়ের সময়েও সেরূপে আবার কুরবানী করতে নির্দেশ দেন।

٤٣- بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কায় প্রবেশ

١٨٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ.

১৮৬৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ ..... নাফে' (র) হতে বর্ণিত। ইব্‌ন উমার (রা) মক্কায় এলে তিনি রাত্রিতে যি-তুওয়া নামক স্থানে ভোর পর্যন্ত অবস্থান করতেন। অতঃপর গোসল করে দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করতেন। আর তিনি বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ এরূপ করতেন।

BanglaInternet.com

١٨٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيُّ نَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَابْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى زَادَ الْبَرْمَكِيُّ يَعْنِي ثَنِيَّتَيْ مَكَّةَ ·

১৮৬৪। আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর আল-বারমাকী ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ সানিয়্যাতুল উলইয়া নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং সানিয়্যাতুস সুফলা নামক জায়গা দিয়ে প্রস্থান করতেন। রাবী বারমাকী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, 'মক্কার দু'টি উপত্যকা।'

١٨٦٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ ·

১৮৬৫। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মদীনা হতে (মক্কার উদ্দেশ্যে) রওনাকালে যুল-হুলায়ফার নিকট যে বৃক্ষ আছে সেখান দিয়ে আসতেন এবং ফেরার পথে মু'আররাসের রাস্তায় (যেখানে যুল্-হুলায়ফার মসজিদ অবস্থিত) প্রবেশ করতেন।

١٨٦٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ نَا أَبُو أُسَامَةَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كُدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدًى وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يَدْخُلُ مِنْ كُدًى وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ ·

১৮৬৬। হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর কুদা নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন, যা মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত, আর উমরা পালনের সময় কুদা নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করেন (যা নিম্নভূমিতে অবস্থিত)। উরওয়া (রা) ও এই দু'টি স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন। তবে অধিকাংশ সময় তিনি কুদা দিয়ে প্রবেশ করতেন, যা তাঁর মনযিলের (বাড়ীর) অধিক নিকটবর্তী ছিল।

١٨٦٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا ·

১৮৬৭। ইব্নুল মুসান্না ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মক্কায় উহার উচ্চভূমি দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং নির্গমনের সময় এর নিম্নভূমি দিয়ে বের হতেন।

٤٤- بَابٌ فِي رَفْعِ الْيَدِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফ দৃষ্টিগোচর হলে হাত উত্তোলন করা

١٨٦٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ نَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هٰذَا إِلَّا الْيَهُودَ قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ ·

BanglaInternet.com

১৮৬৮। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন ..... মুহাজির আল্ মাক্কী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে বায়তুল্লাহ্ দৃষ্টিগোচর হলে হাত উত্তোলন করে। জাবির (রা) বলেন, আমি ইয়াহুদীদের ব্যতীত আর কাউকে এরূপ করতে দেখিনি। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে হজ্জ করেছি, কিন্তু তিনি এরূপ করেননি।

١٨٦٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِينٍ نَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ يَعْنِي يَوْمَ الْفَتْحِ ·

১৮৬৯। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মক্কায় প্রবেশ করে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করেন এবং মাকামে ইব্রাহীমের পশ্চাতে দুই রাক'আত নামায আদায় করেন। আর এ দিনটি ছিল মক্কা বিজয়ের দিন।

١٨٧٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ نَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ وَهَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ قَالاَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلاَهُ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَدْعُوهُ قَالَ وَالأَنْصَابُ تَحْتَهُ قَالَ هَاشِمٌ فَدَعَا وَحَمِدَ اللهَ وَدَعَا بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوا ·

১৮৭০। ইব্ন হাম্বল ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনা হতে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন। অতঃপর তিনি মক্কায় প্রবেশ করে হাজরে আস্ওয়াদের নিকটবর্তী হন এবং তাতে চুমু দেন। পরে তিনি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ সম্পন্ন করেন, অতঃপর সাফা ও মারওয়া প্রদক্ষিণ করাকালে তাঁর দৃষ্টি বায়তুল্লাহ্র দিকে পতিত হলেই তিনি দু'আর জন্য হাত উঠাতেন এবং তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা আল্লাহ্র যিক্র ও দু'আয় মগ্ন থাকতেন। এ সময় আনসারগণ তাঁর নিচের দিকে ছিলেন।

٤٥- بَابُ فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্রে আস্ওয়াদে চুমু দেয়া

١٨٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَتَنْفَعُ وَلاَتَضُرُّ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ ·

১৮৭১। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ... উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি হাজরে আস্ওয়াদের নিকটবর্তী হয়ে তাতে চুমু দেন এবং বলেন, তুমি একটি পাথর মাত্র, তোমার মধ্যে উপকার বা ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা নেই। যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তোমায় চুমু দিতে না দেখতাম তবে আমিও তোমায় চুমু দিতাম না।

banglainternet.com

٤٦- بَابُ اِسْتِلاَمِ الأَرْكَانِ

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ বায়তুল্লাহ্‌র রুকনসমূহ (কোণসমূহ) স্পর্শ করা

١٨٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ ·

১৮৭২। আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসি ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কা'বা ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দু'টি কোণ ব্যতীত অন্য কোথাও স্পর্শ করতে দেখিনি।

١٨٧٣ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أُخْبِرَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ أَنَّ الْحِجْرَ بَعْضَهُ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاللهِ إِنِّيْ لاَظُنُّ عَائِشَةَ أَنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِنِّيْ لاَظُنُّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَتْرُكْ اِسْتِلاَمَهُمَا إِلاَّ أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدِ الْبَيْتِ وَلاَطَافَ النَّاسُ وَرَاءَ الْحِجْرِ إِلاَّ لِذَالِكَ ·

১৮৭৩। মাখলাদ ইব্‌ন খালিদ ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে আয়েশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খানায়ে-কা'বার পশ্চিম পার্শ্বস্থ পাথরের কিছু অংশ বায়তুল্লাহ্‌র অন্তর্গত। ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আয়েশা (রা) এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট শুনেছেন, আর আমার আরো বিশ্বাস যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা (রুকনে-শামীগুলো) স্পর্শ করা পরিত্যাগ করেননি, যদিও তা বায়তুল্লাহ্‌র ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। আর লোকেরা হাতীমে কা'বাকে এ কারণেই তাওয়াফ করে থাকেন।

١٨٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَيَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ فِيْ كُلِّ طَوَافِهِ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ ·

১৮৭৪। মুসাদ্দাদ ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেকবার তাওয়াফের সময় হাজরে আস্‌ওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী চুম্বন করতেন। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)ও এরূপ করতেন।

٤٧ - بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফে (যিয়ারত) বাধ্যতামূলক

١٨٧٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ يَعْنِيْ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طَافَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ ·

১৮৭৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটে সাওয়ার হয়ে (বায়তুল্লাহ্‌র) তাওয়াফ করেন এবং রুকনে ইয়ামানীকে তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা (ইশারায়) চুম্বন করেন।

banglainternet.com

١٨٧٦ - حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِيُّ نَا ابْنُ إِسْحٰقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ لَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ طَافَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ فِي يَدِهِ قَالَتْ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ۔

১৮৭৬। মুসাররাফ ইবন 'আমর ..... সাফিয়্যা বিনতে শায়বা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বস্তি লাভের পর উটে আরোহণ করে (বায়তুল্লাহ্) তাওয়াফ করেন। ঐ সময় তিনি হাজরে আসওয়াদকে তাঁর হাতের লাঠির সাহায্যে (ইশারায়) চুম্বন করেন। রাবী (সাফিয়্যা) বলেন, আমি এই দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করেছি।

١٨٧٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ الْمَعْنَى قَالَا نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَعْرُوفٍ يَعْنِي ابْنَ خَرَّبُوذَ الْمَكِّيَّ نَا أَبُو الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ زَادَ مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَطَافَ سَبْعًا عَلَى رَاحِلَتِهِ ۔

১৮৭৭। হারূন ইবন আবদুল্লাহ্ ..... ইব্‌নে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে তাঁর বাহনের উপর সাওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করতে দেখেছি। ঐ সময় তিনি তাঁর হাতের লাঠির সাহায্যে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে তাতে চুমু দেন। রাবী মুহাম্মাদের বর্ণনায় আরো আছে, অতঃপর তিনি সাফা ও মারওয়ায় যান এবং স্বীয় বাহনে উপবিষ্ট অবস্থায় তাতে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন।

١٨٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ ۔

১৮৭৮। আহ্‌মাদ ইবন হাম্বল ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম ﷺ তাঁর বাহনে সাওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ্ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করেন। আর এরূপ তাওয়াফ করার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে লোকেরা তাঁকে দেখতে পায় এবং তাদের জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। কারণ, তখন লোকজনের ভিড় ছিল খুব বেশি।

١٨٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِي فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا أَتٰى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ۔

banglainternet.com

১৮৭৯। মুসাদ্দাদ ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসুস্থ অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। ঐ সময় তিনি স্বীয় বাহনে সাওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। তিনি যখন হাজ্রে আসওয়াদের নিকট আসতেন, তখন তা লাঠির সাহায্যে স্পর্শ করতেন। তাওয়াফ শেষ করে তিনি উট বসান এবং দু'রাক'আত নামায আদায় করেন।

١٨٨٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ شَكَوْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّيْ اَشْتَكِيْ فَقَالَ طُوْفِيْ مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ يُصَلِّيْ اِلٰى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَاُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ ٠

১৮৮০। আল কা'নাবী..... নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আমার অসুখের কথা বললাম। তিনি বলেন, তুমি তোমার সাওয়ারীতে আরোহণ করে সব লোকদের পেছন থেকে তাওয়াফ সম্পন্ন কর। তিনি বলেন, আমি ঐ অবস্থায় (বিদায়ী) তাওয়াফ সম্পন্ন করি। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল্লাহ্র পার্শ্বে (ফজরের) নামাযে রত ছিলেন। নামাযে তিনি তিলাওয়াত করছিলেন সূরা তূর।

٤٨- بَابُ الْاِضْطِبَاعِ فِى الطَّوَافِ

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফের সময় ডান বগলের নিচে দিয়ে, বাম কাঁধের উপর চাদর পেঁচানো

١٨٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ يَعْلٰى عَنْ يَّعْلٰى قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ اَخْضَرَ ٠

১৮৮১। মুহাম্মাদ ইবন কাসীর ..... ইয়া'লা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একটি সবুজ চাদর তাঁর ডান বগলের নিচে দিয়ে তার দু'পাশ বাম কাঁধে পেঁচানো অবস্থায় (বায়তুল্লাহ্) তাওয়াফ সম্পন্ন করেন।

١٨٨٢ - حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسٰى نَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابَهُ اِعْتَمَرُوْا مِنَ الْجِعِرَّانَةِ فَرَمَلُوْا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوْا اَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ اٰبَاطِهِمْ ثُمَّ قَذَفُوْهَا عَلٰى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرٰى ٠

১৮৮২। আবূ সালামা ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ জি'ইররানা নামক স্থান হতে উমরার ইহরাম বাঁধেন এবং দ্রুতপদে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। আর এ সময় তাঁরা নিজেদের চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে বাম কাঁধের উপর পেঁচিয়ে রাখেন।

٤٧- بَابُ فِي الرَّمَلِ

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ রমল[1] করা

١٨٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ نَا أَبُوْ عَاصِمٍ الْغَنَوِيُّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَأَنَّ ذٰلِكَ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوْا أَوْ كَذَبُوْا
قُلْتُ وَمَا صَدَقُوْا وَمَا كَذَبُوْا قَالَ صَدَقُوْا قَدْ رَمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَذَبُوْا لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ
الْحُدَيْبِيَةِ دَعُوْا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتّٰى يَمُوْتُوْا مَوْتَ النَّغَفِ فَلَمَّا صَالَحُوْهُ عَلٰى أَنْ يَجِيْئُوْا مِنَ الْعَامِ
الْمُقْبِلِ فَيُقِيْمُوْا بِمَكَّةَ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُشْرِكُوْنَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
لِأَصْحَابِهِ ارْمُلُوْا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ قُلْتُ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ عَلٰى بَعِيْرٍ وَأَنَّ ذٰلِكَ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوْا وَكَذَبُوْا قُلْتُ مَا صَدَقُوْا وَمَا كَذَبُوْا قَالَ صَدَقُوْا قَدْ طَافَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلٰى بَعِيْرٍ وَكَذَبُوْا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ كَانَ النَّاسُ لَا يَدْفَعُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ
ﷺ وَلَا يَصْرِفُوْنَ عَنْهُ فَطَافَ عَلٰى بَعِيْرٍ لِيَسْمَعُوْا كَلَامَهُ وَلِيَرَوْا مَكَانَهُ وَلَا تَنَالُهُ أَيْدِيْهِمْ .

১৮৮৩। আবূ সালামা মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... আবূ তুফায়েল (র) বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার সম্প্রদায় ধারণা করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাওয়াফের সময় রমল করেছেন, আর তা সুন্নাত। তিনি বলেন, তারা সত্য বলেছে এবং মিথ্যা বলেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কী সত্য বলেছে আর কী মিথ্যা বলেছে? তিনি বলেন, তারা রমলের ব্যাপারে সত্য বলেছে, আর তা সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে মিথ্যা বলেছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় কুরায়শরা বলে, মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের ছেড়ে দাও, যাতে তাঁরা উটের ন্যায় নাকের সংক্রামক ব্যাধিতে মারা যায়। অতঃপর সন্ধি-চুক্তিতে যখন স্থির হয় যে, তারা আগামী বছর মক্কায় আগমন করে তিন দিন অবস্থান করতে পারবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পরবর্তী বছর যখন মক্কায় উপনীত হন, তখন মুশরিকরা কু'আয়কিআন পাহাড়ের নিকট থেকে এলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বলেন, তোমরা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফের সময় তিনবার রমল করবে। এটা মূলত সুন্নাত নয়। (রাবী বলেন) আমি বলি, আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা ধারণা করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করেন তাঁর উটে সাওয়ার হয়ে এবং এটা সুন্নাত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তারা সত্য বলেছে এবং মিথ্যাও। আমি জিজ্ঞাসা করি, তারা কী সত্য এবং কী মিথ্যা বলেছে? তিনি বলেন তারা সত্য বলেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটে আরোহিত অবস্থায় সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করেন। আর মিথ্যা এই যে, তা আসলে সুন্নাত নয়। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, লোকেরা নবীর নিকট যাতায়াত করতে পারছিল না এবং তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারছিল না। এমতাবস্থায় তিনি উটে আরোহণ করে তাওয়াফ সম্পন্ন করেন, যাতে লোকেরা তাঁকে সহজে দেখতে পায়, তাঁর বক্তব্য শুনতে পায় এবং তাদের হাত যাতে তাঁর দিকে সম্প্রসারিত না হয়।

banglainternet.com

১. রমল বলা হয়, ছোট ছোট পদক্ষেপে দু' কাঁধ হেলিয়ে-দুলিয়ে (বীর যোদ্ধার মত) দ্রুত চলা, যাতে কাফিররা মুসলমানদের দৈহিক শক্তি, বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ পায় এবং তাদের শক্তিহীন ও দুর্বল মনে না করতে পারে।

١٨٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا فَاطَّلَعَ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ عَلَى مَا قَالُوا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ رَمَلُوا قَالُوا هَؤُلاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتُمْ إِنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هَؤُلاءِ أَجْلَدُ مِنَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ.

১৮৮৪। মুসাদ্দাদ ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় উপনীত হন উমরাতুল কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে। এই সময় ইয়াসরিবের সংক্রামক জ্বর তাদের দুর্বল করে দিয়েছিল। মক্কার কুরায়শরা বলাবলি করতে থাকে যে, তোমাদের নিকট এমন একটি কাওম আসবে, যারা জ্বরের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্-তা'আলা তাদের এই কথা তাঁর নবী করীম ﷺ -কে জানিয়ে দেন। তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফের সময় তিনবার রমল করার নির্দেশ দেন এবং রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তীস্থানে হেঁটে তাওয়াফ করতে বলেন। (মুশরিকরা) তাঁদেরকে (মুসলিমদেরকে) রমল করতে দেখে বলাবলি করতে থাকে যে, এরা তো তারাই যাদের সম্পর্কে তোমরা বলতে যে, জ্বর তাদেরকে দুর্বল করে ফেলেছে। বরং এরা তো আমাদের চাইতেও শক্তিশালী। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি তাঁদেরকে প্রত্যেক চক্করে (তাওয়াফে) রমল করতে নির্দেশ দেননি, বরং (তিনটি ছাড়া) বাকি চক্কর স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

١٨٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ فِيمَا الرَّمَلانُ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ أَطْأَ اللهُ الإِسْلامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ وَمَعَ ذَلِكَ لاَ نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

১৮৮৫। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... যায়দ ইব্ন আস্লাম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, রমল ও কাঁধ খোলা রাখার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন এবং কাফির ও তাদের কুফরীকে পর্যুদস্ত করেছেন। আর এ কারণেই আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে যা করতাম, তা ত্যাগ করিনি।

١٨٨٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ.

banglainternet.com

১৮৮৬। মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সা'ঈ ও কংকর নিক্ষেপের ব্যবস্থা আল্লাহ্র যিকির কায়েম করার জন্যই।

١٨٨٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اضْطَبَعَ فَاسْتَلَمَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَمَلَ ثَلَثَةَ أَطْوَافٍ وَكَانُوْا إِذَا بَلَغُوْا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَتَغَيَّبُوْا مِنْ قُرَيْشٍ مَشَوْا ثُمَّ يَطْلُعُوْنَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُوْنَ تَقُوْلُ قُرَيْشٌ كَأَنَّهُمُ الْغِزْلَانُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكَانَتْ سُنَّةً •

১৮৮৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন, অতঃপর আল্লাহু আকবার বলেন এবং তাওয়াফের তিন চক্করে রমল করেন। আর তাঁরা যখন রুকনে ইয়ামানীর নিকট পৌঁছতেন এবং কুরায়শদের দৃষ্টি সীমার বাইরে যেতেন, তখন হাঁটতেন। আবার তাঁরা যখন তাদের (মুশরিক) সম্মুখীন হতেন, তখন রমল করতেন। এতদ্দর্শনে কুরায়শগণ বলত এরা তো হরিণের ন্যায়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর এটা সুন্নাত হিসেবে পরিগণিত হয়।

١٨٨٨ – حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوْا مِنَ الْجِعِرَّانَةِ فَرَمَلُوْا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَمَشَوْا أَرْبَعًا •

১৮৮৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ জি'ইর্‌রানা হতে উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফের সময় তিনবার রমল করেন এবং চারবার (আস্তে) হাঁটেন।

١٨٨٩ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ نَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ ذٰلِكَ •

১৮৮৯। আবূ কামিল ..... নাফে' (র) হতে বর্ণিত। ইব্‌ন উমার (রা) হাজরে আসওয়াদ হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করেন এবং বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করেছেন।

٥٠ – بَابُ الدُّعَاءِ فِي الطَّوَافِ

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফের সময় দু'আ করা

١٨٩٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ •

১৮৯০। মুসাদ্দাদ ..... আবদুল্লাহ্ ইবনুস সায়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দু' রুকনের মাঝখানে বলতে শুনেছি ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের কল্যাণ দান করো এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করো।

banglainternet.com

١٨٩١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا يَعْقُوبُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ ·

১৮৯১। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন হজ্জ ও উমরার তাওয়াফ করতেন, প্রথমে মক্কায় আগমনের পর তাওয়াফের তিন চক্করে রমল করতেন এবং বাকি চার চক্করে হাঁটতেন। অতঃপর তিনি দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন।

٥١– بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের পরে তাওয়াফ করা

١٨٩٢ – حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّي أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ·

১৮৯২। ইব্‌নুস সার্‌হ ..... জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা (হে বনী আবদুল মুত্তালিব এবং বনী আবদে মানাফ) কাউকেও কোন সময় এই ঘর (বায়তুল্লাহ্) তাওয়াফ করতে এবং দিন-রাতের যে কোনো সময় এখানে নামায আদায় করতে নিষেধ করো না।

٥٢– بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

৫২. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে কিরান আদায়কারীর তাওয়াফ সম্পর্কে

١٨٩٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلَ ·

১৮৯৩। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ সাফা-মারওয়ার মধ্যে একবারের অধিক তাওয়াফ করেননি এবং এটাই ছিল তাঁর প্রথম তাওয়াফ।

١٨٩٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ لَمْ يَطُوفُوا حَتَّى رَمَوُا الْجَمْرَةَ ·

১৮৯৪। কুতায়বা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে তাঁর সাহাবীগণ কংকর নিক্ষেপের আগে তাওয়াফ করেননি।

١٨٩٥ – حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ أَنَا الشَّافِعِيُّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ

banglainternet.com

قَالَ الشَّافِعِيُّ كَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ وَرُبَّمَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ٠

১৮৯৫। আর-রাবী' ইব্ন সুলায়মান ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেন, তোমার বায়তুল্লাহ্ ও সাফা-মারওয়ার (একবার) তাওয়াফ তোমার হজ্জের সময় ও উমরার জন্য যথেষ্ট।

ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন, সুফইয়ান কোনো সময় আতা হতে, তিনি আয়েশা (রা) হতে এবং কোন সময় কেবল আতা হতে বর্ণনা করতেন যে, নবী করীম ﷺ আয়েশা (রা) কে এরূপ বলেন।

٥٣ - بَابُ الْمُلْتَزَمِ

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুলতাযাম[১]

١٨٩٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ قُلْتُ لَاَلْبَسَنَّ ثِيَابِيْ وَكَانَتْ دَارِيْ عَلَى الطَّرِيْقِ فَلَاَنْظُرَنَّ كَيْفَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ فَرَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَعْبَةِ هُوَ وَاَصْحَابُهُ قَدِ اسْتَلَمُوا الْبَيْتَ مِنَ الْبَابِ اِلَى الْحَطِيْمِ وَقَدْ وَضَعُوْا خُدُوْدَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسْطَهُمْ ٠

১৮৯৬। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা..... আবদুর রহমান ইব্ন সাফওয়ান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয় করেন তখন আমি (মনে মনে) বলি, আমি আমার বস্ত্র পরিধান করব, আর আমার ঘর ছিল রাস্তার পাশে অবস্থিত এবং দেখব যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিরূপ ব্যবহার করেন। আমি আমার ঘর হতে বের হয়ে দেখতে পাই যে, নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কা'বা হতে বের হয়ে বায়তুল্লাহ্ চুমু দেন-এর দরজা ও হাতীমের মধ্যবর্তী স্থানে। তাঁরা তাঁদের চিবুক বায়তুল্লাহ্র উপর স্থাপন করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের মাঝখানে ছিলেন।

١٨٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا الْمُثَنَّى ابْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ اَلَا تَتَعَوَّذُ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ ثُمَّ مَضٰى حَتّٰى اسْتَلَمَ

banglainternet.com

১. খানায়ে কা'বার প্রাচীর, যা এর দরজা ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যে অবস্থিত। এ স্থানকে এজন্য মুলতাযাম বলা হয় যে, হাজীরা যখন প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছা করে তখন বিদায়ী তাওয়াফ এই স্থান হতে করে যা মুস্তাহাব। এটা দু'আ কবূলের স্থান।

الْحَجَرَ وَأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هٰكَذَا وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ ·

১৮৯৭। মুসাদ্দাদ ..... 'আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-এর সাথে তাওয়াফ করি। অতঃপর আমরা খানায়ে কা'বার পশ্চাতে আসি, তখন আমি তাঁকে বলি, আপনি কি (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট) পানাহ্ চাইবেন না? তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোজখের আগুন হতে পানাহ্ চাচ্ছি। অতঃপর তিনি হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতে যান এবং তাতে চুমু দেন। অতঃপর তিনি রুকনে ইয়ামানী ও মুলতাযিমের মাঝখানে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর বুক, চেহারা, দুই হাত ও হাতের তালু স্থাপন করে তা বিস্তৃত করে দেন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এরূপ করতে দেখেছি।

١٨٩٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ نَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ إِنَّهُ كَانَ يَقُوْدُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَيُقِيْمُهُ عِنْدَ الشِّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِيْ يَلِي الْحَجَرَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَيَقُوْلُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَبِئْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ هٰهُنَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ ·

১৮৯৮। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার ইব্ন মায়সারা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন সায়েব (রহ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপবেশন করতেন। আর তিনি (ইব্ন আব্বাস) তাঁকে (বায়তুল্লাহ্র) দেওয়ালের তৃতীয়াংশের (অর্থাৎ মুলতাযামের) নিকট দাঁড় করিয়ে দিতেন, যা হাজরে-আসওয়াদ ও মুলতাযামের নিকট অবস্থিত ছিল। ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে বলেন, আচ্ছা! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি এ স্থানে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন? তিনি (সায়েব) বলেন, হাঁ। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) সেখানে দণ্ডায়মান হন এবং (মুলতাযামের নিকট) নামায আদায় করেন।

٥٤- بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা

١٨٩٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ إِنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَلَّا لَوْ كَانَ كَمَا تَقُوْلُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ أَنْ يَّطَّوَّفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ·

banglainternet.com

১৮৯৯। আল কা'নাবী..... হিশাম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) কে আমার ছেলেবেলায় জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত" সম্পর্কে কিছু বলুন। আমার মনে হয়, যদি কেউ এর তাওয়াফ ত্যাগ করে তবে সে গুনাহ্গার হবে না। আয়েশা (রা) বলেন, এরূপ কখনও নয়। তুমি যেরূপ বলছ, যদি তা-ই হতো তবে আয়াতটি এরূপ হতোঃ তার উপর (হজ্জ ও উমরাকারীর) কোন গুনাহ্ নেই, যদি সে উভয়ের তাওয়াফ না করে। বরং আয়াতটি আনসারদের শানে নাযিল হয়। তারা মানাতের[১] (যিয়ারতের) উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধত। মানাত (মূর্তিটি) ছিল কুদায়দ নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত। তারা (জাহিলিয়াতের যুগে) সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ বর্জন করত। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর তারা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে মহান আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিল করেন ঃ "সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনাবলির অন্যতম।"

١٩٠٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ نَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفٰى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِعْتَمَرَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلّٰى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقِيْلَ لِعَبْدِ اللهِ أَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا ٠

১৯০০। মুসাদ্দাদ ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমরা (কাযা) আদায়ের সময় বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পশ্চাতে দুই রাকা'আত নামায আদায় করেন। আর এই সময় (মক্কার কাফিরদের কষ্ট প্রদান হতে) রক্ষার জন্য, তাঁর সাথে তাঁর সাহাবীগণও ছিলেন। তখন আবদুল্লাহ্কে প্রশ্ন করা হয় যে, এ সময় কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছিলেন? তিনি বলেন, না (কেননা সে সময় তা মূর্তিতে ভরপুর ছিল)।

١٩٠١ – حَدَّثَنَا تَمِيْمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ أَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ أَنَا شَرِيْكٌ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ أَوْفٰى بِهٰذَا الْحَدِيْثِ زَادَ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَسَعٰى بَيْنَهُمَا سَبْعًا ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ ٠

১৯০১। তামীম ইব্নুল মুনতাসির ..... ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস শ্রবণ করেছি। তবে এই বর্ণনায় আছে, অতঃপর তিনি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সা'ঈ করেন এবং পরে স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করেন।

١٩٠٢ – حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ جُمْهَانَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنِّيْ أَرَاكَ تَمْشِيْ وَالنَّاسُ يَسْعَوْنَ قَالَ إِنْ أَمْشِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْشِيْ وَإِنْ أَسْعَ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْعٰى وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ٠

banglainternet.com

১. একটি মূর্তি, যাকে আমর ইব্ন লিহ্য়া সমুদ্রের দিকে স্থাপন করে। অন্য বর্ণনায় আছে, এটা একটি প্রস্তর (মূর্তি) যা হুযায়েল গোত্র স্থাপন করে।

১৯০২। আন-নুফায়লী..... কাসীর ইব্‌ন জুমহান (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) কে সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি আপনাকে হাঁটতে দেখছি, অন্য লোকেরা দৌড়াচ্ছে? তিনি বলেন, আমি যদি হেঁটে থাকি তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে হাঁটতে দেখেছি। আর আমি যদি সা'ঈ করে থাকি তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে সা'ঈ করতে দেখেছি। আমি (এখন) অধিক বৃদ্ধ।

٥٥- بَابُ صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ

৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহানবী ﷺ-এর বিদায় হজ্জের বিবরণ

١٩٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَعُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيَّانِ وَرُبَّمَا زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ الْكَلِمَةِ وَالشَّيْءِ قَالُوْا نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتّٰى انْتَهٰى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَأَهْوٰى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِيْ فَنَزَعَ زِرِّيَ الْأَعْلٰى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا يَا ابْنَ أَخِيْ سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمٰى وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلٰوةِ فَقَامَ فِيْ نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا يَعْنِيْ ثَوْبًا مُلَفَّقًا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلٰى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا مِنْ صِغَرِهَا فَصَلّٰى بِنَا وَرِدَائُهُ إِلٰى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِيْ حَجَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اغْتَسِلِيْ وَاسْتَثْفِرِيْ بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِيْ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ قَالَ جَابِرٌ نَظَرْتُ إِلٰى مَدِّ بَصَرِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ فَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِمِثْلِ الَّذِيْ يُهِلُّوْنَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ

banglainternet.com

قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَنْوِى إِلاَّ الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ فَكَانَ أَبِى يَقُولُ قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ وَعُثْمَانُ وَلاَ أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سُلَيْمَانُ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَبِقُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِىَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ اللهَ وَحَّدَهُ وَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِى بَطْنِ الْوَادِى حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَصَنَعَ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ الطَّوَافِ عَلَى الْمَرْوَةِ وَقَالَ إِنِّى لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ قَصَّرُوا إِلاَّ النَّبِىَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِلأَبَدِ فَشَكَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ فِى الأُخْرَى ثُمَّ قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ هٰكَذَا مَرَّتَيْنِ لاَبَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ قَالَ وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ عَلِيٌّ ذٰلِكَ عَلَيْهَا وَقَالَ مَنْ أَمَرَكِ بِهٰذَا قَالَتْ أَبِى قَالَ وَكَانَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِى الأَمْرِ الَّذِى صَنَعَتْهُ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِى الَّذِى ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّى أَنْكَرْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَبِى أَمَرَنِى بِهٰذَا فَقَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّى أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ فَإِنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ فَلاَ تَحْلِلْ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْىِ الَّذِى قَدِمَ بِهِ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِى أَتَى بِهِ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ مِائَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلاَّ النَّبِىَّ ﷺ

banglainternet.com

وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَوَجَّهُوْا إِلَى مِنًى أَهَلُّوا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعْرٍ فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا أَلاَ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوْعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دِمَاؤُنَا دَمُ قَالَ عُثْمَانُ دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ دَمُ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللهِ وَأَنْتُمْ مَسْئُوْلُوْنَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ ثُمَّ قَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيْلاً حِيْنَ غَابَ الْقُرْصُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ فَدَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى أَنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيْبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى السَّكِيْنَةَ أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِيْنَةَ أَيُّهَا النَّاسُ كُلَّمَا أَتَى جَبَلاً مِنَ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيْلاً حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ قَالَ عُثْمَانُ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اتَّفَقُوْا ثُمَّ

banglainternet.com

اَضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلّٰى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ قَالَ سُلَيْمَانُ بِنِدَاءٍ وَّإِقَامَةٍ ثُمَّ اتَّفَقُوْا ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ عُثْمَانُ وَسُلَيْمَانُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ زَادَ عُثْمَانُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى اَسْفَرَ جِدًّا ثُمَّ دَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ اَبْيَضَ وَسِيْمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِيْنَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلٰى وَجْهِ الْفَضْلِ وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ وَحَوَّلَ رَسُوْلُ ﷺ يَدَهُ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ يَنْظُرُ حَتّٰى اَتٰى مُحَسِّرًا فَحَرَّكَ قَلِيْلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطٰى الَّذِيْ يُخْرِجُكَ اِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى حَتّٰى اَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِيْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِّنْهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذَفِ فَرَمٰى مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلاَثًا وَّسِتِّيْنَ وَاَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ يَقُوْلُ مَا بَقِيَ وَاَشْرَكَهُ فِيْ هَدْيِهِ ثُمَّ اَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِيْ قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَاَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِلَى الْبَيْتِ فَصَلّٰى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ ثُمَّ اَتٰى بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُوْنَ عَلٰى زَمْزَمَ فَقَالَ اِنْزَعُوْا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ اِنْ يَّغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلٰى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوْهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ.

১৯০৩। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী..... জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হ'লাম। আমরা তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার পর তিনি (অন্ধ হওয়ার কারণে আগমনকারীদের সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করেন। আমার নিকট তাঁর প্রশ্নটি সমাপ্ত হওয়ার পর আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন (রা)। এতদশ্রবণে তিনি আমার মাথায় তাঁর হাত বোলান এবং আমার কামীসের (জামার) উপর ও নিম্নাংশ টেনে তাঁর হস্ততালু আমার বুকের উপর স্থাপন করেন। এ সময় আমি যুবক ছিলাম। অতঃপর তিনি (জাবির) বলেন ঃ তোমার জন্য মারহাবা ও খোশ-আমদেদ! হে ভ্রাতুষ্পুত্র তোমার যা ইচ্ছা, আমাকে জিজ্ঞাসা কর। আমি তাঁকে প্রশ্ন করি, আর তিনি ছিলেন অন্ধ। অতঃপর নামাযের সময় উপস্থিত হওয়ায় তিনি (জাবির) জায়নামাযে দণ্ডায়মান হন, এমতাবস্থায় যে, তাঁর কাঁধে ভাঁজ করা চাদর ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। অতঃপর তিনি (ইমাম) আমাদের সাথে নামায আদায় করেন এবং তাঁর বড় চাদর আলনায় সংরক্ষিত ছিল। আমি বললাম, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিদায় হজ্জ সম্পর্কে কিছু বলুন। জাবির (রা) তাঁর হাতের প্রতি ইশারা করেন এবং (দু'হাতের) নয়টি আঙ্গুল বন্ধ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় নয় বছর অবস্থান করেন এবং এই সময় তিনি কোন হজ্জ সম্পন্ন করেননি। অতঃপর (অষ্টম হিজরীতে) মক্কা বিজয়ের পর, দশম হিজরীতে লোকদের নিকট এরূপ ঘোষণা দেয়া হয় ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জে গমন করবেন। এতে মদীনায় অসংখ্য লোকের সমাগম হয়

banglainternet.com

এবং প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইকতিদা করে তাঁর অনুরূপ 'আমল করতে চায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রওনা হলে, আমরাও তাঁর সাথে রওনা হই। অতঃপর আমরা যুল-হুলায়ফাতে উপনীত হই। ঐ সময় আসমা বিনতে উমায়স (রা) মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বাকরকে প্রসব করেন। তখন তিনি (আসমা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ইহ্রামের ব্যাপারে কী করবেন, তা জানার জন্য লোক পাঠান। তিনি বলেন, তুমি (পবিত্রতা হাসিলের জন্য) গোসল কর, কাপড় দ্বারা নিজের লজ্জাস্থান ব্যাণ্ডেজ কর এবং ইহ্রাম বাঁধ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুল-হুলায়ফার মসজিদে দুই রাক'আত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে (কাসওয়ায়) আরোহণ করে বায়দা নামক স্থানে উপস্থিত হন। জাবের (রা) বলেন, আমি তাঁর সম্মুখভাগে, আমার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত কেবল আরোহী ও পদাতিক লোকদের দেখি। তাঁর ডানে, বামে এবং পশ্চাতেও অনুরূপ লোক ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মধ্যে ছিলেন এবং তাঁর নিকট তখনও কুরআন নাযিল হচ্ছিল। আর তিনি এর ব্যাখ্যা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল ছিলেন। আর তিনি যেরূপ 'আমল করছিলেন, আমরাও সেরূপ করছিলাম। অতঃপর তিনি তাল্‌বিয়া পাঠ শুরু করেন, যা তাওহীদ ভিত্তিক ছিল। لبيك اللهم لبيك ..... الخ (অর্থ) "আমি উপস্থিত হে আল্লাহ্! আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত, তোমার কোন শরীক নেই, আমি উপস্থিত, সকল প্রশংসা ও নি'আমত তোমারই এবং সাম্রাজ্য, তোমার কোন শরীক নেই।" আর লোকেরা এ কথার দ্বারা এবং এর অধিক দ্বারাও তাল্‌বিয়া পাঠ করছিল; কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা নিষেধ করেননি। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বীয় তাল্‌বিয়া পাঠ অব্যাহত রাখেন। জাবির (রা) বলেন, আমরা হজ্জের নিয়্যাত করি এবং উমরা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। অতঃপর (যিল-হজ্জের চতুর্থ দিনে) আমরা তাঁর সাথে বায়তুল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হই। তিনি হাজ্‌রে আসওয়াদকে চুম্বন করেন এবং তিনবার রমল ও চারবার হেঁটে (তাওয়াফ) সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি মাকামে ইব্‌রাহীমে উপস্থিত হন এবং বলেন, তোমরা মাকামে ইব্‌রাহীমকে নামাযের স্থানে পরিণত কর। অতঃপর তিনি মাকামে ইব্‌রাহীমের পশ্চাতে দুই রাক'আত নামায আদায় করেন। রাবী (জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ) বলেন, আমার পিতা (মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন) বলতেন, রাবী ইব্ন নুফায়ল ও উসমান বলেন, তিনি নামাযে কী পড়েন তা আমার জানা নেই। তবে সুলায়মান নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দুই রাক'আতের এক রাক'আতে সূরা ইখলাস ও অন্য রাক'আতে সূরা কাফিরূণ পড়বে। অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহ্‌র নিকট আগমন করেন এবং হাজ্‌রে আসওয়াদ চুম্বন করেন। অতঃপর এর দরজা দিয়ে বের হয়ে তিনি সাফার দিকে গমন করেন। তিনি সাফার নিকটবর্তী হয়ে তিলাওয়াত করেন ঃ "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্যতম।" অতঃপর তিনি সাফা হতে সা'ঈ শুরু করেন এবং এর উপর আরোহণ করে বায়তুল্লাহ্ ঘর দেখে বলেন ঃ الله اكبر لا اله الا الله ... الخ অর্থাৎ আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর জন্যই সাম্রাজ্য, আর তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা, তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। এক একক আল্লাহ্ ভিন্ন কোন ইলাহ্ নেই, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ ﷺ -কে সাহায্য করেছেন, এবং তিনি একাই সকল বাহিনীকে পরাভূত করেছেন।" অতঃপর তিনি এর মধ্যে দু'আ করেন এবং তিনবার উক্তরূপ ইরশাদ করেন। অতঃপর তিনি মারওয়ার দিকে গমন করেন এবং দু' পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে রমল করেন। তিনি মারওয়ার উপর আরোহণ করে ঐ সমস্ত 'আমল করেন, যা তিনি সাফা পাহাড়ের উপর উঠে করেছিলেন। অতঃপর তিনি মারওয়ার তাওয়াফ সমাপ্ত করে বলেন, যা আমি পরে অবগত হয়েছি, যদি তা পূর্বে অবগত হতে পারতাম, তবে আমি কুরবানীর পশু অগ্রে প্রেরণ করতাম না এবং একে (হজ্জকে) উমরায় রূপান্তরিত করতাম। আর তোমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু নেই, তারা যেন উমরার পরে হালাল হয়—যাতে তা কেবল উমরা হয়। তখন নবী করীম ﷺ এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত অন্য সমস্ত লোকেরা হালাল হয় এবং তাদের চুল মুণ্ডন বা ছোট করে। তখন সুরাকা ইব্ন জা'আশাম দণ্ডায়মান হয়ে প্রশ্ন

banglainternet.com

করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরূপ ব্যবস্থা (হজ্জের মধ্যে উমরা পালন) কি কেবল এ বছরের জন্য, না সর্বকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর একহাতের অঙ্গুলি অন্য হাতের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বলেন, উমরা হজ্জের মধ্যে এরূপে প্রবেশ করেছে। এরূপ তিনি দু'বার উচ্চারণ করেন। আর তা সর্বকালের জন্য। অতঃপর তিনি (জাবির) বলেন, এ সময় আলী (রা) ইয়ামান হতে তাঁর ও নবী করীম ﷺ -এর কুরবানীর পশুসহ আগমন করেন। ঐ সময় তিনি ফাতিমা (রা) কে হালাল অবস্থায় রঙিন কাপড় পরিহিতা ও সুরমা ব্যবহারকারিণী দেখতে পেয়ে অপছন্দ করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে কে এরূপ করতে বলেছে? তিনি বলেন, আমার পিতা। জাবির (রা) বলেন, আলী (রা), যিনি তখন ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে ফাতিমার কাজে রাগান্বিত হয়ে উপস্থিত হই এবং ঐ সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করি, যা সে আমাকে বলেছিল। আর আমি তার কাজে অসন্তুষ্ট হওয়ার কথা প্রকাশ করায়, "আমার পিতা আমাকে এরূপ করতে বলছে", তা-ও তাঁর কাছে বলি। তিনি বলেন, সে সত্য বলেছে, সে সত্য বলেছে। আচ্ছা, তুমি যখন হজ্জের নিয়্যাত করেছ, তখন কী বলেছ? তিনি বলেন, আমি বলেছি, ইয়া আল্লাহ্! আমি ঐরূপ ইহ্‌রাম বাঁধছি, যেরূপ ইহ্‌রাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেঁধেছেন। তিনি বলেন, আমার সাথে কুরবানীর পশু আছে, কাজেই তুমি আমার মত হালাল হতে পারবে না। জাবির (রা) বলেন, আর কুরবানীর পশু, যা আলী (রা) ইয়ামান হতে সঙ্গে আনেন এবং যা মদীনা হতে নবী করীম ﷺ -এর সাথে এনেছিলেন এর মোট সংখ্যা ছিল একশ'। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ এবং যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল, তারা ব্যতীত অন্য সকলে হালাল হয় এবং তাদের মস্তক মুণ্ডন বা চুল ছোট করে। রাবী (জাবির) বলেন, অতঃপর তারবিয়ার দিন (৮ই যিল-হজ্জ) আসলে, তাঁরা মিনায় গমন করেন এবং হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর বাহনে সাওয়ার হন এবং মিনায় পৌঁছে যোহ্‌র, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায আদায় করেন এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত কিছুক্ষণ সে স্থানে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি তাঁর জন্য একটি পশমী কাপড়ের তাঁবু টানাতে নির্দেশ দেন। তাঁর জন্য নামেরা[১] নামক স্থানে তা টানানো হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে গমন করেন। যাতে কুরায়শরা এরূপ সন্দেহ করতে না পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হারামের নিকটবর্তী স্থান মুযদালিফায় অবস্থান করবেন, (এবং আরাফাতে গমন করবেন না), যেরূপ কুরায়শরা জাহিলিয়াতের যুগে করত। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযদালিফা অতিক্রম করে আরাফাতে পৌঁছান এবং তাঁর জন্য প্রস্তুতকৃত তাঁবু যা নামেরাতে স্থাপন করা হয়, সেখানে উপস্থিত হন। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে তিনি তাঁর বাহন প্রস্তুতের নির্দেশ দেন এবং তাতে আরোহণ করে বাত্‌নে-ওয়াদী[২] নামক স্থানে গমন করেন। অতঃপর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান প্রসংগে বলেন, তোমাদের রক্ত ও সম্পদ (একে অপরের জন্য) হারাম। যেমন হারাম (পবিত্র) তোমাদের আজকের এ দিন, এ মাস ও এ শহর। খবরদার! জাহিলিয়া যুগের সর্বপ্রকার কাজকর্ম (আজ) আমার পায়ের নিচে বাতিল ঘোষিত হ'ল। জাহিলিয়া যুগের রক্ত (প্রতিশোধ গ্রহণ) পরিত্যক্ত হল। আর সর্বপ্রথম আমি আমার পক্ষ হতে (আহ্‌লে-ইসলামের) যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, তাঁর দাবি পরিত্যাগ করলাম। উসমান বলেন, এটা আবূ রাবী'আর রক্ত। আর সুলায়মান বলেন, এটা রাবী'আ ইব্‌নুল হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের খুনের রক্ত। সে (ইব্‌ন রাবী'আ) ছিল বনী সা'আদ গোত্রের একটি শিশুপুত্র, যাকে হুযায়ল গোত্রের লোকেরা হত্যা করে। আর জাহিলিয়া যুগের সুদ প্রথা বাতিল ঘোষিত হ'ল। আর এ প্রসংগে আমি আমাদের প্রাপ্য সুদ, যা আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের সবই বাতিল করলাম। আর তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ, আর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে তোমরা তাদের স্ত্রী-অঙ্গ (ব্যবহার) হালাল করেছ (অর্থাৎ শরী'আতসম্মত পন্থায়

banglainternet.com

১. আরাফাতের নিকটবর্তী একটি পাহাড়।

২. আরাফাতের মধ্যে অবস্থিত একটি স্থানের নাম।

ইজাব-কবূলের দ্বারা তাদের বিবাহ করেছ)। তাদের ওপর তোমাদের হক এই যে, তারা যেন তোমাদের বিছানায় এমন কোন লোককে আসার অনুমতি প্রদান না করে, যাকে সে (স্বামী) অপছন্দ করে। যদি তারা এরূপ করে, তবে তাদের (এ জন্যে) সামান্য প্রহার করবে। আর তোমাদের উপর তাদের উত্তমরূপে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আমি তোমাদের মধ্যে একটি বিশেষ বস্তু রেখে যাচ্ছি। আমার পরে যদি তোমরা তা মজবুতভাবে ধারণ কর, তবে তোমরা কখনও গোমরাহ্ হবে না। আর তা হলো আল্লাহ্র কিতাব। আর তোমাদেরকে (কিয়ামতের দিন) আমার প্রসংগে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তোমরা আমার সম্পর্কে কী বলবে? সাহাবীগণ বলেন, আমরা এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করব যে, আপনি আপনার (রিসালাতের) দায়িত্ব সঠিকভাবে পৌছিয়েছেন, আপনার (আমানতের) হক আদায় করেছেন এবং আপনি আপনার (উম্মাতকে) নসীহত করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর শাহাদাত অঙ্গুলি আকাশের দিকে উত্তোলন করেন এবং পরে লোকদের প্রতি ইশারা করে বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থেকো। হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থেকো! হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থেকো। অতঃপর তিনি বিলাল (রা) কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং যোহরের নামায আদায় করেন। অতঃপর দণ্ডায়মান হয়ে আসরের নামাযও আদায় করেন এবং তিনি এর সাথে অন্য কোন কিছুই (সুন্নাত, নফল ইত্যাদি) করেন নাই। (অর্থাৎ যোহর ও আসরের নামায পরপর আদায় করেন)। অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে সাওয়ার হন এবং আরাফাতে (মূল ভূমিতে) গমন করেন। অতঃপর তিনি তাঁর বাহন উষ্ট্রীকে বড় প্রস্তরের নিকট (যা জাবালে-রহমতের নিকটে অবস্থিত) নিয়ে যান এবং হাব্ল আল মাশাত-কে সম্মুখে রাখেন এবং কিবলামুখী হন। আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে তিনি অবস্থান করেন। অতঃপর সূর্যের লালিমা বিলুপ্ত হওয়ার পর তিনি উসামাকে স্বীয় উষ্ট্রের পশ্চাতে বসিয়ে নেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফাত হতে মুযদালিফায় গমন করেন। ঐ সময় তিনি তাঁর উষ্ট্রের লাগাম নিজের হাতে নেন, যাতে তাঁর (উষ্ট্রের) মাথা, পাদানির নিকট পৌছায়। আর এ সময় তিনি ডান হস্ত দ্বারা ইশারা করে বলেন, শান্ত হও (অর্থাৎ তোমরা এখন শান্তি বা স্বস্তি গ্রহণ কর)। হে জনগণ! তোমরা স্বস্তি গ্রহণ কর। হে লোক সকল! তোমরা শান্তি কবূল কর। অতঃপর তিনি যখন এর কোন পাহাড়ের নিকটবর্তী হন, তখন উষ্ট্রের লাগামকে কিছুটা ঢিল দেন এবং এই অবস্থায় মুযদালিফায় গমন করেন। আর এ স্থানে তিনি মাগরিব ও এশার নামায একই আযান ও দুই ইকামাতের দ্বারা একত্রে আদায় করেন।

রাবী উসমান বলেন, তিনি মাগরিব ও এশার নামায (একত্রে আদায়ের সময়)-এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন তাসবীহ্ পাঠ করেন নাই। অতঃপর সমস্ত রাবী একমত হয়ে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকাল পর্যন্ত নিদ্রা যান। আর ফজরের সময় হওয়ার পর তিনি ফজরের নামায আদায় করেন। রাবী সুলায়মান বলেন, তিনি এক আযান ও একই ইকামাতে তা আদায় করেন। অতঃপর সকল রাবী ঐক্যমতে বর্ণনা করেন যে, অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করে মাশ'আরুল হারামে[১] গমন করেন এবং সেখানে অবতরণ করেন। রাবী উসমান ও সুলায়মান বলেন, এ সময় তিনি কিবলামুখী হন এবং আল্লাহ্ তা'আলার হাম্দ ও তাক্বীর পাঠ করেন। রাবী উসমান একা এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আর তিনি সে স্থানে ততক্ষণ অবস্থান করেন, যতক্ষণ না স্পষ্টরূপে (পূর্বের আকাশ) পরিষ্কার হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা হতে মিনায় গমন করেন। আর এ সময় তাঁর উষ্ট্রের পশ্চাতে ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) ছিলেন। আর ইনি ছিলেন কৃষ্ণ চুল, সুন্দর ও সুশ্রী দেহের অধিকারী যুবক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযদালিফা হতে গমনকালে যখন স্ত্রীলোকদের বাহনের পার্শ্ব দিয়ে গমন করতে থাকেন, তখন ফযল (রা) তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে থাকলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফযলের চেহারায় হস্ত স্থাপন করে তার মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। অতঃপর ফযল (রা) অন্যদিকে মুখ ফিরালে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন।

banglainternet.com

১. একটি স্থানের নাম যা আরাফাতে অবস্থিত।

অতঃপর ফযল আবার তাঁর চেহারা অন্যদিকে ফিরাবার সময় তাঁরা 'মুহাস্সার' [২] নামক স্থানে পৌছান। এ সময় তাঁর উট কিছুটা দ্রুতগামী হয় এবং তা মধ্যবর্তী রাস্তায় গমন করে, যে রাস্তা ছিল জাম্‌রাতুল কুব্‌রায় গমনের পথ। অতঃপর তিনি জাম্‌রার নিকটবর্তী হন, যা বৃক্ষের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। অতঃপর তিনি সে স্থানে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন এবং প্রত্যেকবার কংকর নিক্ষেপের সময় তাক্‌বীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বাত্‌নুল ওয়াদীতে (গমনপূর্বক) কংকর নিক্ষেপ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর স্থানে উপস্থিত হন এবং স্বহস্তে তেষট্টিটি পশু কুরবানী করেন এবং কুরবানীর অবশিষ্ট পশুগুলি আলী (রা) কে কুরবানী করার নির্দেশ দেন। আর তিনি প্রত্যেক কুরবানীর পশুর গোশ্‌ত হতে এক টুক্‌রা গোশ্‌ত তাঁকে দেওয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর তা একটি পাতিলের মধ্যে রান্না করা হয়। তখন তাঁরা সকলে তা ভক্ষণ করেন এবং (তৃপ্তি সহকারে) আহার করেন।

রাবী সুলায়মান বলেন, অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা ঘরে গমন করেন। অতঃপর তিনি মক্কায় যোহরের নামায আদায় করেন। পরে তিনি বনী আবদুল মুত্তালিবদের নিকট গমন করেন, যারা যমযমের নিকট (লোকদের) পানি পান করাচ্ছিল। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে বলেন, তোমরা লোকদেরকে অধিক পানি পান করাতে থাকো। আর আমি যদি লোকদের অত্যধিক ভিড়ের আশংকা না করতাম তবে আমিও তোমাদের সাথে পানি তুলে লোকদের পান করাতাম। অতঃপর তারা তাঁকে এক বালতি যমযমের পানি সরবরাহ করলে তিনি তা হতে কিছু পান করেন।

١٩٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي بْنَ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيثُ أَسْنَدَهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ وَوَافَقَ حَاتِمَ بْنَ إِسْمَعِيلَ عَلَى إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ.

১৯০৪। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা, আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ আরাফাতে একই আযানে এবং দুই ইকামাতে যোহর ও আসরের নামায আদায় করেন এবং তিনি এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন তাসবীহ্ পাঠ করেননি। আর তিনি (মুযদালিফাতে) মাগরিব ও এশার নামায একই আযানে এবং দুই ইকামাতের সাথে আদায় করেন এবং এর মধ্যবর্তী সময়ে কোনরূপ তাসবীহ্ পাঠ করেননি। ইমাম আবূ দাউদ (র) জাবির (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মাগরিব ও এশার নামায একই আযান ও একই ইকামাতে আদায় করেন।

١٩٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نَا جَعْفَرٌ نَا أَبِي عَنْ جَابِرٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ نَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ قَدْ وَقَفْتُ هٰهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَقَالَ قَدْ وَقَفْتُ هٰهُنَا وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.

banglainternet.com

১. মুযদালিফায় অবস্থিত একটি জায়গার নাম।

১৯০৫। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ আমি এ স্থানে কুরবানী করেছি এবং মিনাতেও অবস্থানের সময় কুরবানী করেছি। আর তিনি আরাফাতেও অবস্থান করেন। রাবী (জাবির) বলেন, আমিও এ স্থানে, আরাফাতে ও অন্যান্য স্থানে, (যেখানে নবী করীম ﷺ অবস্থান করতেন) অবস্থান করি। আর তিনি মুযদালিফাতেও অবস্থান করেন। রাবী বলেন, আমিও এ স্থানে এবং অন্যান্য অবস্থানের স্থানে (যেখানে নবী করীম ﷺ অবস্থান করতেন) অবস্থান করি।

١٩٠٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ بِإِسْنَادِهِ زَادَ فَانْحَرُوْا فِيْ رِحَالِكُمْ ·

১৯০৬। মুসাদ্দাদ ..... জা'ফর (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী (হাফস ইব্ন গিয়াস) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তোমরা তোমাদের বাহনে (আরোহণের স্থানে অর্থাৎ মিনায়) কুরবানী করবে।

١٩٠٧ – حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيْثِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى قَالَ فَقَرَأَ فِيْهِمَا بِالتَّوْحِيْدِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَقَالَ فِيْهِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالْكُوْفَةِ قَالَ أَبِيْ هٰذَا الْحَرْفُ لَمْ يَذْكُرْهُ جَابِرٌ فَذَهَبْتُ مُحَرِّشًا وَذَكَرَ قِصَّةَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ·

১৯০৭। ইয়া'কুব ইব্ন ইবরাহীম ..... সূত্রে ও মিলিত সনদে জাবির (রা) হতে বর্ণিত। আর রাবী (ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ) এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর রাবী ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান তাঁর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেন যে, (আল্লাহ্র বাণী) ঃ "আর তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে তোমাদের নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর।" রাবী বলেন, এ স্থানে নামায আদায়ের সময় তিনি সূরা ইখলাস ও সূরা কাফিরূণ পাঠ করেন।

٥٦- بَابُ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ

৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতে অবস্থান

١٩٠٨ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهَا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوْا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُوْنَ بِعَرَفَةَ قَالَتْ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَّأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يَفِيْضَ مِنْهَا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ·

১৯০৮। হান্নাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শরা তাদের ধর্মের অনুসরণ করে মুযদালিফাতে অবস্থান করতো এবং এ-কে বীরত্বের (প্রকাশ) হিসাবে আখ্যায়িত করতো। আর আরবের অন্যান্য সমস্ত লোকেরা আরাফাতে অবস্থান করতো। তিনি (আয়েশা (রা) বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পর, আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে আরাফাতে গমনের এবং সেখানে অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেন এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনেরও নির্দেশ দেন। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "আর তোমরা সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন কর, যে স্থান হতে লোকেরা ফিরে আসে।"

banglainternet.com

٥٧- بَابُ الْخُرُوْجِ إِلَى الْمِنٰى

৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ (মক্কা হতে) মিনায় গমন

١٩٠٩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ الضَّبِّيُّ نَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالْفَجْرَ يَوْمَ الْعَرَفَةِ بِمِنًى.

১৯০৯। যুহায়র ইব্ন হারব ..... ইবন্ আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইয়াওমুত তারবিয়ার[১] যোহরের নামায এবং ইয়াওমুল আরাফার[২] ফজরের নামায মিনায় আদায় করতে হবে।

١٩١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ نَا إِسْحٰقُ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَيْنَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ وَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.

১৯১০। আহ্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম..... আবদুল আযীয ইব্ন রুফাই' (র) বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা) কে বলি, আপনি আমাকে ঐ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করুন, যা আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অবগত হয়েছেন। আর তা হলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়াওমুত তারবীয়াতে যোহরের নামায কোথায় আদায় করেন? তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি মিনাতে ইয়াওমুন নাফারে[৩] আসরের নামায কোথায় আদায় করেন? তিনি বলেন, আব্তাহ্ নামক স্থানে। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা ঐরূপ করবে, যেরূপ তোমাদের নেতৃবৃন্দ করেন।

٥٨- بَابُ الْخُرُوْجِ إِلَى عَرَفَةَ

৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ (মিনা হতে) আরাফাতে গমন

١٩١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَعْقُوْبُ نَا أَبِيْ عَنِ ابْنِ إِسْحٰقَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَدَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ مِنًى حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ صَبِيْحَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتّٰى أَتٰى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِيْ يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ حَتّٰى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلٰوةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ.

১৯১১। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরাফার দিন সকালে ফজরের নামায আদায়ের পর নবী করীম ﷺ মিনা হতে আরাফাত অভিমুখে রওয়ানা হন। অতঃপর তিনি আরাফার সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে নামেরাতে অবস্থান গ্রহণ করেন। আর তা সে স্থান, যেখানে ইমাম আরাফার দিন অবস্থান করেন। অতঃপর যোহরের নামাযের সময় হলে, তিনি একত্রে যোহর ও আসরের নামায আদায় করেন এবং পরে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করেন এবং আরাফার ময়দানে অবস্থানের স্থানে অবস্থান করেন।

---

১. ৮ যিলহজ্জকে ইয়াওমুত তারবীয়া বা মিনায় গমনের দিন বলা হয়।

২. ৯ যিলহজ্জকে ইয়াওমে আরাফাহ বা আরাফাত ময়দানে অবস্থানের দিন বলে।

৩. ১৩ যিলহজ্জকে ইয়াওমুন নাফার বা প্রত্যাবর্তনের দিন বলা হয়।

banglainternet.com

৫৯- بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَةَ

৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য পশ্চিমাকাশে যাওয়ার পর আরাফাতে গমন

১৯১২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكِيعٌ نَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا أَنْ قَتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَيَّةَ سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرُوحُ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ رُحْنَا فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرُوحَ قَالَ قَالُوا لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ قَالَ أَزَاغَتْ قَالُوا لَمْ تَزِغْ قَالَ فَلَمَّا قَالُوا قَدْ زَاغَتِ ارْتَحَلَ ●

১৯১২। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাজ যখন ইব্‌ন যুবায়র (রা) কে হত্যা করে, তখন সে (হাজ্জাজ) তার নিকট জিজ্ঞাসা করে, এই দিনে (আরাফার দিন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন্ সময় (নামাযের জন্য) বের হতেন। তিনি বলেন, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ত, তখন আমরা রওনা হতাম। অতঃপর ইব্‌ন উমার (রা) বের হতে ইচ্ছা করলে (সা'ঈদ) বলেন, তখন তাঁরা (সাথীরা) বলেন, এখনও সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েনি। অতঃপর তিনি (আবার) জিজ্ঞাসা করেন, সূর্য কি পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে? তাঁরা বলেন, না। অতঃপর যখন তাঁরা (সাথীরা) বলেন, এখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে, তখন তিনি (ইব্‌ন উমার) রওনা হন।

৬০- بَابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

৬০. অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতের খুত্‌বা (ভাষণ)

১৯১৩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَفَةَ ●

১৯১৩। হান্নাদ..... যুম্‌রা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, তাঁর পিতা অথবা চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে আরাফাতে মিম্বরের[1] উপর দেখেছি।

১৯১৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْحَيِّ عَنْ أَبِيهِ نُبَيْطٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ أَحْمَرَ يَخْطُبُ ●

১৯১৪। মুসাদ্দাদ ..... সালামা ইব্‌ন নুবাইত (র) তাঁর গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করছেন। তিনি নবী করীম ﷺ কে আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে একটি লাল গাধার উপর সাওয়ার থাকাবস্থায় খুতবা প্রদান করতে দেখেছেন।

---

১. প্রকাশ থাকে যে, নবী করীম (সা)-এর যুগে আরাফাতের ময়দানে ভাষণ দেওয়ার জন্য কোন মিম্বর ছিল না। তিনি তাঁর উষ্ট্রের পৃষ্ঠে সাওয়ার অবস্থায় ভাষণ প্রদান করেন।

banglainternet.com

١٩١٥ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ نَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ قَالَ هَنَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ الْعَدَّاءِ بْنِ هَوْذَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ قَائِمٍ فِي الرِّكَابَيْنِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ وَكِيعٍ كَمَا قَالَ هَنَّادٌ ·

১৯১৫। হান্নাদ ..... আল আদ্দা ইব্ন খালিদ ইবন হাওযা (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরাফাতের দিন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে একটি গাধার উপর উপবিষ্ট অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিতে দেখেছি, যা আল রিকাবীন নামক স্থানে ছিল।

١٩١٦ – حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ نَا عَبْدُ الْمَجِيدِ أَبُو عَمْرٍو عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بِمَعْنَاهُ ·

১৯১৬। আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম মিলিত সনদে আল-আদ্দা ইব্ন খালিদ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦١– بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

৬১. অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতে অবস্থানের স্থান

١٩١٧ – حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ أَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الأَنْصَارِيُّ وَنَحْنُ بِعَرَفَةَ فِي مَكَانٍ يُبَاعِدُهُ عَمْرٌو عَنِ الإِمَامِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَقُولُ لَكُمْ قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ ·

১৯১৭। ইব্ন নুফায়ল ..... ইয়াযীদ ইব্ন শায়বান (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন মিরবা' আল্-আনসারী আমাদের নিকট আগমন করেন, যখন আমরা আরাফাতের ময়দানে এমন স্থানে ছিলাম, যে স্থানটি 'আম্র ইব্ন আবদুল্লাহ্ কর্তৃক আমাদের জন্য নির্ধারিত হওয়ার কারণে আমরা ইমাম হতে দূরে পড়ে গিয়েছিলাম। তখন তিনি বলেন, আমি আপনাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একজন দূত। তিনি বলেছেন, আপনারা এখানে আপনাদের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করুন। কেননা আপনারা ইবরাহীম (আ)-এর যোগ্য উত্তরাধিকারী।

٦٢– بَابُ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

৬২. অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন

١٩١٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ نَا عُبَيْدَةُ نَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ الْمَعْنَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ

banglainternet.com

وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَرَدِيفُهُ أُسَامَةُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا عَادِيَةً حَتَّى أَتَى جَمْعًا زَادَ وَهْبٌ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَّى أَتَى مِنًى.

১৯১৮। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ও ওয়াহ্ব ইব্ন বায়ান..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফাত হতে প্রশান্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁর সাওয়ারীর পশ্চাতে সাওয়ার ছিলেন উসামা ইব্ন যায়িদ। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন ঃ লোক সকল! তোমরা শান্ত হও, কেননা ঘোড়া ও উটকে দ্রুত চালনার মধ্যে কোন সাওয়াব নেই। রাবী বলেন, এরূপ ঘোষণার পর আমি কোন ঘোড়া বা উটকে সহীসদের দু'হাত দ্রুত পরিচালনা করতে দেখিনি। এমতাবস্থায় আমরা মুয্দালিফায় আগমন করি। রাবী ওয়াহ্ব অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, অতঃপর (মুয্দালিফা হতে) মিনায় গমনকালে তাঁর উটের পশ্চাতে ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) সাওয়ার হন। আর ঐ সময়ও তিনি বলেন ঃ হে জনগণ! ঘোড়া বা উটকে দ্রুত চালনার মধ্যে কোন নেকী বা কল্যাণ নেই বরং তোমাদের উচিত এখন শান্ত হওয়া। রাবী (ইব্ন আব্বাস) বলেন, অতঃপর আমি কাউকেই তার দু'হাত দ্রুত পরিচালনা করতে দেখিনি, মিনায় আগমন করা পর্যন্ত।

١٩١٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيثِ زُهَيْرٍ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي كَيْفَ فَعَلْتُمْ أَوْ صَنَعْتُمْ عَشِيَّةً رَدِفْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ فِيهِ النَّاسُ لِلْمَعْرَسِ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاقَتَهُ ثُمَّ بَالَ وَمَا قَالَ أَهْرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ جِدًّا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الصَّلٰوةَ قَالَ الصَّلٰوةُ أَمَامَكَ قَالَ فَرَكِبَ حَتَّى قَدِمْنَا مُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ وَصَلَّى ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ زَادَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ قَالَ رَدِفَهُ الْفَضْلُ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سِبَاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلِي.

১৯১৯। আহ্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... ইব্রাহীম ইব্ন উকবা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে কুরায়ব বলেছেন যে, একদা তিনি উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আমাকে বলুন, আপনারা সেই সন্ধ্যায় কিরূপ করেছিলেন, যেদিন আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পশ্চাতে একই বাহনে সাওয়ার ছিলেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, আমরা সেই ঘাঁটিতে (স্থানে) গমন করি, যেখানে লোকেরা শেষ রাত্রিতে তাদের উট হতে আরামের উদ্দেশ্যে অবতরণ করত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে স্থানে তাঁর উষ্ট্র বসিয়ে পেশাব করেন। আর (উসামা এ স্থানে) পানি প্রবাহের কথা বলেননি। অতঃপর তিনি ওযূর জন্য পানি চান এবং এমনভাবে ওযূ করেন, যা অসম্পূর্ণ ছিল। তখন আমি বলি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নামাযের সময় উপস্থিত (কাজেই আমরা কি নামায আদায়

banglainternet.com

করব?)। তখন জবাবে তিনি বলেন, নামায তোমার সম্মুখে, (অর্থাৎ আজকের দিনের নামায মুযদালিফায় গিয়ে আদায়ের নির্দেশ)। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে সাওয়ার হন এবং মুযদালিফায় গিয়ে হাযির হন। অতঃপর তিনি সেখানে মাগরিবের নামায আদায় করেন। এ সময় লোকেরা তাঁদের উটগুলোকে স্ব-স্ব স্থানে বসায়, কিন্তু তাদের পৃষ্ঠ হতে মালপত্র নামাবার পূর্বেই এশার নামায আদায় করেন। অতঃপর লোকেরা স্ব-স্ব মালপত্র নামায়। রাবী মুহাম্মাদ বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আমি বলি, আপনারা ঐ সময় কিরূপ করেছেন যখন আপনারা সকাল বেলায় উপনীত হন? (অর্থাৎ আপনারা মিনার দিকে রওয়ানা হন)। তখন জবাবে তিনি বলেন, এ সময় তাঁর সাওয়ারীর পশ্চাতে ফযল (রা) সাওয়ার ছিলেন এবং আমি কুরায়শদের সাথে পদব্রজে মিনার দিকে রওয়ানা হই।

١٩٢٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ثُمَّ أَرْدَفَ أُسَامَةَ فَجَعَلَ يَعْنِقُ عَلٰى نَاقَتِهِ وَالنَّاسُ يَضْرِبُوْنَ الْإِبِلَ يَمِيْنًا وَشِمَالاً لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ وَيَقُوْلُ السَّكِيْنَةَ أَيُّهَا النَّاسُ وَدَفَعَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ.

১৯২০। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসামাকে তাঁর বাহনের পশ্চাতে সাওয়ার করিয়ে নেন এবং তাঁর উষ্ট্রে সাওয়ার হয়ে মধ্যগতিতে চলতে থাকেন। আর ঐ সময় লোকেরা তাদের উষ্ট্রকে ডানে ও বামে হাঁকছিলেন। আর তিনি তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে বলছিলেন, হে জনগণ! শান্ত হও। অতঃপর তিনি আরাফাত হতে এমন সময় প্রত্যাবর্তন করেন, যখন সূর্য অস্ত যায়।

١٩٢١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسِيْرُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِيْنَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ قَالَ هِشَامٌ النَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

১৯২১। আল্ কা'নাবী..... হিশাম ইব্ন উরওয়া (রহ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা উসামাকে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, আর ঐ সময় আমি তার কাছে বসা ছিলাম– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় আরাফাত হতে মুযদালিফায় গমনকালে কিরূপে যান? তখন জবাবে তিনি বলেন, তিনি মধ্যম গতিতে ভ্রমণ করেন। অতঃপর তিনি যখন রাস্তা প্রশস্ত পান, তখন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হন। রাবী হিশাম বলেন, মধ্যম গতি হতে দ্রুততর গতিতে চলাকে 'নস' বলে।

١٩٢٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَعْقُوْبُ نَا أَبِيْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ س

১৯২২। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল..... উসামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর উষ্ট্রের পশ্চাতে সাওয়ার ছিলাম (যখন তিনি আরাফাত হতে রওনা হন)। অতঃপর যখন সূর্য অস্ত যায়, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফাত হতে মুযদালিফায় রওনা হন।

banglainternet.com

١٩٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ دَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ قُلْتُ لَهُ الصَّلٰوةَ فَقَالَ الصَّلٰوةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيْرَهُ فِيْ مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ·

১৯২৩। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা..... উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) হতে বর্ণিত। রাবী কুরায়ব তাঁর নিকট হতে শ্রবণ করেছেন যে, তিনি (উসামা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন শা'আব নামক স্থানে পৌঁছান, তখন তিনি তাঁর বাহন হতে অবতরণ করেন এবং পেশাব করেন। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, নামাযের সময় হল কি? জবাবে তিনি বলেন, তোমার নামাযের স্থান সম্মুখে। অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে সাওয়ার হন, আর মুযদালিফায় গমনের পর সাওয়ারী হতে অবতরণ করেন এবং পূর্ণরূপে ওযূ করে মাগরিবের নামায আদায় করেন। অতঃপর সমস্ত লোক তাদের উট্ট স্ব-স্ব স্থানে বসানোর পর তিনি এশার নামায আদায় করেন। আর এ দুই নামাযের (মাগরিব ও এশা) মধ্যবর্তী সময়ে তিনি অন্য কোন নামায আদায় করেননি।

٦٣-بَابُ الصَّلٰوةِ بِجَمْعٍ

৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুযদালিফায়[১] নামায

١٩٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيْعًا ·

১৯২৪। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযদালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন।

١٩٢٥- حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٌ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَحْمَدُ قَالَ وَكِيْعٌ صَلّٰى كُلَّ صَلٰوةٍ بِإِقَامَةٍ ·

১৯২৫। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... ইমাম যুহ্রী (র) হতে হাদীসের সনদে ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন আবূ জি'ব্ ইমাম যুহ্রী (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, প্রতি নামাযের জন্য পৃথক ইকামত প্রদান করা হয়। অতঃপর নবী করীম ﷺ মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন। রাবী আহ্মাদ ও ওকী' বলেন, তিনি উভয় নামায (একত্রে) একই ইকামতে আদায় করেন।

banglainternet.com

১. এ স্থানকে জাম'আ এ কারণে বলা হয় যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আ) বেহেশ্ত হতে অবতরণের পর পুনরায় এখানে মিলিত হন।

١٩٢٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا شَبَابَةُ ح وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنَى نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ ابْنِ حَنْبَلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَمَعْنَاهُ قَالَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَلَمْ يُنَادِ فِي الْأُولٰى وَلَمْ يُسَبِّحْ عَلٰى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا قَالَ مَخْلَدٌ لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ٠

১৯২৬। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা..... হাম্মাদ (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উসমান বলেন, উভয় নামাযের জন্য তিনি একবার ইকামত প্রদানের নির্দেশ দেন। আর তিনি প্রথম নামাযের জন্য আযান দেওয়ার নির্দেশ দেননি। আর উক্ত নামাযদ্বয় আদায়ের পর কোন তাসবীহও পাঠ করেননি। রাবী মুখাল্লাদ (র) বলেন, উক্ত নামাযদ্বয়ের (মাগরিব ও এশা) জন্য কোন আযান দেয়া হয়নি।

١٩٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ مَاهٰذِهِ الصَّلٰوةُ قَالَ صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي هٰذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ٠

১৯২৭। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমরের সাথে (মুযদালিফায়) মাগরিবের নামায তিন রাক'আত এবং এশার নামায দু'রাক'আত আদায় করি। তখন মালিক ইব্ন হারিস (র) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, এ কিরূপ নামায? জবাবে তিনি বলেন, আমি নামাযদ্বয়কে এ স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে একই ইকামতের সাথে আদায় করেছি।

١٩٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا إِسْحٰقُ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَا صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ فَذَكَرَ مَعْنَى ابْنِ كَثِيرٍ ٠

১৯২৮। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক (র) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা ইব্ন উমার (রা)-এর সাথে মুযদালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একই ইকামতে আদায় করেছি।

١٩٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمٰعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا بَلَغْنَا جَمْعًا صَلّٰى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا وَاثْنَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَنَا ابْنُ عُمَرَ هٰكَذَا صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي هٰذَا الْمَكَانِ ٠

১৯২৯। ইব্ন আল-'আলা..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-এর সাথে আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করি। অতঃপর আমরা যখন জাম'আতে[১] (মুযদালিফাতে) পৌঁছাই, তখন তিনি আমাদের সাথে মাগরিবের তিন রাক'আত ও এশার দু'রাক'আত নামায একই ইকামতে আদায় করেন। অতঃপর প্রত্যাবর্তনের সময় ইব্ন উমার (রা) (আমাদিগকে) বলেন, এ স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সাথে এরূপে নামায আদায় করেন।

banglainternet.com

১. এ স্থানকে জাম'আ এ কারণে বলা হয় যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আ) বেহেশ্ত হতে অবতরণের পর পুনরায় এখানে মিলিত হন।

١٩٣٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ رَأَيْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَقَامَ بِجَمْعٍ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلٰثًا ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ صَنَعَ فِيْ هٰذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هٰذَا وَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هٰذَا فِيْ هٰذَا الْمَكَانِ.

১৯৩০। মুসাদ্দাদ..... সালামা ইব্ন কুহায়ল (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) কে মুযদালিফাতে অবস্থান করতে দেখি। অতঃপর তিনি মাগরিবের জন্য তিন রাক'আত এবং এশার জন্য দু'রাক'আত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা)-কে এ স্থানে এরূপে (একই ইকামতে) নামায আদায় করতে দেখেছি। আর তিনি (ইব্ন উমার) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এ স্থানে এরূপ করতে দেখেছি।

١٩٣١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ نَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَقْبَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمْ يَكُنْ يَفْتُرُ مِنَ التَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ حَتّٰى أَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ أَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلّٰى بِنَا الْمَغْرِبَ ثَلٰثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ الصَّلٰوةُ فَصَلّٰى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عِلَاجُ بْنُ عَمْرٍو بِمِثْلِ حَدِيْثِ أَبِيْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقِيْلَ لِابْنِ عُمَرَ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ هٰكَذَا.

১৯৩১। মুসাদ্দাদ..... আশ'আস ইব্ন সুলাইম (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা)-এর সাথে আরাফাত হতে মুযদালিফাতে রওয়ানা হই। আর এ সময় তিনি তাক্বীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহ্লীল পাঠে মশ্গুল থাকাবস্থায় আমরা মুযদালিফাতে পৌছাই। অতঃপর আযান ও ইকামত দেওয়া হয় অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি এক ব্যক্তিকে আযান ও ইকামত প্রদানের জন্য নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে মাগরিবের তিন রাক'আত নামায আদায় করেন এবং পরে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, তোমরা নামায আদায় কর। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে দুই রাক'আত এশার নামায আদায় করেন। পরে তিনি রাত্রির খাবার দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন।

রাবী আশ'আস ইব্ন সুলাইম বলেন, আমার কাছে 'ইলাজ ইব্ন আমর, আমার পিতা হতে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যিনি ইব্ন উমার (রা) হতে এটি বর্ণনা প্রসংগে বলেন, একদা ইব্ন উমর (রা)-কে এতদসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে জবাবে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে এরূপে নামায আদায় করেছি।

١٩٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زِيَادٍ وَأَبَا عَوَانَةَ وَأَبَا مُعَاوِيَةَ حَدَّثُوْهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلّٰى صَلٰوةً إِلَّا لِوَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعٍ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلّٰى صَلٰوةَ الصُّبْحِ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا.

banglainternet.com

১৯৩২। মুসদ্দাদ..... ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কোন নামায এর জন্য নির্ধারিত সময় ব্যতীত আদায় করতে দেখিনি। কিন্তু তিনি মুয্দালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন। আর তিনি আগামী দিনের (কুরবানীর দিনের) ফজরের নামায এর সময় হওয়ার পূর্বে আদায় করেন।

١٩٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ وَوَقَفَ عَلَى قُزَحَ فَقَالَ هٰذَا قُزَحٌ وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ.

১৯৩৩। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মুয্দালিফাতে উষার পর 'কুযাহ্'[১] নামক স্থানে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এটাই 'কুযাহ্' এবং এটাই অবস্থানের স্থান। আর মুয্দালিফার সব স্থানই মাওকিফ[২]। আর আমি এস্থানে ও মিনার সর্বত্র কুরবানী করেছি, যা কুরবানীর স্থান। আর তোমরা তোমাদের কুরবানীর পশুকে মিনায় কুরবানী করবে।

١٩٣٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَقَفْتُ هٰهُنَا بِعَرَفَةَ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هٰهُنَا بِجَمْعٍ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ.

১৯৩৪। মুসাদ্দাদ ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আমি আরাফাতের এ স্থানে অবস্থান করেছি, আর আরাফাতের সবই অবস্থান-স্থল। আর আমি মুয্দালিফার এ স্থানে অবস্থান করেছি, আর এর সবই অবস্থান-স্থল। আর আমি মিনার এ স্থানে কুরবানী করেছি, কাজেই এর সবই কুরবানীর স্থান। আর তোমরা তোমাদের পশুকে এ স্থানে কুরবানী করবে।

١٩٣٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ.

১৯৩৫। আল-হাসান ইব্ন আলী..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আরাফাতের সবই অবস্থান-স্থল আর মিনার সবই কুরবাণীর স্থান এবং সমস্ত মুয্দালিফাই অবস্থান-স্থল আর মক্কার সমস্ত প্রশস্ত রাস্তাই চলাচলের রাস্তা ও কুরবানীর জায়গা।

١٩٣٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ حَتّٰى يَرَوُا الشَّمْسَ عَلٰى ثَبِيرَ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

---

১. মুয্দালিফাতে ইমামের অবস্থানের স্থানকে 'কুযাহ্' বলা হয়।

২. অবস্থানের স্থান।

banglainternet.com

১৯৩৬। ইব্‌ন কাসীর..... আম্‌র ইব্‌ন মায়মূন (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেছেন যে, জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা সূর্যোদয়ের পূর্বে মুয্‌দালিফা হতে প্রত্যাবর্তন করত না, যতক্ষণ না সূর্য 'সাবীর' পর্বতের উপর দেখা যেত। অতঃপর নবী করীম ﷺ উহার বিপরীত করেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই মুয্‌দালিফা হতে প্রত্যাবর্তন করেন।

٦٤- بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ (ভীড়ের কারণে) মুয্‌দালিফা হতে জলদি প্রত্যাবর্তন করা

١٩٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ •

১৯৩৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ ইয়াযীদ ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে বলতে শোনেন। তিনি বলেন, আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, যারা মুয্‌দালিফার রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পূর্বে (অত্যধিক ভিড়ের কারণে) গমন করেছিল, আর অন্যরা ছিলেন তাঁর পরিবারের দুর্বল শ্রেণী, (অর্থাৎ স্ত্রী ও শিশুরা)।

١٩٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَنُ نَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ اللَّطْحُ الضَّرْبُ اللَّيِّنُ •

১৯৩৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বনী আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা মুয্‌দালিফার রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পূর্বে গাধার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক গমন করি। এই সময় তিনি স্বীয় হস্ত দ্বারা আমাদের রানের উপর মৃদু আঘাত করে বলেন, হে আমার প্রিয় সন্তানেরা! সূর্যোদয়ের পূর্বে তোমরা কংকর নিক্ষেপ করবে না। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, 'লাতহা' শব্দের অর্থ হল– মৃদু করাঘাত।

١٩٣٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ نَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بِغَلَسٍ وَيَأْمُرُهُمْ يَعْنِي لَا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ •

১৯৩৯। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পরিবারের দুর্বল শ্রেণীকে (নারী ও শিশু) অন্ধকার থাকতে (মুয্‌দালিফা হতে) পাঠিয়ে দিতেন এবং তাদেরকে এরূপ নির্দেশ দিতেন যে, তাঁরা যেন (মিনায় পৌছে) সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ না করে।

١٩٤٠ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعْنِي عِنْدَهَا •

banglainternet.com

১৯৪০। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ উম্মে সালামাকে কুরবানীর দিনে প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করেন এবং পরে বায়তুল্লাহ্‌য় উপস্থিত হয়ে অতিরিক্ত তাওয়াফ করেন। আর সেই দিনটি ছিল এমন দিন, যেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্ধারিত দিন ছিল, তাঁর সাথে অবস্থান করার।

١٩٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ نَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا رَمَتِ الْجَمْرَةَ قُلْتُ إِنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ قَالَتْ إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هٰذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

১৯৪১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন খাল্লাদ..... আস্‌মা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করি। তিনি আরো বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগেও এরূপ করতাম।

١٩٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ فَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.

১৯৪২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযদালিফা হতে শান্তির সাথে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে (সাথীদেরকে) ছোট প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন এবং ওয়াদী মাহাস্‌সির[১] দ্রুত অতিক্রম করতে বলেন।

٦٥ - بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহান হজ্জের দিন

١٩٤٣ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ نَا الْوَلِيدُ نَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ الْغَازِ نَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوا يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ.

১৯৪৩। মুআম্মাল ইব্‌ন আল ফয্‌ল..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় নহরের দিন[২] তিনটি কংকর নিক্ষেপের স্থানে অবস্থান করেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এটি কোন দিন? তখন জবাবে তারা (সাহাবীগণ) বলেন, এটি নহরের দিন। তখন তিনি বলেন, এটি হাজ্জুল আকবারের (বড় হজ্জের) দিন।

١٩٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ أَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي مَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَالْحَجُّ الأَكْبَرُ الْحَجُّ.

banglainternet.com

১. সেই প্রান্তর যেখানে আবরাহার হস্তিবাহিনী ধ্বংস হয়।
২. ১০ যিলহাজ্জকে ইয়াওমুন্নাহার বা কুরবানীর দিন বলা হয়।

১৯৪৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ফারিস..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাকর (রা) আমাকে এরূপ ঘোষণা দেওয়ার জন্য নহরের দিন মিনায় প্রেরণ করেন যে, এ বছরের পর হতে কোন মুশরিক যেন (এ ঘরের) হজ্জ না করে। আর কেউ যেন আল্লাহ্‌র ঘর উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ না করে। আর হাজ্জুল আকবারের দিন হল নহরের দিন। আর হাজ্জুল আকবর হল হজ্জ।

٦٦. بَابُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ

৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ হারাম বা সম্মানিত মাসসমূহ

١٩٤٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا إِسْمٰعِيْلُ نَا أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ فِيْ حَجَّتِهِ فَقَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ.

১৯৪৫। মুসাদ্দাদ ..... ইব্‌ন আবূ বাক্‌রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নহরের দিন খুত্‌বা প্রদানকালে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার যমীন ও আসমান সৃষ্টির সময় হতে সময় চক্রাকারে ঘুরছে। আর বছর হল বার মাসে। তন্মধ্যে চারটি হারামের মাস[১]। এগুলোর মধ্যে তিনটি পর্যায়ক্রমে এসেছে, যেমন– যিল-কা'আদা, যিল-হাজ্জা ও মুহাররাম, আর চতুর্থ মাসটি হল রজব। আর এটা জুমাদাস সানী ও শা'বানের মধ্যবর্তীতে।

١٩٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ فَيَّاضٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ نَا أَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَسَمَّاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِيْ بَكْرَةَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ.

১৯৪৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ..... আবূ বাকরা (রা) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٧- بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের সুযোগ পায়নি

١٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيْلِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَجَاءَ نَاسٌ أَوْ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَأَمَرُوْا رَجُلًا فَنَادٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

banglainternet.com

১. সম্মানিত মাস, পবিত্র মাস।

كَيْفَ الْحَجُّ فَأَمَرَ رَجُلاً فَنَادَى الْحَجُّ الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَتَمَّ حَجُّهُ أَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلاً خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِى بِذٰلِكَ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ مَهْرَانُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ الْحَجُّ الْحَجُّ مَرَّتَيْنِ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ الْحَجُّ مَرَّةً ·

১৯৪৭। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর..... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়া'মার আদ-দীলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন সময় নবী করীম ﷺ -এর কাছে গমন করি, যখন তিনি আরাফাতে ছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে একজন লোক বা (রাবীর সন্দেহ) নজদের কিছু লোক আগমন করে। তখন তারা তাদের একজনকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। তখন সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করে, হজ্জ কিরূপ? তখন তিনি জনৈক ব্যক্তিকে এতদসম্পর্কে ঘোষণা দিতে বললে, সে বলে, হজ্জ হল, আরাফাতে অবস্থান করা। যে ব্যক্তি (আরাফাতে) মুযদালিফার রাত্রিতে ফজরের নামাযের পূর্বে আসে, সে তার হজ্জ পূর্ণ করে। মিনাতে অবস্থানের দিন হল তিনটি।[১] আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় দিনে (সব কাজ শেষে) জল্‌দি প্রত্যাবর্তন করে, তার কোন গুনাহ্ নেই। আর যে ব্যক্তি বিলম্ব করে, তার উপরও কোন গুনাহ্ নেই। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি প্রথমে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, যে এ খবর সকলকে জানিয়ে দেয়। ইমাম আবূ দাউদ (র) সুফ্ইয়ান (র) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আল্-হাজ্জ, আল্-হাজ্জ শব্দটি দু'বার উচ্চারণ করেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ সুফ্ইয়ান (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হাজ্জ শব্দটি একবার উচ্চারণ করেন।

١٩٤٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ إِسْمٰعِيْلَ نَا عَامِرٌ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ الطَّائِىُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِالْمُوْقِفِ يَعْنِى بِجَمْعٍ قُلْتُ جِئْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ مِنْ جَبَلَىْ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِى وَأَتْعَبْتُ نَفْسِى وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِّىْ مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هٰذِهِ الصَّلٰوةَ وَأَتٰى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذٰلِكَ لَيْلاً أَوْنَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضٰى تَفَثَهُ ·

১৯৪৮। মুসাদ্দাদ ..... উরওয়া ইব্ন মুদার্‌রিস্ আত্-তায়ী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুযদালিফাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গমন করি। তখন আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তায়ে অবস্থিত দু'টি পর্বতের নিকট হতে এসেছি। আমার সাওয়ারী ক্লান্ত হয়ে পড়ছে এবং নিজেও শ্রান্ত হয়েছি। আল্লাহ্র শপথ! আমি এমন কোন পর্বত ছাড়িনি যেখানে আমি অবস্থান করিনি। এমতাবস্থায় আমার হজ্জ সম্পন্ন হয়েছে কি? তখন জবাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের সাথে সকালের (ফজরের) এ নামায প্রাপ্ত হয় এবং পূর্বে আরাফাতে আসে দিনে বা রাতে, সে ব্যক্তি তার হজ্জ পূর্ণ করল এবং সমস্ত করণীয় কাজ সম্পন্ন করল।

banglainternet.com

১. ১১, ১২ ও ১৩ই যিল-হজ্জ এই তিন দিন মিনাতে অবস্থানের সময়।

٦٨- بَابُ النُّزُوْلِ بِمِنًى

৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ মিনায় অবতরণ

١٩٤٩ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ بِمِنًى وَنَزَلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ فَقَالَ لِيَنْزِلَ الْمُهَاجِرُوْنَ هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى مَيْمَنَةَ الْقِبْلَةِ وَالْاَنْصَارُ هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى مَيْسِرَةِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ لِيَنْزِلَ النَّاسُ حَوْلَهُمْ .

১৯৪৯। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... আবদুর রহমান ইব্ন মু'আয (র) নবী করীম ﷺ-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মিনাতে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন এবং তাদের জন্য স্থান নির্ধারিত করে দেন। অতঃপর তিনি বলেন, মুহাজিরগণ এ স্থানে অবস্থান করবে, এই বলে তিনি কিব্লার ডান দিকে ইশারা করেন এবং আনসাররা এ স্থানে বলে তিনি কিব্লার বাম দিকে ইশারা করেন। অতঃপর অন্যান্য লোক এদের চতুর্দিকে অবস্থান করবে।

٦٩- بَابُ اَىِّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ মিনাতে কোন্ দিন খুত্বা দিতে হবে

١٩٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِيْ بَكْرٍ قَالَا رَاَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ بَيْنَ اَوْسَطِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ وَهِيَ خُطْبَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِيْ خَطَبَ بِمِنًى .

১৯৫০। মুহাম্মাদ ইব্ন আল 'আলা ..... ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র) তাঁর পিতা হতে, তিনি বনী বাকরের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে আয়্যামে তাশ্রীকের[১] মধ্যম দিনে (অর্থাৎ ১২ই যিল হজ্জ) খুত্বা প্রদান করতে দেখেছি। আর এ সময় আমরা তাঁর সাওয়ারীর কাছে উপস্থিত ছিলাম। আর তা ছিল সেই খুত্বা যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনাতে পেশ করেন।

١٩٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا اَبُوْ عَامِرٍ نَا رَبِيْعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُصَيْنٍ حَدَّثَتْنِيْ جَدَّتِيْ سَرَّاءُ بِنْتُ نَبْهَانَ وَكَانَتْ رَبَّةَ بَيْتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الرُّؤُسِ فَقَالَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَلَيْسَ اَوْسَطَ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ قَالَ عَمُّ اَبِيْ حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ اَنَّهُ خَطَبَ اَوْسَطَ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ .

banglainternet.com

১. ১১, ১২ ও ১৩ যিল হজ্জকে আয়্যামে তাশ্রীক বলা হয়।

১৯৫১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ------ সার্‌রা বিন্‌ত নায়হান (রহ) হতে বর্ণিত। আর জাহেলিয়াতের যুগে তিনি বুত্‌খানার (মূর্তিঘর) মালিক ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ আমাদিগকে যিল হজ্জের ১২ তারিখে খুত্‌বা প্রদান করেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এটি কোন দিন? জবাবে আমরা বলি, আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূল এ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বলেন, এটা কি আয়ামে তাশ্‌রীকের মধ্যম দিন নয়?

٧٠- بَابُ مَنْ قَالَ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

৭০. অনুচ্ছেদ ঃ যিনি বলেন, কুরবানীর দিন খুত্‌বা প্রদান করেছেন

١٩٥٢ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ نَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ نَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِي الْهَرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى.

১৯৫২। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ..... হারমাস ইব্‌ন যিয়াদ আল্‌ বাহিলী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে মিনাতে কুরবানীর দিন তাঁর কর্তিত কর্ণবিশিষ্ট উষ্ট্রের ওপর উপবিষ্ট অবস্থায় খুতবা প্রদান করতে দেখেছি।

١٩٥٣ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ نَا الْوَلِيدُ نَا ابْنُ جَابِرٍ نَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الْكَلَاعِيُّ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ خُطْبَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.

১৯৫৩। মুআম্মাল ..... আবূ উমামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইয়াওমুন্নাহ্‌রে, মিনাতে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ কে খুত্‌বা দিতে শুনেছি।

٧١- بَابُ أَيِّ وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

৭১. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন কখন খুত্‌বা দিবে

١٩٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الدِّمَشْقِيُّ نَا مَرْوَانُ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ الْمُزَنِيِّ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ عَمْرٍو الْمُزَنِيُّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ.

১৯৫৪। আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন আবদুর রহীম ..... রাফে' ইব্‌ন আমর আল্‌ মাযানী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ কে মিনাতে লোকদের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা প্রদান করতে দেখেছি; দ্বি-প্রহরের নিকটবর্তী সময়ে তাঁর সাদা বেশি কালো কম মিশ্রিত রং-এর খচ্চরের উপর উপবিষ্ট হয়ে। আর এ সময় আলী (রা) তাঁর ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন। তখন লোকদের কিছু দণ্ডায়মান এবং কিছু বসা অবস্থায় ছিল।

banglainternet.com

٧٢- بَابُ مَا يَذْكُرُ الإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ بِمِنًى

৭২. অনুচ্ছেদ ঃ মিনার খুত্‌বাতে ইমাম কী বলবে

١٩٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنًى فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَالَ بِحَصَى الْخَذَفِ ثُمَّ أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَنَزَلُوا مُقَدَّمَ الْمَسْجِدِ وَأَمَرَ الأَنْصَارَ فَنَزَلُوا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذٰلِكَ ٠

১৯৫৫। মুসাদ্দাদ ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন মু'আয আত তায়মী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মিনাতে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুতবা প্রদান করেন। এ সময় আমাদের শ্রবণ শক্তি প্রখর হয় এবং তাঁর বক্তব্য আমরা (স্পষ্টরূপে) শুনতে পাই। এ সময় আমরা আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে ছিলাম। অতঃপর তিনি তাদেরকে হজ্জের আহ্‌কাম সম্পর্কে শিক্ষা দেন এবং কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত পৌঁছান। তিনি তাঁর দু'হাতের শাহাদাত ও বৃদ্ধ অংগুলিকে স্বীয় দু'কান পর্যন্ত উঠান, অতঃপর কংকর নিক্ষেপের নিয়ম প্রদর্শন করেন। অতঃপর তিনি মুহাজিরদেরকে তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে গমন করতে বললে তারা মসজিদের সম্মুখভাগে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং আনসারদেরকে তাদের অবস্থান গ্রহণ করতে বলায় তারা মসজিদের পশ্চাতে আসন গ্রহণ করেন। এদের পর অন্য লোকেরা স্ব-স্ব অবস্থান গ্রহণ করে।

٧٣- بَابُ يَبِيتُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ মিনাতে অবস্থানকালে মক্কায় রাত্রি যাপন

١٩٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي جَرِيرٌ أَوْ أَبُو جَرِيرٍ الشَّكُّ مِنْ يَحْيٰى أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ فَرُّوخٍ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّا نَتَبَايَعُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَيَأْتِي أَحَدُنَا مَكَّةَ فَيَبِيتُ عَلَى الْمَالِ فَقَالَ أَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَاتَ بِمِنًى وَظَلَّ٠

১৯৫৬। আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইব্‌ন খাল্লাদ আল বাহিলী ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন ফাররূখ (র) ইব্‌ন উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আমরা লোকদের মালামাল ক্রয় করি এবং সেগুলো সংরক্ষণের জন্য আমাদের কেউ মক্কাতে রাত্রি যাপন করে (এমতাবস্থায় কী করণীয়)। তখন জবাবে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনাতে রাত্রি যাপন করতেন (মক্কায় নয়), কাজেই এটাই করণীয়।

١٩٥٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ٠

banglainternet.com

১৯৫৭। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট মিনায় অবস্থানের রাত্রিতে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মক্কায় রাত্রিযাপনের জন্য অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন।

٧٤- بَابُ الصَّلٰوةِ بِمِنًى

৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ মিনাতে নামায (কসর করা এবং না করা)

١٩٥٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ وَحَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ حَدَّثَاهُمْ وَحَدِيْثُ أَبِي مُعَاوِيَةَ أَتَمُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ صَلّٰى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعًا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ زَادَ عَنْ حَفْصٍ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِّنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا زَادَ مِنْ هٰهُنَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَلَوَدِدْتُ أَنَّ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَشْيَاخِهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ صَلّٰى أَرْبَعًا قَالَ فَقِيْلَ لَهُ عِبْتَ عَلٰى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا قَالَ الْخِلَافُ شَرٌّ.

১৯৫৮। মুসাদ্দাদ ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) মিনাতে (কসর না করে) চার রাক'আত নামায আদায় করেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি (এ স্থানে) নবী করীম ﷺ -এর সাথে দু'রাক'আত, আবূ বাকর (রা)-এর সাথে দু'রাক'আত, উমার (রা)-এর সাথে দু'রাক'আত এবং উসমান (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে দু' রাক'আত নামায আদায় করি। অতঃপর তিনি তাঁর খিলাফতের শেষ দিকে চার রাক'আত নামায আদায় করেন। অতঃপর রাবী মুসাদ্দাদ আবূ মু'আবিয়া (র) হতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, পরে এ নিয়মের (দু' বা চার রাক'আত আদায়ের) ব্যাপারে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রাবী বলেন, আমি দু'রাক'আতের পরিবর্তে চার রাক'আত আদায় করতে ভালবাসি। রাবী আ'মাশ, মু'আবিয়া ইব্‌ন কুররা হতে, তিনি তাঁর শায়খ হতে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ্ চার রাক'আত আদায় করতেন। রাবী বলেন, অতঃপর তাঁকে বলা হয় ঃ উসমানের অনুরূপ চার রাক'আত আদায় করুন। অতঃপর আমি চার রাক'আত (নামায) আদায় করি। তবে তিনি বলেন, ইমামের বিরোধিতা করা ঠিক নয়।

١٩٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا صَلّٰى بِمِنًى أَرْبَعًا لِأَنَّهُ أَجْمَعَ عَلَى الْإِقَامَةِ بَعْدَ الْحَجِّ.

১৯৫৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল 'আলা ..... ইমাম যুহরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) মিনাতে অবস্থানকালে চার রাক'আত নামায আদায় করেন। আর তা এজন্য যে, তিনি হজ্জের পর মক্কায় অবস্থানের জন্য কৃতসংকল্প ছিলেন।

banglainternet.com

١٩٦٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى اَرْبَعًا لِاَنَّهُ اتَّخَذَهَا وَطَنًا ·

১৯৬০। হান্নাদ ..... ইবরাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় উসমান (রা) চার রাক'আত নামায (মিনাতে) আদায় করেন। কেননা তিনি এটাকে স্বীয় জন্মস্থান হিসাবে পরিগণিত করেন।

١٩٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَمَّا اتَّخَذَ عُثْمَانُ الْاَمْوَالَ بِالطَّائِفِ وَاَرَادَ اَنْ يُقِيْمَ بِهَا صَلَّى اَرْبَعًا قَالَ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ الْاَئِمَّةُ بَعْدَهُ ·

১৯৬১। মুহাম্মাদ ইবন আল-'আলা ..... ইমাম যুহরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) যখন তায়েফবাসীদের নিকট হতে মালসম্পদ গ্রহণ করেন এবং সেখানে অবস্থানের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি চার রাক'আত নামায আদায় করেন। রাবী যুহরী বলেন, পরবর্তীকালে লোকেরা এটাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে।

١٩٦٢ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اَتَمَّ الصَّلٰوةَ بِمِنًى مِنْ اَجْلِ الْاَعْرَابِ لِاَنَّهُمْ كَثُرُوْا يَوْمَئِذٍ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ اَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ اَنَّ الصَّلٰوةَ اَرْبَعٌ ·

১৯৬২। মূসা ইবন ইসমাঈল ..... ইমাম যুহরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইবন আফ্ফান (রা) সে বছর আরবদের অধিক উপস্থিতির কারণে মিনাতে লোকদের সাথে চার রাক'আত নামায আদায় করেন এ উদ্দেশ্যে যে, যাতে তারা জানতে পারে যে, আসলে নামায চার রাক'আত।

٧٥- بَابُ الْقَصْرِ لِاَهْلِ مَكَّةَ

৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কাবাসীদের জন্য কসর বা নামায সংক্ষেপ করা

١٩٦٣ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ وَكَانَتْ اُمُّهُ تَحْتَ عُمَرَ فَوَلَدَتْ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى وَالنَّاسُ اَكْثَرُ مَا كَانُوْا فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ·

১৯৬৩। আন্ নুফায়লী ..... হারিসা ইবন ওয়াহ্ব আল্ খুযা'ঈ (রা) হতে বর্ণিত। তাঁর মাতা ছিলেন উমারের স্ত্রী, তার গর্ভে উবায়দুল্লাহ্ ইবন উমার (রা) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি মিনাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সঙ্গে নামায আদায় করি। আর বিদায় হজ্জের সময় অধিকাংশ লোক আমাদের সাথে (এই স্থানে) দু'রাক'আত নামায আদায় করে (এমনকি মক্কাবাসীরাও)।

٧٦- بَابٌ فِيْ رَمْيِ الْجِمَارِ

৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ কংকর নিক্ষেপ

١٩٦٤ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِيْ زِيَادٍ اَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَرْمِى الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَرَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ يَسْتُرُهُ فَسَاَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَقَالُوْا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَيُّهَا النَّاسُ لَايَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَّ اِذَا رَاَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ٠

১৯৬৪। ইবরাহীম ইবন মাহদী ..... সুলায়মান ইবন 'আমর ইবন আল আহ্ওয়াস তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বাত্নে-ওয়াদী হতে কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। এ সময় তিনি তাঁর সাওয়ারীর উপর ছিলেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাক্বীর ধ্বনি (আল্লাহু আকবার) দিচ্ছিলেন আর তাঁর পশ্চাতে এক ব্যক্তি তাঁকে আড়াল করেছেন। তখন তিনি জনৈক ব্যক্তিকে তাঁর পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তাঁরা বলেন, ইনি ফযল ইবন আব্বাস (রা)। কংকর নিক্ষেপের সময় লোকদের সমাগম অধিক হয়। এতদ্দর্শনে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, হে জনগণ! তোমরা (বড়) কংকর নিক্ষেপ করে একে অপরকে হত্যা করো না। আর তোমরা যখন কংকর নিক্ষেপ করবে, তখন অবশ্যই ছোট ছোট কংকর নিক্ষেপ করবে।

١٩٦٥ - حَدَّثَنَا اَبُوْ ثَوْرٍ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ وَّ وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالاَ نَا عُيَيْنَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ رَاكِبًا وَّ رَاَيْتُ بَيْنَ اَصَابِعِهِ حَصًا فَرَمَى وَرَمَى النَّاسُ ٠

১৯৬৫। আবূ সাওর ইবরাহীম ইবন খালিদ সূত্রে মিলিত সনদে ..... সুলায়মান ইবন 'আমর ইবন আল্-আহ্ওয়াস তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জুমরায়ে আকাবাতে বাহনের উপর সাওয়ার অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। এ সময় আমি তাঁর অংগুলির ফাঁকে কংকর দেখেছি যা তিনি নিক্ষেপ করছিলেন এবং লোকেরাও নিক্ষেপ করছিল।

١٩٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ نَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ بِاِسْنَادِهِ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ زَادَ وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا ٠

১৯৬৬। মুহাম্মাদ ইবন আল-'আলা সূত্রে বর্ণিত। ইয়াযীদ ইবন আবূ যিয়াদ পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী ইবন ইদ্রীস অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, আর তিনি তার নিকট অবস্থান করেননি, (বরং কংকর নিক্ষেপ শেষে প্রত্যাবর্তন করেন)।

banglainternet.com

١٩٦٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْجِمَارَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلٰثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَاشِيًا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ·

১৯৬৭। আল্ কা'নাবী ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি কংকর নিক্ষেপের জন্য কুরবানীর পরে এগার, বারো বা তেরো যিলহজ্জ তারিখে পদব্রজে আসতেন এবং কংকর নিক্ষেপের পর প্রত্যাবর্তন করতেন। অতঃপর তিনি খবর দেন যে, নবী করীম ﷺ এরূপ করতেন।

١٩٦٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَرْمِي عَلٰى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى فَأَمَّا بَعْدُ ذٰلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ·

১৯৬৮। ইব্ন হাম্বল ..... আবূ যুবায়র (র) বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ১০ যিল-হজ্জ তারিখে দ্বি-প্রহরের সময় তাঁর বাহনের উপর সাওয়ার অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। আর ১০ যিলহজ্জের পরে তিনি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পরার পর তা নিক্ষেপ করতেন।

١٩٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَبْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتٰى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمٰى إِمَامُكَ فَارْمِ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ زَوَالَ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا ·

১৯৬৯। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ..... ওবরা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইব্ন উমার (রা)-কে (১০ যিল-হজ্জের পর) কংকর নিক্ষেপ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে বলেন, যখন তোমার ইমাম কংকর নিক্ষেপ করবে, তুমিও তা নিক্ষেপ করবে এবং তাঁকে (বিরোধিতা না করে) অনুসরণ করবে। অতঃপর তিনি (ইব্ন উমার) বলেন, আমরা কংকর নিক্ষেপের জন্য সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার অপেক্ষায় থাকতাম। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর আমরা কংকর নিক্ষেপ করতাম।

١٩٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَعْنٰى قَالَا نَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَفَاضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلٰى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُوْلٰى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيْلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ·

১৯৭০। আলী ইব্ন বাহ্র ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় যুহরের নামায আদায়ের পর দিনের অর্ধাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর অতিরিক্ত তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি মিনাতে গমন করেন এবং সেখানে তাশরীকের দিনগুলো অতিবাহিত করেন। আর তিনি সূর্য

পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর কংকর নিক্ষেপ করেন। নবী করীম ﷺ প্রতি জুম্‌রাতে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ধ্বনি (আল্লাহু আকবার) দেন। আর তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় জুমরাতে কংকর নিক্ষেপের পর দীর্ঘক্ষণ সেখানে অবস্থান করেন এবং কান্নাকাটি করে দু'আ করেন। অতঃপর তৃতীয় জুম্‌রা (জুম্‌রাতুল-আকাবা) সম্পন্ন করে তিনি সেখানে অবস্থান না করে ফিরে আসেন।

١٩٧١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو وَ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى قَالاَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا انْتَهٰى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهِ وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَقَالَ هٰكَذَا رَمَى الَّذِى أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ·

১৯৭১। হাফ্‌স ইব্‌ন আমর ..... ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি (ইব্‌ন মাসঊদ) যখন জুম্‌রাতুল কুব্‌রা (জুম্‌রাতুল-আকাবা) শেষ করতেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহ্‌কে তাঁর বামদিকে এবং মিনাকে তাঁর ডান দিকে রেখে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতেন। অতঃপর তিনি বলতেন, যার উপর সূরা বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ) তিনি এরূপে কংকর নিক্ষেপ করতেন।

١٩٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِى الْبَيْتُوْتَةِ يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُوْنَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ بِيَوْمَيْنِ وَيَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّفْرِ ·

১৯৭২। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাস্‌লামা আল-কা'নাবী ও ইব্‌ন সারহ ..... আবূ বাদ্দাহ্‌ ইব্‌ন আসিম (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ উষ্ট্র পালকদের জন্য মিনাতে কংকর নিক্ষেপের ব্যাপারটি রুখ্‌সাত[১] হিসাবে ধার্য করেন। আর তারা কেবল জুম্‌রাতুল-আকাবা সম্পন্ন করতো। অতঃপর পরের দিন (১১ যিল-হজ্জ) তারা কংকর নিক্ষেপ করতো এবং তারপর দু'দিনে (১২ ও ১৩ যিল-হজ্জে) তারা সর্বশেষ কংকর নিক্ষেপ করতো।

١٩٧٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدِ ابْنَىْ أَبِىْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيْهِمَا عَنْ أَبِى الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوْا يَوْمًا وَيَدَعُوْا يَوْمًا ·

১৯৭৩। মুসাদ্দাদ ..... আবূ বাদ্দাহ্‌ ইব্‌ন আদী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ উষ্ট্র পালকদের জন্য একদিন (১০ যিল-হজ্জে) কংকর নিক্ষেপ করাকে 'রুখ্‌সাত' হিসাবে সাব্যস্ত করেন এবং ১১ যিল-হজ্জে তা নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেন, (বরং এর পরবর্তী দু'দিন, ১২ ও ১৩ তারিখে তা সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দেন)।

١٩٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يَقُوْلُ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا أَدْرِىْ أَرَمَاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ أَوْ بِسَبْعٍ ·

banglainternet.com

১. যা অবশ্য করণীয় নয় এরূপ।

১৯৭৪। আবদুর রহমান ..... কাতাদা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ মাজ্‌লাযকে বলতে শুনেছি যে, একদা আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে কয়টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে তা জিজ্ঞাসা করি। তখন জবাবে তিনি বলেন, আমার সঠিক জানা নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছয়টি কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন, না সাতটি।

١٩٧٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا الْحَجَّاجُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ الْحَجَّاجُ لَمْ يَرَ الزُّهْرِيَّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

১৯৭৫। মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, যখন তোমাদের কেউ জুমরাতুল-আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ সম্পন্ন করে, তখন তার জন্য স্ত্রীসহবাস ব্যতীত আর সবই হালাল হয়ে যায়।

٧٧- بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيْرِ

৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ মস্তক মুণ্ডন ও চুল ছোট করা

١٩٧٦ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ الْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ اللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ.

১৯৭৬। আল-কা'নাবী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন যে, ইয়া আল্লাহ্! আপনি মস্তক মুণ্ডনকারীদের উপর রহম করুন। তখন সাহাবীরা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যারা চুল ছোট করে কাটবে তাদের কী হবে? তখন তিনি বলেন, ইয়া আল্লাহ্ আপনি মস্তক মুণ্ডনকারীদের উপর রহম করুন! তখন তারা (সাহাবীগণ) পুনরায় বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যারা চুল ছোট করে কাটে তাদের জন্য কী? তখন তিনি পূর্বের ন্যায় জবাব প্রদান করেন। অর্থাৎ মাথার চুল ছোট করে কর্তনকারীদের উপরও রহম করুন।

١٩٧٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا يَعْقُوْبُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

১৯৭৭। কুতায়বা ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় স্বীয় মস্তক মোবারক মুণ্ডন করেন।

١٩٧٨ – حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى فَدَعَا بِذَبْحٍ فَذَبَحَ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلاَّقِ فَأَخَذَ

banglainternet.com

بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ فَجَعَلَ يَقْسِمُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ ثُمَّ أَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ ثُمَّ قَالَ هٰهُنَا أَبُو طَلْحَةَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ ·

১৯৭৮। মুহাম্মাদ ইব্ন আল 'আলা ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ১০ যিলহজ্জ জুমরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করেন। অতঃপর তিনি মিনাতে স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তিনি কুরবানী করতে চান এবং কুরবানী করেন। পরে তিনি তাঁর মস্তক মুণ্ডনকারীকে আহ্বান করেন, যিনি তাঁর মাথার ডানপার্শ্বের চুল মুণ্ডন করেন। অতঃপর তিনি তাঁর নিকটবর্তী ব্যক্তিদের মধ্যে ঐ চুল একটি বা দুটি করে বণ্টন করে দেন। অতঃপর মুণ্ডনকারী তাঁর বামপার্শ্বের মস্তক মুণ্ডন করে দেয়। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এখানে কি আবূ তাল্হা (উপস্থিত) আছে? অতঃপর তিনি তা আবূ তাল্হাকে প্রদান করেন।

١٩٧٩ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسْئَلُ يَوْمَ مِنًى فَيَقُولُ لَا حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ قَالَ إِنِّي أَمْسَيْتُ وَلَمْ أَرْمِ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ ·

১৯৭৯। নাস্র ইব্ন আলী ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনাতে অবস্থানকালে নবী করীম ﷺ কে (হজ্জের করণীয় বিষয় আগে-পরে করা সম্পর্কে) কিছু প্রশ্ন করা হয়। তখন জবাবে তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, আমি কুরবানীর পূর্বে মস্তক মুণ্ডন করেছি। জবাবে তিনি বলেন, তুমি কুরবানী (এখন) কর। এতে কোন দোষ নেই। অপর এক ব্যক্তি বলেন, (সূর্যাস্তের পূর্বে) আমি কংকর নিক্ষেপ করতে ভুলে গিয়েছি এবং আমি (এখনও) কংকর নিক্ষেপ করিনি। এতদশ্রবণে তিনি বলেন, তুমি (এখন) কংকর নিক্ষেপ কর এবং এতে কোন দোষ নেই।

١٩٨٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَتْ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عُثْمَانَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ ·

১৯৮০। মুহাম্মাদ ইব্ন আল-হাসান ..... ইব্ন জুরায়জ (র) বলেছেন, আমি সাফিয়্যা বিন্ত শায়বা ইব্ন উসমান হতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমাকে উম্মে উসমান খবর দিয়েছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন স্ত্রীলোকদের জন্য মস্তক মুণ্ডনের প্রয়োজন নেই, বরং (এক আঙুল পরিমাণ চুল) কর্তন করবে।

١٩٨١ – حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْبَغْدَادِيُّ ثِقَةٌ نَاهِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ ·

banglainternet.com

১৯৮১। আবূ ইয়া'কূব ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, স্ত্রীলোকদের জন্য মস্তক মুণ্ডনের দরকার নেই, বরং তারা (এক আঙ্গুল পরিমাণ চুল) কর্তন করবে।

٧٨. بَابُ الْعُمْرَةِ

৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ উমরা

١٩٨٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.

১৯৮২। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জের পূর্বে উমরা আদায় করেন।

١٩٨٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ نَا ابْنُ أَبِي جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاللّٰهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْطَعَ بِذٰلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ فَإِنَّ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا عَفَا الْوَبَرْ وَبَرَأَ الدَّبَرْ وَدَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتّٰى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ.

১৯৮৩। হান্নাদ ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়েশা (রা)-কে যিলহজ্জ মাসে উম্‌রা সম্পন্ন করে তা দিয়ে শির্‌ক যুগের কাজের বিরোধিতা করেন। কেননা কুরায়শের এ গোত্র এবং তাদের ধর্মের অনুসারীরা এরূপ বলত, যখন উটের পিঠের পশম লম্বা হয় এবং তার পৃষ্ঠে ক্ষত হয়, আর সফর মাস আগমন করে, এ সময় যে ব্যক্তি উম্‌রা সম্পন্ন করে, তা হালাল (বৈধ) হয়। আর তারা যিলহজ্জ ও মুহার্‌রাম মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত উমরা সম্পন্ন করাকে হারাম সাব্যস্ত করতো।

١٩٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَنِي رَسُولُ مَرْوَانَ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَتْ كَانَ أَبُو مَعْقِلٍ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَتْ أُمُّ مَعْقِلٍ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَلَيَّ حَجَّةً فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ حَتّٰى دَخَلَا عَلَيْهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيَّ حَجَّةً وَإِنَّ لِأَبِي مَعْقِلٍ بَكْرًا قَالَ أَبُو مَعْقِلٍ صَدَقَتْ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَعْطَاهَا الْبَكْرَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ كَبِرْتُ وَسَقِمْتُ فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِئُ عَنِّي مِنْ حَجَّتِي قَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تُجْزِئُ حَجَّةً.

banglainternet.com

১৯৮৪। আবূ কামিল ..... উম্মে মা'কাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ মা'কাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে হজ্জ সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি হজ্জ শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে উম্মে মা'কাল বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, আমার উপরও হজ্জ ফরয। অতঃপর তারা উভয়ে পদব্রজে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নিশ্চয় আমার জন্য হজ্জ ফরয, আর আমার পিতা মা'কালের রয়েছে একটি যুবক উট। এতদ্শ্রবণে আবূ মা'কাল বলেন, তুমি সত্য বলেছ, কিন্তু আমি এর দ্বারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। (কাজেই কিরূপে এটা তোমাকে প্রদান করব) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, এটা তাকে প্রদান কর, যাতে সে উহার পৃষ্ঠে সাওয়ার হয়ে হজ্জ করতে পারে। তখন তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এমন একজন মহিলা যার বয়স অনেক বেশি এবং রোগাক্রান্ত। কাজেই এমন কোন 'আমল আছে কি যা আমার হজ্জের বিনিময় হতে পারে? তখন জবাবে তিবি বলেন, রমযান মাসের উম্‌রা হজ্জের অনুরূপ হতে পারে।

١٩٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْقَلِ بْنِ أُمِّ مَعْقَلٍ الْأَسَدِيِّ أَسَدِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ مَعْقَلٍ قَالَتْ لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقَلٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَأَصَابَنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبُو مَعْقَلٍ وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ جِئْتُهُ فَقَالَ يَا أُمَّ مَعْقَلٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا قَالَتْ لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقَلٍ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقَلٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قَالَ فَهَلْ لَا خَرَجْتِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَأَمَّا إِذَا فَاتَتْكِ هٰذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ فَكَانَتْ تَقُولُ الْحَجُّ حَجَّةٌ وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةٌ وَقَدْ قَالَ هٰذَا لِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا أَدْرِي أَلِي خَاصَّةً .

১৯৮৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আওফ আত্‌তায়ী ..... উম্মে মা'কাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জ সম্পন্ন করেন, এই সময় আমাদের একটি উট ছিল, যদ্বারা আবূ মা'কাল জিহাদে গমন করতো। এ সময় আমরা রোগগ্রস্ত হই, আবূ মা'কাল মৃত্যুবরণ করে এবং নবী করীম ﷺ বের হন। তিনি তার হজ্জ সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তন করার পর, আমি তাঁর নিকট গমন করলে তিনি বলেন, হে উম্মে মা'কাল! আমাদের সাথে বের হতে কিসে তোমাকে বাধা প্রদান করেছিল? তখন সে বলে, আমরাও হজ্জের নিয়্যাত করেছিলাম। কিন্তু এ সময় আবূ মা'কাল মৃত্যুবরণ করে। এ সময় আমাদের একটি উট ছিল, যদ্বারা আমরা হজ্জ সম্পন্ন করতাম। কিন্তু আবূ মা'কাল আমাকে সেটা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দেয়ার জন্য ওসীয়াত করেন। এতদ্শ্রবণে তিনি বলেন, যদি তুমি এটাকে নিয়ে বের হতে, তবে ভাল হতো; কেননা হজ্জে গমনও আল্লাহ্‌র রাস্তায় গমন সদৃশ। কাজেই আমাদের সাথে এ বছর যখন তুমি হজ্জ করতে পারনি, তখন তুমি রামাযান মাসে উমরা সম্পন্ন করবে, কেননা এটা হজ্জেরই মত। তখন তিনি বলেন, হজ্জ তো হজ্জ, আর উম্‌রা তো উম্‌রা-ই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এরূপ বলেন। আর আমি অবগত নই যে, এটা কি আমার জন্য খাস, নাকি গোটা উম্মতের জন্যও এরূপ নির্দেশ?

banglainternet.com

١٩٨٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحَجَّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِّزَوْجِهَا أَحْجِجْنِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا عِنْدِيْ مَا أَحُجُّكِ عَلَيْهِ قَالَتْ أَحْجِجْنِيْ عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ قَالَ ذَاكِ حَبِيْسٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِيْ تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَإِنَّهَا سَأَلَتْنِيْ الْحَجَّ مَعَكَ قَالَتْ أَحْجِجْنِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ مَا عِنْدِيْ مَا أَحُجُّكِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَحْجِجْنِيْ عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ فَقُلْتُ ذَاكِ حَبِيْسٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَإِنَّهَا أَمَرَتْنِيْ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَّعَكَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِقْرَأْهَا السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَّعِيْ يَعْنِيْ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ ٠

১৯৮৬। মুসাদ্দাদ ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের (বিদায়-হজ্জ) ইচ্ছা পোষণ করলে, জনৈক মহিলা (উম্মে মা'কাল) তার স্বামীকে বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হজ্জে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। তখন জবাবে তিনি (স্বামী) বলেন, আমার নিকট এমন কোন উট নেই, যদ্বারা আমি তোমার হজ্জে গমনের ব্যবস্থা করতে পারি। তখন সেই স্ত্রীলোক বলেন, আমাকে আপনার অমুক উটের দ্বারা হজ্জে প্রেরণের ব্যবস্থা করুন। জবাবে তিনি (স্বামী) বলেন, এটা (উক্ত উট) তো আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের জন্য আবদ্ধ। তখন উক্ত ব্যক্তি (স্বামী) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমার স্ত্রী আপনাকে সালাম বলেছেন। আর তিনি আমার নিকট আপনার সাথে হজ্জে যাওয়ার জন্য বায়না ধরেছেন এবং বলেছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে হজ্জে গমনের ব্যবস্থা করে দিন। তখন আমি তাকে বলেছি, আমার নিকট এমন কিছুই নেই, যদ্বারা আমি তোমাকে হজ্জে পাঠাতে পারি। তখন সে বলেছে, আমাকে আপনার অমুক উষ্ট্রযোগে হজ্জে প্রেরণ করুন। তখন আমি তাকে বলি, এ উটতো আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের জন্য আবদ্ধ অর্থাৎ নির্ধারিত। এতদ্‌শ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমার পক্ষ হতে তাকে সালাম দেবে এবং বলবে, রামাযানের মধ্যে উমরা পালন আমার সাথে হজ্জের (সাওয়াবের) সমতুল্য হবে।

١٩٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ عُمْرَةً فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً فِيْ شَوَّالٍ ٠

১৯৮৭। আবদুল আ'লা ইব্‌ন হাম্মাদ ---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টি উমরা সম্পন্ন করেন, একটি উমরা যিলক্বাদ মাসে এবং অন্যটি শাওয়াল মাসে।

١٩٨٨ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا أَبُوْ إِسْحٰقَ عَنْ مُّجَاهِدٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ كَمْ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدِ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا سِوَى الَّتِيْ قَرَنَهَا بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ ٠

banglainternet.com

১৯৮৮। আন্ নুফায়লী ..... মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইব্ন উমার (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হয়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কতবার উমরা সম্পন্ন করেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, দু'বার। তখন আয়েশা (রা) বলেন, ইব্ন উমার (রা) জানত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের সাথে উমরা সম্পন্ন করা ব্যতীতও তিনবার উমরা করেন।

١٩٨٩ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالثَّانِيَةَ حِيْنَ تَوَاطَؤُا عَلَى عُمْرَةٍ مِنْ قَابِلٍ وَالثَّالِثَةُ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ وَالرَّابِعَةُ الَّتِيْ قَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ ·

১৯৮৯। আন্ নুফায়লী ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জীবনে চারবার উমরা সম্পন্ন করেন। প্রথমত হুদায়বিয়ার (সন্ধির সময়ের) উমরা; দ্বিতীয়ত কুরায়শদের সাথে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী পরবর্তী বছরের উমরা; তৃতীয়ত মক্কা বিজয়ের সময়ে সম্পন্নকৃত উমরা এবং চতুর্থত বিদায় হজ্জের সময় হজ্জে কিরানের সাথে সম্পন্নকৃত উমরা।

١٩٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالاَ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِيْ مَعَ حَجَّتِهِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَتْقَنْتُ مِنْ هٰهُنَا مِنْ هُدْبَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الْوَلِيْدِ وَلَمْ أَضْبِطْهُ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ عُمْرَةً مِنَ الْجِعِرَّانَةِ حَيْثُ قَسَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ ·

১৯৯০। আবুল ওয়ালীদ আত্ তায়ালিসী ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চারবার উমরা আদায় করেন, তন্মধ্যে একটি ব্যতীত, যা হজ্জের সাথে যিলহজ্জ মাসে আদায় করেন, অন্যগুলি যিল্কাদ মাসে সম্পন্ন করেন।

٨٩- بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيْضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتَهِلُّ بِالْحَجِّ هَلْ تَقْضِيْ عُمْرَتَهَا ·

৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন স্ত্রীলোক উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধার পর ঋতুমতী হয়, অতঃপর হজ্জের সময় উপস্থিত হওয়ায় সে তার উমরা পরিত্যাগ করে হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধে, এমতাবস্থায় সে তার উমরার কাযা (আদায়) করবে কিনা

١٩٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ أَرْدِفْ أُخْتَكَ عَائِشَةَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ فَأَهْبَطَتْ بِهَا مِنَ الْأَكَمَةِ فَلْتُحْرِمْ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ ·

banglainternet.com

১৯৯১। আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ ..... হাফ্সা বিন্ত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বাকর (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা আবদুর রহমানকে বলেন, হে আবদুর রহমান! তুমি তোমার ভগ্নি আয়েশাকে তোমার সাওয়ারীর পশ্চাতে আরোহণ করে তানঈম নামক স্থান হতে উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধাও এবং উমরা করাও। অতঃপর তিনি তাঁর (আয়েশার) সাথে আক্মা নামক স্থানে অবতরণ করলে তিনি সে স্থান হতে উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধেন এবং পূর্বে পরিত্যাক্ত উমরার (কাযা) আদায় করেন।

١٩٩٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُزَاحِمٍ بْنِ اَبِىْ مُزَاحِمٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُسَيْدٍ عَنْ مُعَرِّشٍ الْكَعْبِىِّ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْجِعِرَّانَةَ فَجَاءَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَحْرَمَ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلٰى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ حَتّٰى لَقِىَ طَرِيْقَ الْمَدِيْنَةِ فَاَصْبَحَ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ ٠

১৯৯২। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ..... মুহার্রিশ আল্ কা'বী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জি'ইর্রানা নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে সেখানে অবস্থিত মসজিদে গমন করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী সেখানে যত ইচ্ছা নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধেন এবং মক্কায় গমন-পূর্ব রাত্রিতে উমরা সম্পন্ন করে আবার উক্ত স্থানে রাত্রিতেই প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর (পরের দিন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে) তিনি তাঁর বাহনে সাওয়ার হন এবং বাত্নে সারাফ্ নামক স্থান অভিমুখে রওয়ানা হয়ে মদীনার রাস্তায় গিয়ে মিলিত হন। বস্তুত তিনি সকাল পর্যন্ত মক্কাতে রাত্রি জাগরণকারী ছিলেন। (অর্থাৎ এক রাত্রিতেই তিনি উমরার যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করত পুনরায় জি'ইর্রানা নামক স্থানে ফিরে আসেন। আর এতদ্সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ ছিল)।

٨٠- بَابُ الْمَقَامِ فِى الْعُمْرَةِ

৮০. অনুচ্ছেদ ঃ উমরা সম্পাদনকালে মক্কায় অবস্থান

١٩٩٣ – حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيْدٍ نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ اَبَانِ بْنِ صَالِحٍ وَعَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقَامَ فِىْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ثَلَاثًا ٠

১৯৯৩। দাউদ ইব্ন রাশীদ ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাযা উমরা আদায়ের পর (মক্কাতে) তিনদিন অবস্থান করেন।

٨١- بَابُ الْاِفَاضَةِ فِى الْحَجِّ

৮১. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে তাওয়াফে যিয়ারত

١٩٩٤ – حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى يَعْنِىْ رَاجِعًا ٠

banglainternet.com

১৯৯৪। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাওয়াফে ইফাদা (অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারত) দশ যিলহজ্জের দিন সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি (মক্কা হতে) প্রত্যাবর্তন করে মিনাতে যোহরের নামায আদায় করেন।

١٩٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالاَ نَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ نَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ وَعَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ لَيْلَتِيَ الَّتِيْ يَصِيْرُ إِلَيَّ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ فَصَارَ إِلَيَّ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَلِ أَبِيْ أُمَيَّةَ مُتَقَمِّصَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِوَهْبٍ هَلْ أَفَضْتَ أَبَا عَبْدِ اللهِ قَالَ لاَ وَاللهِ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْزِعْ عَنْكَ الْقَمِيْصَ قَالَ فَنَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيْصَهُ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ وَلِمَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا يَعْنِيْ مِنْ كُلِّ مَا حَرُمْتُمْ مِنْهُ إِلاَّ النِّسَاءَ فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوْفُوْا هٰذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ مُحْرِمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوْا الْجَمْرَةَ حَتّٰى تَطُوْفُوْا بِهِ.

১৯৯৫। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পালার রাত্রিটি ছিল ইয়াওমুন্-নাহ্রের (১০ যিলহজ্জের) শেষের রাত্রি, তিনি আমার নিকট আসতেন। অতঃপর তিনি আমার নিকট আগমন করেন। আর এই সময় আমার নিকট ওয়াহ্ব ইব্ন যুম'আ এবং তার সাথে আবূ উমাইয়্যা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি উভয়েই জামা পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়াহ্বকে বলেন, হে আবূ আবদুল্লাহ্! তুমি কি তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করেছ? তখন জবাবে সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র শপথ, না। তখন তিনি বলেন, তুমি তোমার শরীর হতে জামা খুলে ফেল। রাবী বলেন, তখন তিনি তার দেহ হতে জামাটি মাথার দিক দিয়ে খুলে ফেলেন এবং তাঁর সাথীও একইরূপে জামা খুলে ফেলে। তখন তিনি (ওয়াহ্ব) জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেন এরূপ করব? তখন জবাবে তিনি বলেন, এ দিনটিতে তোমাদের জন্য অবসর দেয়া হয়েছে, কাজেই যখন তোমরা কংকর নিক্ষেপের কাজ সমাপ্ত করবে, তখন তোমাদের জন্য স্ত্রীসহবাস ব্যতীত আর সমস্ত কাজই হালাল (বৈধ) হবে। অতঃপর যখন তোমরা রাত্রিতে প্রবেশ করবে, এই গৃহের তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করার পূর্বে তখন তোমরা মুহ্রিম ব্যক্তির ন্যায় হবে; তোমাদের কংকর নিক্ষেপের পূর্বে, যতক্ষণ না তোমরা ঐ তাওয়াফ সম্পন্ন কর।

١٩٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَّرَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ.

banglainternet.com

১৯৯৬। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ..... আয়েশা ও ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, নবী করীম ﷺ ইয়াওমুন্নাহ্রের দিন তাওয়াফকে রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করেন।

١٩٩٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ مِنَ السَّبْعِ الَّذِى أَفَاضَ فِيهِ ·

১৯৯৭। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাওয়াফে ইফাদাতে যে সাতবার তাওয়াফ করেন, সেখানে রামল[১] করেননি।

٨٢- بَابُ الْوَدَاعِ

৮২. অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফে আল্ বিদা'[১]

١٩٩٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ نَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِى كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَيَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ·

১৯৯৮। নাস্‌র ইব্‌ন আলী ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমনের পর তার হুকুম আহ্‌কাম সমাপনান্তে তাওয়াফে যিয়ারতের পর) প্রত্যাবর্তন করতো। তখন নবী করীম ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন শেষবারের মত তাওয়াফ না করে (অর্থাৎ তাওয়াফে বিদা') প্রত্যাবর্তন না করে।

٨٣- بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী মহিলা যদি তাওয়াফে আল্ বিদার পূর্বে তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করে বের হয়

١٩٩٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ فَقِيلَ إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ فَقَالَ فَلاَ إِذًا ·

১৯৯৯। আল কা'নাবী ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়ায়্যে (রা)-এর কথা জিজ্ঞাসা করেন (অর্থাৎ তিনি তাঁর সংগ লাভের ইরাদা করেন)। তখন তাকে বলা হয়, তিনি ঋতুমতী। এতদ্‌শ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, সম্ভবত সে আমাদের আবদ্ধ করে ফেলেছে (অর্থাৎ তিনি তাওয়াফে যিয়ারত না করা পর্যন্ত আমরা মদীনায় ফিরতে পারব না)। তখন তাঁরা (অন্যান্য স্ত্রীগণ) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করেছেন। এতদ্‌শ্রবণে তিনি বলেন, তবে তো এখনই (আমরা মদীনাতে প্রত্যাবর্তন করতে পারি এবং তার জন্য আর বিদায়ী তাওয়াফের প্রয়োজন নেই)।

---

১. বীরত্বের সাথে দ্রুত গমন।

১. বিদায়ী তাওয়াফ বা শেষ তাওয়াফ।

banglainternet.com

٢٠٠٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ أَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ تَحِيْضُ قَالَ لِيَكُنْ أٰخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ كَذٰلِكَ أَفْتَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتَنِيْ عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِكَيْمَا أُخَالِفَ •

২০০০। আম্‌র ইব্‌ন আওন ..... হারিস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আওস (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হই এবং জনৈক মহিলা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, যে ১০ যিল-হজ্জ (তাওয়াফে ইফাদা) সম্পন্ন করার পর ঋতুমতী হয়। তখন তিনি বলেন, তার জন্য এটা ওয়াজিব যে, সে যেন তাওয়াফে বিদা' সম্পন্ন না করা পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন না করে। রাবী (ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুর রহমান) বলেন, রাবী হারিসও এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এতদ্‌সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে এরূপ ফাত্‌ওয়া প্রদান করেন। রাবী (ওয়ালীদ) বলেন, তখন উমার (রা) বলেন, তোমার দু'হস্ত কর্তিত হোক বা ধুলায় ধূসরিত হোক! তুমি আমাকে এমন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ, যে সম্পর্কে (ইতিপূর্বে) আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যাতে তাঁর মতের বিপরীত কিছু না হয়।

٨٤- بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিদায়ী তাওয়াফ

٢٠٠١ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَفْلَحَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيْمِ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِيْ وَانْتَظَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْأَبْطَحِ حَتّٰى فَرَغْتُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيْلِ قَالَتْ وَأَتٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ خَرَجَ •

২০০১। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন বাকিয়্যা ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমরার জন্য তানঈম নামক স্থান হতে ইহ্‌রাম বাঁধি। অতঃপর আমি (মক্কায়) প্রবেশ করে উমরা সম্পন্ন করি। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার জন্য আব্‌তাহ্ নামক স্থানে অপেক্ষায় ছিলেন। অতঃপর আমি উমরা সম্পন্ন করে ফেললে তিনি লোকদেরকে (মদীনার দিকে) গমনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল্লাহ্ গমন করেন এবং বিদায়ী তাওয়াফ সম্পাদন করে (মদীনার উদ্দেশ্যে) রওনা হন।

٢٠٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ نَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَهُ تَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّفْرِ الْاٰخِرِ فَنَزَلَ الْمُحَصَّبَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَتْ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرٍ فَأَذَّنَ فِيْ أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيْلِ فَارْتَحَلَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَطَافَ بِهِ حِيْنَ خَرَجَ ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ •

banglainternet.com

২০০২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর সাথে যিলহজ্জের তেরো তারিখে রওনা হই। অতঃপর তিনি আল্ মুহাস্‌সার নামক স্থানে অবতরণ করেন। পরে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাবী বলেন, অতঃপর আমি আমার উমরা সম্পন্ন করে তাঁর নিকট শেষ রাত্রিতে আগমন করি তখন তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে গমনের জন্য প্রস্তুত হতে ঘোষণা দেন এবং তারা মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। অতঃপর তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে বায়তুল্লাহ্‌য় গমন করেন এবং মদীনার দিকে রওনা হওয়ার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। পরে তিনি মদীনা অভিমুখে রওনা হন।

٢٠٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِيْنٍ نَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ يَزِيْدَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ طَارِقٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اُمِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا جَازَ مَكَانًا مِّنْ دَارٍ يَعْلَى نَسَبَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا ٠

২০০৩। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন তারিক (র) তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ইয়ালার গৃহের নিকট দিয়ে গমন করেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'আ করেন।

٨٥- بَابُ التَّحْصِيْبِ

৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুহাস্‌সাবে অবতরণ

٢٠٠٤ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُحَصَّبَ لِيَكُوْنَ اَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْهُ ٠

২০০৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়াদী মুহাস্‌সাব নামক স্থানে এজন্যই অবতরণ করেছিলেন, যাতে মদীনা অভিমুখে রওনা হওয়া সহজ হয়। আর এ স্থানে অবতরণ করা সুন্নাত নয়। কাজেই যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, এখানে অবতরণ করতে পারে। আর যে ব্যক্তি চায়, এখানে অবতরণ না করতেও পারে।

٢٠٠٥ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالُوْا يَاسُفْيَانُ نَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ اَبُوْا رَافِعٍ لَمْ يَاْمُرْنِىْ اَنْ اُنْزِلَهُ وَلٰكِنْ ضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فَنَزَلَهُ قَالَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ عَلٰى ثَقَلِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ عُثْمَانُ يَعْنِىْ فِى الْاَبْطَحِ ٠

২০০৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুসাদ্দাদ ..... সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ রাফে'[১] বলেছিল, নবী করীম ﷺ আমাকে উক্ত স্থানে (মুহাস্‌সাব) অবতরণ করতে নির্দেশ দেননি, বরং আমি সেখানে তাঁর তাঁবুটি স্থাপন করায় তিনি সেখানে অবতরণ করেন। রাবী মুসাদ্দাদ বলেন, আবূ রাফে' নবী করীম ﷺ এর মালপত্রাদি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

banglainternet.com

১. নবী করীম ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম ও খাদেম।

٢٠٠٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِيْ حَجَّتِهِ قَالَ هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُوْنَ بِخَيْفِ بَنِيْ كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي الْمُحَصَّبَ وَذٰلِكَ أَنَّهُ بَنِيْ كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِيْ هَاشِمٍ أَنْ لاَّيُنَاكِحُوْهُمْ وَلاَ يُؤْوُوْهُمْ وَلاَيُبَايِعُوْهُمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِيْ ٠

২০০৬। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আগামীকাল (ইন্শাআল্লাহ্) আপনি কোথায় অবতরণ করবেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, আকীল কি আমার জন্য কোন গৃহ রেখেছে? অতঃপর তিনি বলেন, আমরা বনী কেনানার খায়ফে (অর্থাৎ মুহাস্সাবে) অবতরণ করব, যেখানে কুরায়শরা কুফরীর উপর পরস্পর অঙ্গীকার করেছিল অর্থাৎ তারা মুহাস্সাবে অবস্থিত আর কুফ্রীর যুগে বনী কেনানা কুরায়শদের বনী হাশিম গোত্রের সাথে পরস্পর এরূপ হলফ করেছিল যে, তারা তাদের সাথে পরস্পর বিবাহশাদী দেবে না, তারা তাদের ভালবাসবে না এবং তাদের সাথে বেচাকেনাও করবে না। রাবী যুহ্রী (র) বলেন, খায়ফ হল একটি উপত্যকা (যেখানে বনী কেনানা বসবাস করতো)।

٢٠٠٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عُمَرُ ثَنَا أَبُوْ عَمْرٍو يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ حِيْنَ أَرَادَ أَنْ يَّنْفِرَ مِنْ مِّنًى نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَدًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَهُ وَلاَذَكَرَ الْخَيْفَ الْوَادِيْ ٠

২০০৭। মাহ্মূদ ইব্ন খালিদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনা হতে প্রত্যাবর্তনের সময় ইরশাদ করেন, আমরা আগামীকাল অবতরণ করব। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পূর্বের হাদীসের উসামার প্রশ্ন ও নবী করীম ﷺ -এর জবাবের প্রসঙ্গ এতে উল্লেখ নেই। আর এখানে খায়ফ উপত্যকার কথাও উল্লেখ হয়নি।

٢٠٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى نَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَهْجَعُ هَجْعَةً بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ٠

২০০৮। আবূ সালামা ..... নাফে' (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমার (রা) যখন মিনা হতে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনি বাত্হাতে (অর্থাৎ মুহাস্সাবে) সামান্য নিদ্রা যেতেন। অতঃপর তিনি মক্কায় প্রবেশ করতেন। এতে তিনি ধারণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতেন।

٢٠٠٩ – حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَفَّانُ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ ·

২০০৯। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যোহর, আসর, মাগ্‌রিব ও এশার নামায বাত্‌হাতে (অর্থাৎ মুহাস্‌সাবে) আদায় করেন। অতঃপর তিনি সামান্য নিদ্রার পর মক্কায় প্রবেশ করতেন। আর ইব্ন উমার (রা)ও এরূপ করতেন। (কারণ ইব্ন উমার (রা) নবীজীর পদাংক অনুসরণকারী ছিলেন)।

٨٦– بَابٌ فِيْ مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فِيْ حَجِّهِ

৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জের সময় যদি কেউ আগের কাজ পরে বা পরের কাজ আগে করে

٢٠١٠ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى يَسْاَلُوْنَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ لَمْ اَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذْبَحْ وَلَاحَرَجَ وَجَاءَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَمْ اَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ اَرْمِ وَلَاحَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ اَوْ اُخِّرَ اِلَّا قَالَ اصْنَعْ وَلَا حَرَجَ ·

২০১০। আল্ কা'নাবী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র ইব্নুল 'আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনাতে অবস্থান করেন। এ সময় লোকেরা তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। তখন এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জানতাম না, তাই কুরবানীর পূর্বে মস্তক মুণ্ডন করে ফেলেছি, (এমতাবস্থায় কী করব?) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তুমি এখন কুরবানী কর এবং এতে কোন ক্ষতি নেই। তখন অপর এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি অবহিত ছিলাম না, তাই কংকর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। তখন জবাবে তিনি বলেন, তুমি এখন কংকর নিক্ষেপ কর এবং এতে কোন দোষ নেই। আর এ দিন তাঁকে পূর্বে-পরে (হজ্জের কাজ) করা সম্পর্কে যত প্রশ্ন করা হয় তার জবাবে তিনি বলেন, তুমি এখন কর এবং এতে কোন দোষ নেই।

٢٠١١ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَاْتُوْنَهُ فَمَنْ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ سَعَيْتُ قَبْلَ اَنْ اَطُوْفَ اَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا اَوْ اَخَّرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُوْلُ لَاحَرَجَ لَاحَرَجَ اِلَّا عَلٰى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذٰلِكَ الَّذِيْ حَرَجَ وَهَلَكَ ·

banglainternet.com

২০১১। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... উসামা ইব্‌ন শুরায়ক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হই। এ সময় লোকেরা তাঁর নিকট (বিভিন্ন ব্যাপার সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করতে আসতে থাকে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাওয়াফের পূর্বে সা'ঈ করেছি অথবা আমি কিছু কাজ আগে পরে করে ফেলেছি। আর তিনি এর জবাবে বলছিলেন ঃ কোন দোষ নেই, কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এক ব্যক্তি জনৈক মুসলিম ব্যক্তির ইজ্জত নষ্ট করায় সে অত্যাচারী সাব্যস্ত হয়। অতঃপর সেই দোষের কারণে সে ধ্বংস হয়।

٨٧- بَابُ فِيْ مَكَّةَ

৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কাতে নামাযের জন্য সুত্‌রা [১] ব্যবহার

٢٠١٢ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِيْ كَثِيْرُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ اَبِيْ وَدَاعَةَ عَنْ بَعْضِ اَهْلِهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ مِمَّا يَلِيْ بَابَ بَنِيْ سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ قَالَ سُفْيَانُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنَا عَنْهُ قَالَ اَنَا كَثِيْرٌ عَنْ اَبِيْهِ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ اَبِيْ سَمِعْتُهُ وَلٰكِنْ مِنْ بَعْضِ اَهْلِيْ عَنْ جَدِّيْ ٠

২০১২। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... কাসীর ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ বিদা'আ (র) হতে, তিনি তাঁর পরিবারের জনৈক ব্যক্তি হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ-কে বনী সাহাম গোত্রের দরজার নিকট নামায আদায় করতে দেখেন, যখন লোকেরা তাঁর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করছেন এবং তাদের মধ্যে কোন সুত্‌রা ছিল না। রাবী সুফ্‌ইয়ান (র) বলেন, তাঁর ও কা'বার মধ্যে কোন সুত্‌রা ছিল না।

٨٨- بَابُ تَحْرِيْمِ مَكَّةَ

৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কার পবিত্রতা

٢٠١٣ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى يَعْنِيْ ابْنَ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مَكَّةَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْهِمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّمَا اُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا اِلَّا لِمُنْشِدٍ فَقَامَ عَبَّاسٌ اَوْ قَالَ قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلَّا الْاِذْخِرَ فَاِنَّهُ لِقُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَّا

banglainternet.com

১. খোলা জায়গায় বা সাধারণের চলাচলের স্থানে নামায আদায়ের জন্য সম্মুখে যে লাঠি বা কাঠের দণ্ড স্থাপন করা হয়, তাকে সুত্‌রা বলে। কা'বা ঘরে নামায আদায়ে সুত্‌রার প্রয়োজন নেই।

الْإِذْخِرَ قَالَ أَبُودَاوُدَ وَزَادَ فِيهِ ابْنُ الْمُصَفَّى عَنِ الْوَلِيدِ فَقَامَ أَبُوشَاهٍ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ اكْتُبُوالِي فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قَالَ هٰذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَ مِنْ رَّسُولِ اللّٰهِ ﷺ ٠

২০১৩। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর রাসূলের উপর মক্কা বিজয় দান করেন, তখন নবী করীম ﷺ তাদের মধ্যে বক্তা হিসাবে দণ্ডায়মান হয়ে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা (আব্‌রাহার) হস্তীবাহিনীর মক্কায় প্রবেশ করা প্রতিহত করেন। আর তিনি (মক্কার উপর) প্রধান্য প্রদান করেন তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরকে। আর আমার জন্য দিবসের একটি অংশকে (যখন তিনি তাঁর সৈন্যসহ সেখানে প্রবেশ করেন) হালাল করা হয়েছে। অতঃপর সেখানে (মক্কায়) কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য (যুদ্ধ-বিগ্রহ করা) হারাম। তার (সবুজ) বৃক্ষরাজি কর্তন করা যাবে না, সেখানে কিছু শিকার করা যাবে না এবং সেখানে পড়ে থাকা কোন বস্তু ঘোষক ব্যতীত অন্যের (প্রদান বা সাদ্‌কা করা) জন্য হালাল হবে না। তখন আব্বাস (রা) দণ্ডায়মান হন অথবা (রাবীর সন্দেহ) আব্বাস (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইয্‌খির[১] ব্যতীত, কেননা সেটা আমাদের গৃহ নির্মাণের ও কবরের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হ্যাঁ, ইয্‌খির ব্যতীত। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, ইব্‌ন আল-মুসাফ্‌ফা, আল্ ওয়ালীদ হতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন আবূ শাহ্ নামক ইয়ামনের জনৈক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আমার জন্য লিখে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা আবূ শাহ্‌কে এটা লিখে দাও। রাবী (ওয়ালীদ বলেন, তখন আমি আওযা'ঈকে এ সম্পর্কে বলি, তোমরা আবূ শাহ্‌কে যেটা লিখে দিচ্ছ তা কী? (আওযা'ঈ) বলেন, এটা ঐ খুতবা যা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হতে শ্রবণ করেন।

٢٠١٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ وَلَايُخْتَلٰى خَلَاهَا ٠

২০১৪। উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে এ হাদীস (মক্কায় হারাম) বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানকার শুষ্ক ঘাস (সবুজ নয় এমন) কর্তন করা হারাম নয়।

٢٠١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنًى بَيْتًا أَوْبِنَاءً يُظِلُّكَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ مُنَاخٌ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ ٠

২০১৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলি, আমরা (সাহাবীরা) আপনার জন্য মিনাতে একটি ঘর অথবা এমন কিছু তৈরি করতে চাই, যা আপনাকে সূর্যের কিরণ হতে ছায়া প্রদান করবে। তখন জবাবে তিনি বলেন, না, বরং সেটা তো (হাজীদের) উট বসানোর স্থান, যে প্রথমে সেখানে পৌছবে (সে স্থান তার হবে)।

banglainternet.com

১. শন জাতীয় এক ধরনের ঘাস যা মক্কাবাসীরা তাদের গৃহ নির্মাণে ও লাশ দাফনের সময় কবরে ব্যবহার করে। ঐ ঘাস কাটা হালাল।

٣٠١٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ أَخْبَرَنِى عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ حَدَّثَنِى مُوْسَى بْنُ بَاذَانَ قَالَ أَتَيْتُ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِى الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيْهِ.

২০১৬। আল্ হাসান ইব্ন আলী ..... মূসা ইব্ন বাযান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়্যার নিকট গমন করি। তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, হারামের মধ্যে খাদ্যশস্য (অধিক মূল্যে বিক্রির আশায়) গুদামজাত করে রাখা যুলুম ও সীমালংঘনের পর্যায়ভুক্ত।

٨٩- بَابٌ فِىْ نَبِيْذِ السِّقَايَةِ

৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ নাবীয ১ পানীয়

٣٠١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا بَالُ أَهْلِ هٰذَا الْبَيْتِ يَسْقُوْنَ النَّبِيْذَ وَبَنُوْ عَمِّهِمْ يَسْقُوْنَ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ وَالسَّوِيْقَ أَبَخْلٌ بِهِمْ أَمْ حَاجَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا بِنَا مِنْ بُخْلٍ وَّلَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلٰكِنْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِشَرَابٍ فَأُتِىَ بِنَبِيْذٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَدَفَعَ فَضْلَهُ إِلٰى أُسَامَةَ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ كَذٰلِكَ فَافْعَلُوْا فَنَحْنُ هٰكَذَا لَا نُرِيْدُ أَنْ نُّغَيِّرَ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

২০১৭। আম্র ইব্ন আওন ..... বাক্র ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা) কে বলেন, এ গৃহের অধিবাসীদের (আব্বাসের) অবস্থান কী? এরা নাবীয পান করে এবং এদের চাচার সন্তানসন্ততিরা দুধ, মধু ও পানীয় পান করে। এটা কি তাদের কৃপণতা, না তাদের অসচ্ছলতার জন্য? তদুত্তরে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমাদের সাথে না কৃপণতা আছে, না অসচ্ছলতা বরং (প্রকৃত ব্যাপার এই যে) একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি বাহনে আমাদের নিকট আগমন করেন, যার পশ্চাতে উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) সাওয়ার ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানীয় কিছু চাইলে তাঁর সম্মুখে নাবীয পেশ করা হয়। তা হতে তিনি কিছু পানের পর অবশিষ্টাংশ উসামাকে প্রদান করেন। অতঃপর তিনি (উসামা) তা পান করেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা অত্যন্ত উত্তম ও উৎকৃষ্ট কাজ করেছ। আর তোমরা এরূপই করতে থাকবে। কাজেই আমরা এরূপই করি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা করেছেন তার ব্যতিক্রম করতে চাই না।

banglainternet.com

১. আঙ্গুর বা খেজুর ইত্যাদি মিশ্রিত পানীয় বিশেষ।

٩٠- بَابُ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

৯০. অনুচ্ছেদ ঃ (মুহাজিরের জন্য) মক্কায় অবস্থান

٢٠١٨ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ هَلْ سَمِعْتَ فِى الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لِلْمُهَاجِرِيْنَ إِقَامَةٌ بَعْدَ الصَّدْرِ ثَلَاثًا ·

২০১৮। আল্ কা'নাবী ..... আবদুর রহমান ইব্ন হুমায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) হতে শ্রবণ করেন, যিনি সায়েব ইব্ন ইয়াযীদকে প্রশ্ন করেন, মুহাজিরের জন্য মক্কায় অবস্থান করা সম্পর্কে আপনি কিছু শুনেছেন কি? এর জবাবে তিনি বলেন, আমাকে ইব্ন আল্ হাযরামী খবর দিয়েছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, মুহাজিরগণ মিনা হতে প্রত্যাবর্তনের পর (মক্কায়) তিনদিন অবস্থান করতে পারবে।

٩١- بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الْكَعْبَةِ

৯১. অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘরের মধ্যে নামায

٢٠١٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ وَبِلَالٌ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ فَمَكَثَ فِيْهَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِيْنَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُوْدَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَثَلٰثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلّٰى ·

২০১৯। আল্ কা'নাবী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং এ সময় তাঁর সংগে ছিলেন উসামা ইব্ন যায়িদ, উসমান ইব্ন তালহা আল-হাজাবী, (কা'বার দারোয়ান) এবং বিলাল (রা)। অতঃপর তিনি (ভীড়ের আশংকায়) এর দরজা বন্ধ করে দেন। পরে তিনি তন্মধ্যে অবস্থান করেন। রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার বলেন, অতঃপর আমি বিলাল (রা) কে সেখান থেকে বের হওয়ার পর জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তন্মধ্যে কী করেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, তিনি একটি স্তম্ভকে বামদিকে, দুটি স্তম্ভকে ডানদিকে এবং তিনটি স্তম্ভকে পশ্চাতে রেখে নামায আদায় করেন এবং এ সময় বায়তুল্লাহ্ ছয়টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

٢٠٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ الْأَذْرَعِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ بِهٰذَا لَمْ يَذْكُرِ السَّوَارِيَ قَالَ ثُمَّ صَلّٰى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلٰثَةُ أَذْرُعٍ ·

banglainternet.com

২০২০। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আল-আযরা'ঈ ..... মালিক হতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। রাবী আবদুর রহমান সাওয়ারীর কথা উল্লেখ করেননি। রাবী ইব্ন মাহ্দী মালিক হতে বর্ণনা করেন যে, অতঃপর তিনি নামায আদায় করেন এবং এই সময় তাঁর ও ক্বিবলার মধ্যে তিনগজ পরিমাণ ব্যবধান ছিল।

٢٠٢١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ الْقَعْنَبِيِّ قَالَ نَسِيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى ·

২০২১। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... ইব্ন উমার (রা) নবী করীম ﷺ হতে আল কা'নাবী বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কত রাক'আত নামায আদায় করেন, তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

٢٠٢٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا جَرِيْرٌ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَيْفَ صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ·

২০২২। যুহায়র ইব্ন হারব ..... আবদুর রহমান ইব্ন সাফ্ওয়ান (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বার মধ্যে প্রবেশ করে কী করেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, তিনি সেখানে দু'রাক'আত নামায আদায় করেন।

٢٠٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو ابْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَبَى أَنْ يَّدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيْهِ الْآلِهَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ قَالَ فَأُخْرِجَ صُوْرَةُ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَفِيْ أَيْدِيْهِمَا الْأَزْلَامُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَاتَلَهُمُ اللهُ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمُوْا مَا اسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُّ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِيْ نَوَاحِيْهِ وَفِيْ زَوَايَاهُ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ ·

২০২৩। আবূ মা'মার ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন মক্কায় আগমন করেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহ্র মধ্যে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন। কেননা সেখানে তখন অসংখ্য দেবদেবী বিদ্যমান ছিল। তখন তিনি সেগুলোকে বের করতে নির্দেশ দিলে সেগুলো বহিষ্কার করা হয়। রাবী বলেন, অতঃপর ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর মূর্তি এবং তাদের হস্তে যে ভাগ্য পরীক্ষার তীর ছিল সেটা বহিষ্কার করা হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয় তাঁরা (কুরায়শরা) জানত যে, ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ) কখনই তীরের সাহায্যে ভাগ্যের (ভাল-মন্দ) পরীক্ষা করেননি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহ্র মধ্যে প্রবেশ করেন এবং প্রতিটি কোণায় তাকবীর (আল্লাহু আকবার) প্রদান করেন এবং এর প্রতিটি রুকনেও। অতঃপর তিনি সেখানে নামায আদায় না করে বের হয়ে আসেন।

banglainternet.com

٢٠٢٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ وَأُصَلِّيَ فِيْهِ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِيْ فَأَدْخَلَنِيْ فِي الْحِجْرِ فَقَالَ صَلِّيْ فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُوْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ فَإِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوْا حِيْنَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوْهُ مِنَ الْبَيْتِ.

২০২৪। আল্ কা'নাবী ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বায়তুল্লাহ্র মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে নামায আদায় করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হাত ধরে হাতীমে কা'বার মধ্যে প্রবেশ করান এবং বলেন, তুমি যখন বায়তুল্লাহ্র মধ্যে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করছ, তখন এ স্থানে নামায আদায় কর। কেননা এটা বায়তল্লাহ্র-ই একটি অংশ। আর তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা (কুরায়শরা) যখন কা'বা পুনঃনির্মাণ করেছে, তখন তারা সংক্ষেপ করে (কম খরচের জন্য) নির্মাণের ফলে একে (হাতীমে-কা'বাকে) বাইরে রেখেছে।

٢٠٢٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَهُوَ مَسْرُوْرٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا وَهُوَ كَئِيْبٌ فَقَالَ إِنِّيْ دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا دَخَلْتُهَا إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ أَكُوْنَ قَدْ شَقَقْتُ عَلٰى أُمَّتِيْ.

২০২৫। মুসাদ্দাদ ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট হতে হৃষ্টচিত্তে বাইরে গমন করেন। অতঃপর ভারাক্রান্ত মনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলেন, আমি কা'বায় প্রবেশ করেছিলাম, তবে যা আমি পরে অবগত হয়েছি যদি তা আমি পূর্বে জানতে পারতাম, তবে আমি এর মধ্যে প্রবেশ করতাম না। আর আমি এতদ্সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত যে, আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টের কারণ হই কিনা।

٢٠٢٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمُسَدَّدٌ قَالُوْا نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ الْحَجَبِيِّ حَدَّثَتْنِيْ خَالِيْ عَنْ أُمِّيْ قَالَتْ سَمِعْتُ الْأَسْلَمِيَّةَ تَقُوْلُ قُلْتُ لِعُثْمَانَ مَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ دَعَاكَ قَالَ إِنِّيْ نَسِيْتُ أَنْ أُمُرَكَ تُخَمِّرَ الْقَرْنَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّيْ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ خَالِيْ مُسَافِعُ بْنُ شَيْبَةَ.

২০২৬। ইব্ন আল্ সারাহ্ ..... মানসূর আল্ হাজাবী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মামা আমার মাতা (সাফিয়া) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আস্লামিয়্যাকে এরূপ বলতে শুনেছি যে, আমি একদা উসমানকে জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে কী বলেন, যখন তিনি তোমাকে আহ্বান করেন? জবাবে তিনি (উসমান) বলেন, আমি আপনাকে এতদ্সম্পর্কে অবহিত করতে ভুলে যাই যে, আপনি (দুম্বার) ঐ শিং দুটি ঢেকে রাখুন (যা ফিদ্য়া স্বরূপ ছিল ইসমাঈল (আ)-এর জন্য)। কেননা, বায়তুল্লাহ্র মধ্যে এমন কিছু থাকা উচিত নয়, যা মুসল্লীকে তার নামায হতে অন্যমনস্ক করে।

banglainternet.com

٩٢- بَابٌ فِيْ مَالِ الْكَعْبَةِ

৯২. অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘরে রক্ষিত মালামাল

٢٠٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ شَيْبَةَ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ قَالَ قَعَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِيْ مَقْعَدِكَ الَّذِيْ أَنْتَ فِيْهِ فَقَالَ لَأَخْرُجَنَّ حَتّٰى أُقَسِّمَ مَالَ الْكَعْبَةِ قَالَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ بَلٰى لَأَفْعَلَنَّ قَالَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ بِمَا قُلْتُ لِأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ رَأٰى مَكَانَهُ وَأَبُوْا بَكْرٍ وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ فَقَامَ فَخَرَجَ ·

২০২৭। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ..... শায়বা অর্থাৎ ইব্ন উসমান (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আপনি যে স্থানে বসে আছেন, একদা উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) উক্ত স্থানে বসা ছিলেন এবং বলেন, আমি কা'বার মালামাল বণ্টন না করা পর্যন্ত বের হব না। তিনি (শায়বা) বলেন, তখন আমি তাঁকে বলি যে, আপনি এরূপ করতে সক্ষম হবেন না, এর জবাবে তিনি বলেন, হাঁ, অবশ্যই আমি এটা করব। তখন তিনি (শায়বা) আবার বলেন, আপনি এটা করতে পারবেন না। তখন তিনি (উমার) জিজ্ঞাসা করেন, কেন পারব না? তখন আমি বলি, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং আবূ বাক্র (রা) ও। আর তাঁরা উভয়েই মালের ব্যাপারে আপনার চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা তা বের করেন নি। এতদ্শ্রবণে তিনি দণ্ডায়মান হন এবং বের হয়ে যান।

٢٠٢٨ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ إِنْسَانٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ لِيَّةَ حَتّٰى إِذَا كُنَّا عِنْدَ السِّدْرَةِ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ طَرَفِ الْقَرْنِ الْأَسْوَدِ حَذْوَهَا فَاسْتَقْبَلَ نَخْبًا بِبَصَرِهِ وَقَالَ مَرَّةً وَادِيَةً وَوَقَفَ حَتّٰى أَنْقَفَ النَّاسُ كُلُّهُمْ ثُمَّ قَالَ أَنَّ صَيْدَوَجَّ وَعِضَاهَهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ لِلّٰهِ وَذٰلِكَ قَبْلَ نُزُوْلِهِ الطَّائِفَ وَحِصَارِهِ لِثَقِيْفٍ ·

২০২৮। হামেদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ..... যুবায়র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা লিয়্যা নামক স্থান হতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে রওনা হয়ে সিদ্রাহ্ নামক স্থানের নিকটবর্তী হই, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কালো পাথরের পাহাড়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে তায়েফের দিকে দৃষ্টিপাত করে দাঁড়ান। রাবী বলেন, তিনি একবার তাঁর উপত্যকার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং দণ্ডায়মান হন, যদ্দরুন সমস্ত লোকেরা দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন, সায়দুওয়াজ্জা[১] এবং ইজাহ্[২] উভয়ই হারাম, যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন। আর এটা তাঁর তায়েফে অবতরণের এবং বনী সাকীফ গোত্র অবরুদ্ধ করার পূর্বের ঘটনা।

banglainternet.com

১. এটি একটি পাহাড় যা তায়েফের সীমানা নির্দেশ করে।

২. উচ্চ বৃক্ষরাজি বিশিষ্ট স্থানের নাম, যা হেরেমের পূর্ব সীমানায় ও তায়েফের পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত।

٩٣- بَابُ فِيْ إِتْيَانِ الْمَدِيْنَةِ

৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ মদীনাতে আগমন

٢٠٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِيْ هٰذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى ٠

২০২৯। মুসাদ্দাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও গমনের জন্য সফর করবে না--মসজিদুল হারাম, আমার এ মসজিদ এবং মসজিদুল আক্সা।

٩٤- بَابُ فِيْ تَحْرِيْمِ الْمَدِيْنَةِ

৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার পবিত্রতা

٢٠٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَاكَتَبْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلاَّ الْقُرْاٰنَ وَمَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَابَيْنَ عَائِرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ أَوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَيُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَّلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَتُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَّلاَ صَرْفٌ وَّمَنْ وَّلّٰى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَيُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَّلاَ صَرْفٌ ٠

২০৩০। মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর ..... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে কুরআন ব্যতীত আর কিছুই লিপিবদ্ধ করিনি। আর এ সহীফার মধ্যে কী (যা আলীর তরবারীর খাপের মধ্যে ছিল)? আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আয়ের[১] হতে সাওর[২] পর্যন্ত সমস্ত মদীনা হারাম, (অর্থাৎ খুবই সম্মানিত) কাজেই যে ব্যক্তি কোন বিদ্'আতের সৃষ্টি করে অথবা কোন বিদ্'আত সৃষ্টিকারীকের সাহায্য করে, তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার, ফিরিশ্তাদের এবং সমস্ত মানবকুলের লা'নত[৩]। সে ব্যক্তির কোন ফরয বা নফল ইবাদত কবূল হবে না। আর মুসলমানদের অঙ্গীকার পালন করা তাদের জন্য খুবই দরকারী। যদিও তা সাধারণ ব্যক্তিদের (কাফিরদের) জন্য হয়। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার, ফিরিশ্তাদের ও সমস্ত মানবকুলের লা'নত। সে ব্যক্তির কোন ফরয বা নফল ইবাদত কবূল হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের লোকদের অনুমতি ব্যতীত এর আমীর হয় তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার, ফিরিশ্তাদের এবং সমস্ত মানবকুলের অভিসম্পাত। সে ব্যক্তির কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবূল হবে না।

---

১. মদীনার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম।

২. মদীনার পার্শ্ববর্তী একটি পাহাড়ের নাম।

৩. অভিসম্পাত।

banglainternet.com

٢٠٣١ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الصَّمَدِ نَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَايُخْتَلٰى خَلَاهَا وَلَايُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَاتُلْتَقَطُ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ وَلَايَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ ·

২০৩১। ইব্ন আল্ মুসান্না ..... আলী (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সেখানকার (মদীনার) সবুজ বৃক্ষ যেন কেউ কর্তন না করে এবং এর কোন প্রাণী যেন শিকার না করে। আর কেউ যেন সেখানে পড়ে থাকা বস্তু (লুক্তা)[১] গ্রহণ না করে, অবশ্য যে ব্যক্তি তা ঘোষণা করে লোকদেরকে জানাবে তার কথা আলাদা। আর হত্যার উদ্দেশ্যে সেখানে তরবারি নিয়ে যাওয়া কোন ব্যক্তির জন্য উচিত নয়। আর সেখানকার কোন বৃক্ষরাজি কর্তন করাও উচিত নয়, অবশ্য উটের খাদ্য হিসাবে যা ব্যবহৃত হয় তার ব্যাপার আলাদা।

٢٠٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ حَدَّثَهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ كِنَانَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا لَايُخْبَطُ شَجَرَةٌ وَلَا يُعْضَدُ إِلَّا مَايُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ ·

২০৩২। মুহাম্মাদ ইব্ন আল্ 'আলা ..... আদী ইব্ন যায়িদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনার সমস্ত গাছ, বৃক্ষরাজির হিফাযতের বন্দোবস্ত করেন। তার কোন পাতা পাড়া (ঝরান) হতো না এবং কোন বৃক্ষ কর্তন করাও যেত না। অবশ্য ভারবাহী পশুদের খাদ্যের জন্য যে পরিমাণ প্রয়োজন তা ব্যতীত।

٢٠٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ نَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ هٰذَا الْحَرَمَ وَقَالَ مَنْ وَجَدَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ وَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلٰكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ ·

২০৩৩। আবূ সালামা ..... সুলায়মান ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইব্ন আবূ ওক্কাস (রা) কে জনৈক ব্যক্তিকে পাকড়াও করতে দেখি, যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত মদীনার নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে শিকার করছিল। তখন তিনি তার কাপড় ছিনিয়ে নেন। এরপর তিনি (সা'দ) তার মনিবের নিকট গমন করেন এবং উক্ত ব্যক্তির ব্যাপার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি জবাবে বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ এলাকাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বলেন, যদি কেউ কাউকে এখানে শিকার করতে দেখে, তবে সে যেন তার কাপড় কেড়ে (ছিনাইয়া) লয়। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করেছেন, তা আমি তোমাদের প্রদান করব না বরং যদি তোমরা চাও, তবে আমি তোমাদিগকে তার মূল্য প্রদান করব।

٢٠٣٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ مَوْلًى لِسَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا وَجَدَ عَبِيدًا مِنْ عَبِيدِ الْمَدِينَةِ يَقْطَعُونَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ

banglainternet.com

১. লুক্তা ঃ পথিমধ্যে পড়ে থাকা মাল বা সম্পদ, পতিত প্রাপ্ত দ্রব্য।

وَقَالَ يَعْنِي لِمَوَالِيهِمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ وَقَالَ مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبَهُ ·

২০৩৪। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... তাওয়ামার আযাদকৃত গোলাম সালিহ্ হতে, তিনি সা'দের মনিব হতে বর্ণনা করেছেন একদা সা'দ (রা) মদীনার গোলামদের মধ্য হতে কোন একজনকে মদীনার বৃক্ষরাজি কাটতে দেখে তার সমস্ত সম্পদ ও কাপড়চোপড় ছিনিয়ে নেন। অতঃপর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শ্রবণ করেছি যে, তিনি মদীনার বৃক্ষরাজি কাটতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি আরো বলেন, যদি কেউ এখন থেকে কিছু কর্তন করে, তবে ঐ ব্যক্তির সম্পদ ও কাপড়চোপড় সহ তাকে পাকড়াও করবে।

٢٠٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَطَّانُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْجُهَنِيُّ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يُخْبَطُ وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلٰكِنْ يُهَشُّ هَشًّا رَقِيقًا ·

২০৩৫। মুহাম্মাদ ইব্ন হাফ্স ..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, কেউ যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুরক্ষিত এলাকা হতে গাছের পাতা না পাড়ে এবং কোন বৃক্ষ যেন না কাটে। অবশ্য উটের খাদ্যের জন্য যা প্রয়োজন সেটা ব্যতীত।

٢٠٣٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً مَاشِيًا وَرَاكِبًا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ·

২০৩৬। মুহাম্মাদ ..... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোবার মসজিদে কোনো সময় পদব্রজে এবং কোনো সময় উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে আসতেন। রাবী ইব্ন নুমায়র অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সেখানে দু'রাক'আত নামায আদায় করেন।

٩٥- بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ কবর যিয়ারত

٢٠٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ نَا الْمُقْرِئُ نَا حَيْوَةُ عَنْ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتّٰى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ·

২০৩৭। মুহাম্মাদ ইব্ন আওফ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে কেউই আমার উপর যখন সালাম পেশ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তার খবর দেন এবং আমি তার জবাব প্রদান করে থাকি।

٢٠٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَرَأْتُ عَلٰى عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلٰوتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ ·

banglainternet.com

২০৩৮। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা তোমাদের গৃহকে কবরে (অর্থাৎ আল্লাহ্র যিক্র বা নামায হতে খালি) পরিণত করো না। আর তোমরা আমার কবরকে ঈদের স্থানে পরিণত করো না। বরং তোমরা আমার উপর সালাম পেশ করবে। কেননা তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের সালাত ও সালাম আমার নিকট পৌঁছে থাকে।

٢٠٣٩ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ الْمَدِيْنِيُّ أَخْبَرَنِيْ دَاوُدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ رَبِيْعَةَ يَعْنِيْ ابْنَ الْهُدَيْرِ قَالَ مَا سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَدِيْثًا قَطُّ غَيْرَ حَدِيْثٍ وَّاحِدٍ قَالَ قُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نُرِيْدُ قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ حَتّٰى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلٰى حَرَّةِ وَاقِمٍ فَلَمَّا تَدَلَّيْنَا مِنْهَا فَإِذَا قُبُوْرٌ بِمَحْنِيَةٍ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللهِ أَقُبُوْرُ إِخْوَانِنَا هٰذِهٖ قَالَ قُبُوْرُ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا جِئْنَا قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ قَالَ هٰذِهٖ قُبُوْرُ إِخْوَانِنَا ٠

২০৩৯। হামিদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ..... রাবী'আ অর্থাৎ ইব্ন আল্ হুদায়র হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তালহা ইব্ন আবদুল্লাহ্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে একটি হাদীস ব্যতীত, আর কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, সেটা কী? তখন জবাবে তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে শহীদদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হই। অতঃপর যখন আমরা হুররাতে ওয়াকিম নামক স্থানে উপনীত হই, তখন সেখানে অবতরণ করি, যেখানে তাদের কবর ছিল। রাবী বলেন, তখন আমরা বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা কি আমাদের ভাইদের কবর? জবাবে তিনি বলেন, এগুলো আমার সাহাবীদের কবর। অতঃপর যখন আমরা শহীদদের কবরের নিকট উপস্থিত হই, তখন তিনি বলেন, এগুলো আমাদের শহীদ ভাইদের কবর।

٢٠٤٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِيْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلّٰى بِهَا فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ٠

২০৪০। আল্ কা'নাবী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাত্হা নামক স্থানে তাঁর উষ্ট্র বসান, যা যুল-হুলায়ফাতে অবস্থিত ছিল। অতঃপর তিনি সেখানে নামায আদায় করেন। পরবর্তীকালে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) এরূপ-ই করতেন।

٢٠٤١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَاْيَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يُّجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ رَجْعًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى يُصَلِّيَ فِيْهَا مَابَدَا لَهٗ لِأَنَّهٗ بَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَرَّسَ بِهٖ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحٰقَ الْمَدِيْنِيَّ قَالَ الْمُعَرَّسُ عَلٰى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ ٠

২০৪১। আল কা'নাবী ..... মালিক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা হতে মদীনাতে প্রত্যাবর্তনের সময় মু'আররিস্[১] নামক স্থান অতিক্রমকালে, সেখানে নামায আদায় করা সকলের জন্য কর্তব্য। কেননা আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। রাবী আবূ দাউদ বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আল-মাদানী হতে শ্রবণ করেছি যে, মু'আররিস্ নামক স্থানটি মদীনা হতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।

১. যুল-হুলায়ফার মসজিদকে আল্-মু'আররিস বলা হয়। তা মদীনা হতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।

tags : Bangla Hadish, Bangla Hadith, Bangla Hadis book download, Abu Daud Bangla